পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 47 Thursday, 16 January, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা ✻ ২ মাঘ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

হল না শুনানি, ঝুলেই রইল ২৬ হাজার চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টে ঝুলেই রইল ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে তা ফের শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। ২৪ মার্চ পরবর্তী শুনানি। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চে শুনানি ছিল। এদিকে, এই ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার নির্দিষ্ট সময়ে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। কিন্তু শুরুতেই বলে দেওয়া হয়, আজকে সময়ের অভাবে এই মামলা পুরো শোনা যাবে না। তাই ২৪ মার্চ এই শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর

বিচারপতিকে আইনজীবীরা অনুরোধ করেন। তারপর বিচারপতি আইনজীবীদের কিছু কথা শুনছেন। প্রসঙ্গত, গত ৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। সেদিন শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দেয়, ১৫ জানুয়ারি এই মামলার সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে। বেঞ্চ কম্পোজিশন অন্য থাকার কারণে সেদিন মামলা শোনা হয়নি। কিন্তু এদিন ফের সময়ের অভাবে শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ আন্দোলনকারীরা। প্রসঙ্গত, গত বছর ২২ এপ্রিল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁরা ২০১৬ সালের নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করেন। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। পাশাপাশি চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের। কিন্তু প্যানেল বাতিল হয়ে যাওয়ায়, চাকরিহারা হন যোগ্যরাও। আজ তাঁদেরই ভাগ্য নির্ধারণের কথা ছিল আজ। আগের শুনানিতে পুরো প্যানেল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন প্রধান বিচারপতি। সিবিআই-এর রিপোর্টে পাঁচ হাজারেরও বেশি নিয়োগে যে দুর্নীতি রয়েছে, তা আগের শুনানিতেই স্বীকার করেছে নিয়েছিল রাজ্য। এদিন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের বলার দিন ছিল।

এবার আসরে খোদ মমতা, বক্সীর ফোনেই দিলেন বড় নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ একটি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন ঘিরে দলীয় কোন্দল এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে দলেরই নেতা-কর্মীদের 'বম্ব চার্জ করে দেব' বলে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেতা অখিল গিরিকে। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বৈঠক করেও সমস্যা মেটাতে পারেননি। এবার তাই আসরে নামলেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ফোনেই নির্দেশ দিলেন মমতা। আগামী ৩১ জানুয়ারি কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নির্বাচন। নির্বাচিত ডিরেক্টররা এরপর চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। তার আগেই দলীয় দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের বোর্ডে ১৫ জন ডিরেক্টরের জন্য ৩০ জন মনোনয়ন তুলেছেন। সুব্রত বক্সী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমোদন দেওয়ার পর প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জেলা সভাপতি অখিল গিরির ফোনে হোয়াটসঅ্যাপে তালিকা দেওয়া হলেও তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ওঠে, অখিল গিরির অনুগামীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ওই তালিকায়। আর সেই তালিকার বিরোধিতা শুরু করেন উত্তম বারিক গোষ্ঠীর নেতারা। সমস্যা মেটাতে আজ, বুধবার ফের বৈঠকে বসেন সুব্রত বক্সী। ভবানীপুরে তাঁর বাড়িতে উত্তম বারিক, অখিল গিরি, জেলার সব বিধায়ক ও অন্যান্য নেতাদের সেখানে ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠকের মাঝেই বক্সী ফোন করেন মমতাকে। ফোনেই উপস্থিত নেতাদের বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, সুব্রত বক্সীর তৈরি করা প্যানেলই চূড়ান্ত, সেটাই মানতে হবে। যারা ভিন্ন প্যানেল তৈরির চেষ্টা করছেন, তাদের অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার বার্তা দেন মমতা। আরও জানানো হয়েছে যে ২৮ জানুয়ারির পর মমতাই নির্বাচিত করবেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান।

নেত্রীকে যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন বয়কট করলে জায়গা পেত না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ শিল্পী বয়কট নিয়ে ফের সরব তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ''তৃণমূল কংগ্রেস বয়কটের রাজনীতি করে না। সবাই স্বাধীনচেতা মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বয়কটের রাজনীতি বিশ্বাস করেন না... যদি সেইটাই হত অনেকেই দলে ফিরতে পারতেন না।'' নাম না করে কি ফের কুণাল ঘোষকে নিশানা করলেন অভিষেকের? কারণ, একসময় এই কুণাল ঘোষকেই বলতে শোনা গিয়েছিল, ''সারদায় সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' তাহলে কি বার্তা তাঁর দিকেই? নাকি অন্য কাউকে নিশানা? যদিও, পরে সাংবাদিক বৈঠক করে কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, ''আমি মনে করি না এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় বলেছেন। আমি যা বলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েই বলি। তাই আমার মনে হয় সার্বিকভাবেই বলেছেন।'' প্রসঙ্গত, আরজি কর ইস্যুতে যে সকল শিল্পীরা সরকারকে কটাক্ষ করেছিলেন তাঁদের বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, ''যাঁরা প্রতিবাদের নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। কুৎসা করেছেন।

কুণাল ঘোষকে নিশানা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের?

সেই ক'জনকে বলা হয়েছে। সেটা আমি তৃণমূল কর্মী হিসাবে আবেগ থেকে বলেছি। যা বলার এরপর তৃণমূল চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপধ্যায় বলবেন।'' তবে সেলেবদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি অভিষেক। উল্টে পরিস্কার তিনি বলেছিলেন, প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী। পাল্টা আবার কুণালকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে সময় আরজি কর নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠছে তখন অভিষেক ছিলেন না। সামলেছেন তাঁরাই। সেই শিল্পী বয়কট নিয়ে কার্যত তৃণমূলের মধ্যে আড়াআড়ি ভাগ দেখা গিয়েছিল। এ দিন একই ইস্যুতে আবারও মন্তব্য করেন অভিষেক। নাম করে বলেন, ''দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি যতটুকু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি, আমি যতটুকু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি ছোট থেকে দেখেছি উনি সরিয়ে দাও, হটিয়ে দাও এই রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যাঁরা বয়কটের কথা বলেন, একসময় তো তাঁদের মধ্যে অনেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন। তাই উনি যদি এই বয়কটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন তাহলে তাঁরাই দলে ফিরতে পারতেন না। আমরা বয়কটের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। বাকি দলনেত্রী হিসাবে উনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাই শিরধার্য।'' অভিষেক এদিনও ব্যক্তি স্বাধীনতায় জোর দিয়েছেন। তিনি বলছেন, ''আমরা সকলেই স্বাধীনচেতা মানুষ। আমি জানি এখন অনেক শিল্পী ভাবছেন তাঁকে ডাকা হচ্ছে না মানে তৃণমূল বয়কট করিয়েছেন। তৃণমূল বয়কটের রাজনীতি করে না। ঠিক তেমনই আমার পাড়ায় আয়োজক হিসাবে সিদ্ধান্ত আমার। এর সঙ্গে বয়কট মেলানো উচিত নয়।''

ইডি বলেছিল 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর', সেই জ্যোতিপ্রিয়ই পেলেন জামিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ রেশন দুর্নীতির মামলায় এবার জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ইডির বিশেষ আদালতে জামিন পেয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জামিন মিলেছে তাঁর। ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর গ্রেফতার হন জ্যোতিপ্রিয়। গ্রেফতারির চোদ্দমাস পর জামিন তাঁর। এর আগেও এই মামলায় জামিন পেয়েছিলেন বাকিবুর রহমান, শঙ্কর আঢ্যরা জামিন পেয়েছিলেন। বস্তুত, এক সময় ইডির আইনজীবীরা জ্যোতিপ্রিয়কে 'দুর্নীতির গঙ্গাসাগর' বলেছিল। এইবার সেই 'কিংপিন'ই পেয়ে গেলেন জামিন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রমাণ এখনও জোগাড় করতে না পারায় জেলমুক্তি তাঁর। বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ''দীর্ঘদিন উনি জেলে, অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়েছেন।'' বস্তুত, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে রেশন দুর্নীতির গন্ধ পায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এরপর সর্বপ্রথম গ্রেফতার হয় চালকল মালিক বাকিবুর রহমান। এরপর ওই বছরই অর্থাৎ ২০২৩ সালে গ্রেফতার হন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিন জামিনের জন্য আবেদন করেছেন বালু। কখনও নিজেকে নির্দোষ বলেছেন কোর্টে কখনও বা শারীরিক অসুস্থতার কারণ দর্শিয়েছেন তিনি। তবে 'হেভিওয়েট' তত্ত্বে বারবার জামিন নাকচ হচ্ছিল তাঁর। এ দিনও বিশেষ ইডি আদালতে বালুর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানান তাঁর আইনজীবীরা। শুধু তাই নয়, এখন তাঁকে হেফাজতে রাখার প্রয়োজনীতা কী? সেই বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁর আইনজীবীরা। এ দিকে, ইডির যুক্তি জ্যোতিপ্রিয় প্রভাবশালী। তিনি বাইরে বেরলে তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে। এ দিকে, এই মামলায় আরও এক ব্যক্তি যাঁরবাড়ি তপসিয়া এলাকায় তাঁকে এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি কেন্দ্রীয় এজেন্সির পক্ষে।

আরও যে সকল অভিযুক্ত ছিল তাঁরাই জামিনে মুক্ত। তাহলে কেন আটকে রাখা হবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে? তাই সবটা বিচার করেই জামিন দিয়েছে ইডি আদালত। বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় এজলাসে জামিন পেয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তবে শর্তসাপেক্ষে এই জামিন পেয়েছেন তিনি। আদালতের নির্দেশ তিনি দেশ ছেড়ে বাইরে যেতে পারবেন না। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। তদন্তকারী দলকে সাহায্য করতে হবে। পাশাপাশি এই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে পারবেন না। আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, ''সময় এসেছে তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধ তদন্ত করা। কারণ প্রতিটি তদন্তের ক্ষেত্রে দেখছি আদালতের নির্দেশের পরই সেই তদন্তের গতি শ্লথ হচ্ছে। প্রমাণ জোগাড় করতে না পারার কারণে অপরাধীরা ছাড়া পাচ্ছেন। কেন বারেবারে হচ্ছে? যাঁদের নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা বলা হচ্ছে তাঁরা প্রমাণ করছেন নিরপেক্ষ নয়।''

আবার হবে রাত দখল, পুলিশ মুখ ফেরালেও অনুমতি দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের রাত দখল। 'রাত দখল ঐক্যমঞ্চে'র মিছিলের অনুমোদন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ওই মঞ্চ। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ছিল শুনানি। মিছিল হবে ওয়েলিংটন থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত। এরপর কলেজ স্কোয়ারেই 'রাত দখল' কর্মসূচি পালন করবে ঐক্যমঞ্চের সদস্যরা। সেখান থেকে পাঁচ জন সদস্য সচিবালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন। আবেদনকারীদের আইনজীবী শামিম আহমেদ এদিন আদালতে জানান, আরজি কারের ঘটনার পর প্রতিবাদের নানা রকমের পথ বেছে নিয়েছেন সাধারণ মানুষ। আগামী ১৬ জানুয়ারি একটি মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল পুলিশের কাছে। পুলিশ অনুমতি দেয়নি বলে দাবি করেন আইনজীবী। আরজি কর কাণ্ডের পর এতদিন কেটে গেলেও বিচার পাওয়া যায়নি, সেই কারণেই পথে নামছেন মেয়েরা। জয়েন্ট সিপি হেড কোয়ার্টারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনও অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ। তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় 'রাত দখল ঐক্যমঞ্চ'। রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী জানান, ওয়েলিংটন মোড় থেকে রানি রাসমণি পর্যন্ত একটি মিছিল করতে পুলিশের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এরপর তাদের সারারাতের একটা কর্মসূচি রয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের নবান্ন যাওয়ার কথা। নবান্ন অভিযানের কথা থাকলেও, হাওড়া পুলিশকে কেন মামলায় যুক্ত করা হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য। কতজন সদস্য নবান্নে যাবেন, কতজন সদস্য অবস্থানে বসবেন, সেই বিষয়েও কিছু জানানো হয়নি বলে দাবি রাজ্যের। সম্প্রতি নবান্ন অভিযান বন্ধ করার জন্য একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে, যা এই মুহূর্তে বিচারাধীন। সে কথাও এদিন উল্লেখ করেছে রাজ্য। এছাড়াও রাজ্য জানিয়েছে, রানী রাসমণিতে কোনও কর্মসূচি করতে গেলে সেনার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন, সেটা করা হয়নি। পুলিশের কাছে অনলাইনে আবেদন করেই কেন দায়িত্ব শেষ? এই প্রশ্নই তোলে রাজ্য।

বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত করবে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ বাঘাযতীনের বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় নির্মাণকারী সংস্থার মালিক সহ ৮টি ফ্ল্যাটের মালিক ও ফ্ল্যাটের প্রমোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকেও নেতাজি নগর থানায় ৭টি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। যার মধ্যে ৪টি কেএমসি অ্যাক্ট এবং তিনটি মামলা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতের পর বুধবার সকাল থেকে ফের হেলে পড়া ফ্ল্যাটবাড়ি ভাঙার কাজ চলছে। কেন এমন ঘটনা ঘটল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্থানীয় বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার বলেন, ''কলোনি এলাকায় কোনও ফ্ল্যাট-বাড়িরই অনুমোদন নেই। সিপিএম আমলে এমন অনেক বাড়িই তৈরি হয়েছিল। আর বাড়িটিতে যে কাজ করা হচ্ছিল সেই বিষয়ে জানতেনই না স্থানীয় কাউন্সিলর বা পুরসভার কেউ।'' সূত্রের খবর, পুরসভাও জানিয়েছে, অভিযুক্তরা প্রশাসনকে না জানিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছিল। এমনকী মাটির পরীক্ষা না করেই চলছিল হাইড্রোলিক জ্যাকের কাজ। বাঘাযতীন এলাকায় ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর কলোনিতে এই বহুতল আচমকাই ধসে একদিকে হেলে পড়ে। ২০১২ সালে তৈরি হয়েছিল এই বাড়িটি। সেই প্রেক্ষিতেই অভ্যন্তরীণ তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ১০ নম্বর বোরো আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখবে তাঁরা। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থাকেই দায়িত্ব নিতে হবে ফ্ল্যাট মালিকদের পুনর্বাসনের। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাসখানেক আগে ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছিল। তারপর থেকেই বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়েছিল বাড়িটি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ১০-১২ বছর আগে জলাভূমি ভরাট করে বেআইনি ভাবে ওই বহুতল নির্মাণ করা হয়েছিল। চারতলা বাড়ি নির্মাণের অনুমোদনও ছিল না বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, জল জমার সমস্যা দূর করতে হাইড্রোলিক জ্যাক দিয়ে বাড়িটি উঁচু করা হচ্ছিল। তার জেরে বাড়িটির গ্রাউন্ড ফ্লোরের চাঙ। উঠে যায়। ফলে এই বিপত্তি। বাঘাযতীনের বিস্তীর্ণ এলাকা একদা জলাজমি ছিল। সেখানে পুকুর বা জলাজমি ভরাট করে প্রমোটারির ডজন ডজন অভিযোগ রয়েছে। তাই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, প্রমোটার পাইলিংয়ের কাজ ভাল করে করেনি। বা কমদামি কিংবা নিকৃষ্টমানের সামগ্রী দিয়ে এই বহুতল তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ প্রকৃত ঘটনা সামনে আসে। ঘটনার পর থেকেই অবশ্য ওই বহুতলের প্রোমোটার সুভাষ রায় ফেরার। তাঁর খোঁজ চলছে।

সিআইডি-র পাশাপাশি সিবিআই-কে নিয়ে তৈরি হোক সিট, স্যালাইনকাণ্ডে দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ বিষ স্যালাইনে প্রসূতির মৃত্যু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও তিনজন। তীব্র চাপানউতোর গোটা রাজ্যে। ফের প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। চাপানউতোরের মধ্যেই এবার স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তুললেন ক্ষতিপূরণ থেকে সরকারি চাকরির দাবিও। এদিকে শুভেন্দু স্বাস্থ্য ভবনের কাছাকাছি যেতেই শুরুতেই বচসায় জড়াতে দেখা যায় পুলিশকে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন শুভেন্দু-সহ তাঁর অনুগামীরা। এরইমধ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, সিআইডি তদন্ত করছে আসলে প্রমাণ নষ্টের জন্য। টানেন আরজি করের প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, ''বিধানসভা বন্ধ, তাই বলার জায়গা নেই। জনস্বার্থেই স্বাস্থ্য ভবনে এসেছিলাম। স্পেশ্যাল সেক্রেটারিরর সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা বলেছি, রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ চেয়ারের উপরে অভিযোগ উঠেছে। এখন সিআইডি তদন্ত করছে আরজি করের মতো। আসলে প্রমাণ নষ্ট করার জন্য সিআইডি-কে পাঠানো হয়েছে।'' একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, ''সিআইডি তদন্ত চলতে পারে। কিন্তু সিবিআই-কে নিয়ে তৈরি করতে হবে সিট।'' তাঁর সংযোজন, ''আমরা স্পেশ্যাল সেক্রেটারিকে বলেছি, ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির প্রতিনিধি, রাজ্যের প্রতিনিধি রাখতে হবে। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন চিফ জাস্টিসকে লিখতে। যাতে তাঁরা একটা বিচারপতি দেন। আর সিআইডি যদি থাকে তাহলে সিবিআই যাতে তাঁদের অফিসার দেয় সেটাও লেখার কথা বলেছি। সিট তৈরি হোক। এদের সকলকে নিয়ে সিট তৈরি হোক। পুরোটার নেতৃত্ব দিক একজন বিচারপতি।'' কাঠগড়ায় তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতেই ক্ষতিপূরণের দাবিও তোলেন। বলেন, ''আমরা বলেছি প্রসূতি মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য মারা গিয়েছেন। ওনার দুটো বাচ্চা আছে। আপনারা দায়ী। আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে। ৫০ লক্ষ টাকা দিন আপনারা। চাকরি দিতে হবে। বাকি তিনজন প্রসূতির কথা আমরা জিজ্ঞেস করেছি। প্রথমে বলল ক্রিটিক্যাল, তারপর বলল চিকিৎসা চলছে।'' এখানেই না থেমে আক্রমণের সুর আরও চড়িয়ে বলেন, ''সবথেকে বড় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হচ্ছে গত এক মাস ধরে যাদের এই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে তাঁদের ভবিষ্যতে কিডনি বিকল হতে পারে। ডাক্তারা বলছে, বিশেষজ্ঞরা বলছে এ কথা। আমরা তালিকা চেয়েছি। তালিকা প্রকাশ করে তাঁদের দায়িত্ব নিতে হবে। নাহলে ৬ মাস পরে বলবে সুগার ছিল তাই কিডনি ফেল করেছে।''

চিকিৎসকদের মধ্যে আরজি কর, আর পুলিশের মধ্যে সিপিএম! সর্ষের মধ্যে ভূত দেখছেন কুণাল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ স্যালাইনকাণ্ড নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যে চিকিৎসকদের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। খোঁচা দিয়েছেন আরজি করের আন্দোলন নিয়ে। এবার পুলিশের মধ্যেও সিপিএম মিশে আছে বলে সন্দেহ তাঁরা। তাঁর দাবি, একাংশের পুলিশ কর্মীরা চাইছেন না তৃণমূল সরকার সুষ্ঠভাবে চলুক। তাঁর এ মন্তব্য নিয়েই জোরদার চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক মহলে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে প্রসূতি মৃত্যুতে ডাক্তারদের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে কুণাল বলেন, ''যে তিনজন সিনিয়র ছিলেন না তাঁদের মধ্যে একজন ওই এলাকার কোন কোন নার্সিংহোমে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও ওটি করেন তার তালিকাও এসে গিয়েছে। এরাই সব রাত জেগে দাবি এক দফা এক করেছে। নিজেদের কাজ করার নাম নেই সরকারের ভুল ধরতে যাচ্ছে। খুব তখন রাত জাগা, এখন মায়েদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছেন। দাবি এক দফা একের কয়েকজন ওখানে জুটেছে। এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য স্যালাইন-সহ নানা কথা বলছেন।'' করেছেন আরও বিস্ফোরক অভিযোগ। কুণালের দাবি, ''একই সময় একজন ডাক্তার তাড়াহুড়ো করে দু'টো ওটি করছে। একই অ্যাপর্ন পরে আপনি দুটো ওটি করতেই পারেন না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে গিয়ে তাড়াহুড়ো হয়েছে। এটা হতে পারে না। এটা বেআইনি।'' খোঁচা দিয়েছেন সিপিএমকেও। আক্রমণের ধার বাড়িয়ে বলেন, ''সিপিএম আপনাদের বলছি, মেডিকেল কিট কেলেঙ্কারি, বেহালায় ভেজাল কেলেঙ্কারি আপনাদের জনামায় হয়েছে। শেখাবেন না। বিজেপি শাসিত রাজ্যে, কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে কী কী হয়েছে সবাই জানে।'' এ কথা বলতে বলতেই তৃণমূল নেতা খুনের প্রসঙ্গ উঠতেই ফের ফোঁস করেন বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা। টেনে আনেন বিরোধীদের। বলেন, ''আমরা এ ধরনের ঘটনা বারবার দেখেছি। বিজেপি শাসিত রাজ্যে দেখেছি। সিস্টেমের কোনও একটা অংশে গিয়ে এ ধরনে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় এটা অত্যন্ত কম ঘটে। কিন্তু আমরা বলছি একটাই বা কেন ঘটবে? মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে। তারপরেও ঘটেছে এটা খারাপ। পুলিশ বাকিটা দেখছে।'' এরপরেই বাম জমনার প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দিয়ে বলেন, ''সিপিএম জমানায় কসবায় তো দাঁড় করিয়ে মেরে দিয়ে গেল ওদের কমরেড গুরুপদ বাগচিকে। আপনারা দেখেননি? সিপিএম জমানায় তো ডিসি ওসি-দের মেরে দিত। খুনের পর খুন করিয়েছে। ফলে ওদের মুখে এসব মানায় না।'' খানিক বক্রোক্তির সুরে একাংশের পুলিশকে কুণালের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণও রয়েছে। তাঁর কথায়, ''পুলিশ একটা সিস্টেমের অঙ্গ। পুলিশ অবশ্যই রাজ্য সরকারের। কিন্তু, পুলিশের মধ্যে একাংশও তো আছে সিপিএমের সময় থেকে আছে। এমন কেউ কেউ আছে যাঁরা মন থেকে তৃণমূলের সুষ্ঠভাবে সরকার চালানো পছন্দ করছে না। বিরোধীদের কমিউনিকেশনে আছে।''

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছি, বললেন রাহুল, বিজেপি বলল, 'সত্য সামনে এসেছে'

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রের শাসকদলকে লাগাতার নিশানা করেন তিনি। আক্রমণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে (আরএসএস)। আর সেই আক্রমণ করতে গিয়েই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এমন মন্তব্য করলেন, যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাহুলকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি। কংগ্রেসের 'নোংরা সত্য' সামনে আনার জন্য রাহুলের 'প্রশংসা' করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বুধবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের নতুন হেড কোয়ার্টার্সের উদ্বোধনের সময় বিজেপি ও আরএসএস-কে আক্রমণ করেন রাহুল। সেখানে তিনি বলেন, ''আপনারা মনে করবেন না যে আমরা ন্যায্য লড়াই লড়ছি। এখানে কোনও নিরপেক্ষতা নেই। যদি আপনি মনে করেন যে আমরা বিজেপি কিংবা আরএসএস নামে কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়ছি, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না কী হচ্ছে। আমাদের দেশের সব সংস্থাকে কব্জা করে নিয়েছে। এখন আমরা বিজেপি, আরএসএস এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছি।'' রাহুলের এই মন্তব্যে শোরগোল পড়ে যায়। লোকসভার বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বিজেপি। রাহুলকে আক্রমণ করে জেপি নাড্ডা এক্স

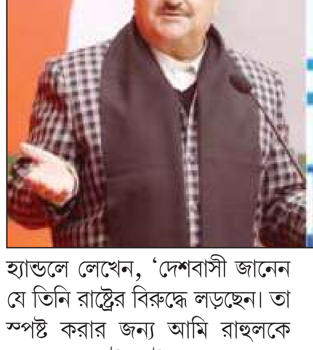

হ্যান্ডলে লেখেন, 'দেশবাসী জানেন যে তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছেন। তা স্পষ্ট করার জন্য আমি রাহুলকে সাধুবাদ জানাই। এটা গোপন নয় যে যারা ভারতকে অবমাননা, অসম্মান করতে চায়, সেই আর্বান নকশালকে সঙ্গে রাহুল গান্ধি ও তাঁর বাস্তুতন্ত্রের নিবিড় যোগ রয়েছে। বারবার তাঁর একই কাজ এই বিশ্বাসকে আরও জোরালো করেছে। তিনি যা করেছেন এবং বলেছেন, সবই ভারতকে টুকরো করা এবং সমাজকে ভাগ করার দিকে নিয়ে যায়।' এখানেই না থেমে নাড্ডা লেখেন, 'যেসব শক্তি ভারতকে দুর্বল হিসেবে দেখতে চায়, তাদের উৎসাহিত করার ইতিহাস রয়েছে কংগ্রেসের। তাদের কাছে ক্ষমতার লোভ মানে দেশের অখণ্ডতার সঙ্গে সমঝোতা করা এবং মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা করা।' এরপর দেশবাসীর বিচক্ষণতায় আস্থা রেখে নাড্ডা বলেন, 'ভারতবাসী বিচক্ষণ। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রাহুল গান্ধি ও তাঁর বস্তাপচা মতাদর্শকে সবসময় খারিজ করবে।' রাহুলকে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও। তিনি বলেন, ''রাহুল গান্ধি যদি মনে করেন যে বিরোধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছে, তাহলে তিনি সংবিধানের কপি বয়ে বেড়ান কেন?'' এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার ভার্জিনিয়ায় এক অনুষ্ঠানে রাহুলের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে রাহুল মন্তব্য করেছিলেন, ''শিখদের পাগড়ির পরার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে লড়াই চলছে। একজন শিখকে কাড়া পরতে দেওয়া হবে কি না, তাঁকে গুরুদ্বারে যেতে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে লড়াই চলছে। এটা শুধু শিখদের জন্য নয়। এটা সব ধর্মের জন্য।'' সেইসময় তাঁর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছিল বিজেপি। রাহুলের বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় অভিযোগ দায়ের হয়। এমনকি, নাম না করে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুজরাটে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, ''নেতিবাচকতায় পূর্ণ কিছু ব্যক্তি ভারতের ঐক্যকে আঘাত করতে চাইছে। যাঁদের মন ঘৃণায় ভরা, তাঁরা ভারত ও গুজরাটের বদনাম করার কোনও সুযোগ ছাড়ছে না।''

শক্তি বাড়ল ভারতের, তিনটি রণতরী নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ আরও শক্তি বাড়ল ভারতের। বুধবার তিনটি রণতরী নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার মুম্বইয়ের নৌসেনা বন্দরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইএনএস সুরাট, আইএনএস নীলগিরি এবং আইএনএস ভাগশির নামে নৌবাহিনীর এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজ নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজ অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, নৌবাহিনী প্রধান দীনেশ কুমার ত্রিপাঠি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফ।নবিস প্রমুখ।নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠি বলেছেন, আইএনএস সুরাট প্রজেক্ট ১৫ এ এবং ১৫ বি ডেস্টয়ারের গৌরবময় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নীলগিরি হল প্রজেক্ট ১৭এ ফ্রিগেটের প্রথম জাহাজ এবং ভাগশির হল প্রোজেক্ট ৭৫-এর শেষ সাবমেরিন। এই তিনটির অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আইএনএস সুরাট, আইএনএস নীলগিরি এবং আইএনএস ভাগশিরের ঐতিহাসিক কমিশনিং, কেবল ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্যই নয়, ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তিরও প্রমাণ। এখন আমরা বলতে পারি, অতীতে আটলান্টিক মহাসাগরের যে গুরুত্ব ছিল তা এখন ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

গত ১০ বছরে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃ গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত শনিবার দিল্লিতে মাদক পাচার ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত আঞ্চলিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সম্মেলনে তিনি বলেন, আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি, আমরা জানতে পারি এই লড়াইয়ে আমরা সাফল্যের খুব কাছাকাছি এবং সঠিক পথে এগোচ্ছি। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।অমিত শাহ আরও বলেন, আমরা ১০ বছরে ২৪ লক্ষ কেজি বাজেয়াপ্ত করেছি। এটি ৭ গুণ বৃদ্ধি। এটি একটি খুব বড় অর্জন এবং আমাদের প্রচেষ্টা জনগণ, আদালত এর কাছ থেকে একটি ভাল সাড়া পাচ্ছে। অমিত শাহ আরও বলেছেন, এটি একটি আনন্দের বিষয় যে ২০২৪ সালে পুলিশ এবং এনসিবি ১৬,৯১৪ কোটি টাকার মাদক আটক করতে সফল হয়েছে। স্বাধীনতার পর এটাই সবচেয়ে বড় পরিসংখ্যান।

বিজেপিকে থামাতে পারে শুধুমাত্র কংগ্রেসইঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়াই ঃ বিজেপিকে থামাতে পারে শুধুমাত্র কংগ্রেসই। দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর কথায়, এখন যারা ক্ষমতায় আছে, তাঁরা তেরঙাকে স্যালুট করে না, জাতীয় পতাকায় বিশ্বাস করে না, সংবিধানে বিশ্বাস করে না এবং ভারতের প্রতি তাঁদের সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বুধবার দিল্লিতে কংগ্রেসের নতুন সদর দফতর 'ইন্দিরা ভবন'-এর উদ্বোধন করেছেন সোনিয়া গান্ধী। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধী-সহ দলের অনেক নেতা।'ইন্দিরা ভবন'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজেপির সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, তাঁরা চায় ভারত একটি ছায়াময়, গোপন সমাজ দ্বারা পরিচালিত হোক। তাঁরা চায় ভারত এক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হোক এবং তারা এই দেশের কণ্ঠস্বরকে চূর্ণ করতে চায়। তাঁরা দলিত, সংখ্যালঘু, অনগ্রসর জাতি ও উপজাতিদের কণ্ঠস্বরকে চূর্ণ করতে চায়। এটা তাঁদের এজেন্ডা এবং আমি এটাও পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এদেশে আর কোনও দল নেই যে তাঁদের থামাতে পারবে। বিজেপিকে থামাতে পারে শুধুমাত্র কংগ্রেসই।

প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধন করেছেন

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ১৫ জানুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে সমাবেশে ভাষণে তিনি যাঁরা জম্মু ও কাশ্মীর এবং ভারতের উন্নয়নের স্বার্থে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং জীবনও দিয়েছেন সেই শ্রমিকদের ধন্যবাদ দেন। শ্রী মোদী বলেন, সমস্যা সত্ত্বেও আমাদের সংকল্প কখনো টাল খায়নি। তিনি শ্রমিকদের সংকল্প এবং দায়বদ্ধতার জন্য এবং কাজ সম্পূর্ণ করতে সবরকম বাধার মোকাবিলা করার জন্য প্রশংসা করেন। তিনি সাত জন শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন।ভ্ভ্সু ঃ দর তুষারাচ্ছাদিত পাহাড় এবং মনোরম আবহাওয়ার প্রশংসা করে শ্রী মোদী বলেন, সোশাল মিডিয়ায় সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সাম্প্রতিক ছবিগুলি দেখার পর তাঁর জম্মু ও কাশ্মীরে আসার আগ্রহ বেড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর আগেকার দিনের কথা বলেন, যখন তিনি প্রায়ই দলের হয়ে কাজ করার সময়ে এই অঞ্চলে আসতেন। তিনি সোনমার্গ, গুলমার্গ, গাঃদেরবাল এবং বারামুলার মতো এলাকায় অনেকটা সময় কাটানোর কথা বলেন, যেখানে কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ে হেঁটে তাঁকে অনেক কিলোমিটার যেতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রবল তুষারপাত সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ তাঁদের উষ্ণতা দিয়ে সেই শীতকে অনুভব করতে দেননি।আজকের দিনটি বিশেষ দিন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে উৎসবের পরিবেশ। তিনি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের সূচনার বিষয়ে বলেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুণ্যস্নানের জন্য জড়ো হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাব এবং উত্তরভারতের অন্যান্য অংশে লোহড়ি উসবের যেমন উল্লেখ করেন, তেমনই উল্লেখ করেন উত্তরায়ণ, মকর সংক্রান্তি এবং পোঙ্গলের মতো উসবের। তিনি শুভেচ্ছা জানান এই উসব উদযাপনকারী প্রত্যেককে। প্রধানমন্ত্রী উপত্যকার ৪০ দিনের চিল্লাইকালান সমস্যার কথা বলেন এবং মানুষের সহ্যশক্তির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই সময়টি নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে পর্যটন গন্তব্যের জন্য যেমন সোনমার্গ, সারা দেশের বহু মানুষ সেখানে গেছেন, কাশ্মীরের মানুষের আতিথেয়তা বরণ করার জন্য।ভ্ভ্প্রধানমন্ত্রী মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহারের কথা ঘোষণা করে, জম্মু রেল ডিভিশনের সাম্প্রতিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি মানুষের বহু দিনের দাবি ছিল। সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধন এবং জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবির কথা জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, এই টানেলটি সোনমার্গ, কার্গিল এবং লেহ-র মানুষের জীবনযাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই টানেল তুষারধস, প্রবল তুষারপাত এবং ভূমিধস যার জন্য অনেক সময়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, সেই সমস্যা কমাবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই টানেলের মাধ্যমে বড় বড় হাসপাতালে যাওয়া সহজ হবে। জরুরি পণ্য পাওয়ার সুবিধা হবে। আবাসিকদের প্রতিদিনের সমস্যা কমবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকৃতপক্ষে ২০১৫-য় সোনমার্গ টানেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তিনি খুশি যে টানেলের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁদের শাসনকালে। তিনি জানান, এই টানেল শীতকালে সোনমার্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সহায়ক হবে এবং সমগ্র অঞ্চলে পর্যটনের বৃদ্ধি ঘটাবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আগামী দিনে জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক সড়ক ও রেল যোগাযোগ প্রকল্প সম্পূর্ণ হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন কাছাকাছি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ প্রকল্পের কথা এবং জানান, কাশ্মীর উপত্যকার আসন্ন রেল যোগাযোগ ঘিরে উসাহের কথা। তিনি তুলে ধরেন নতুন জম্মু-কাশ্মীরের অঙ্গ হিসেবে নতুন সড়ক, রেল পথ, হাসপাতাল এবং কলেজ গড়ে তোলার কথা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানান প্রত্যেককে এই টানেল এবং উন্নয়নের নবযুগের জন্য। ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে ভারতের অগ্রগতিকে তুলে ধরে তিনি বলেন, কোনো অঞ্চল অথবা পরিবার যেন পিছনে পড়ে না থাকে। শ্রী মোদী বলেন, সরকার ' সাথ সবকা বিকাশ'-এর মন্ত্র নিয়ে কাজ করছে এবং জম্মু ও কাশ্মীর সহ সারা দেশে গত ১০ বছরে চার কোটির বেশি গরিব পরিবার পেয়েছেন পাকা বাড়ি। তিনি ঘোষণা করেন, আগামীদিনে আরও ৩ কোটি নতুন বাড়ি দেওয়া হবে দরিদ্রদের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে চিকিসা পাচ্ছেন, যাতে উপকৃত হচ্ছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষও। সারা দেশজুড়ে যুব সমাজের শিক্ষায় সহায়তা দিতে নতুন আইআইটি, আইআইএম, এআইআইএম, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজ স্থাপনের কথা তুলে ধরেন তিনি। শ্রী মোদী আরও জানান, গত এক দশকে জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, যাতে স্থানীয় যুব সমাজ উপকৃত হচ্ছেন।ভ্ভ্জম্মু ও কাশ্মীর থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিপুল পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর টানেল, হাই ব্রিজ এবং রোপওয়ের হাব হয়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বের উচ্চতম টানেল এবং উচ্চতম রেল রোড সেতু তৈরি হচ্ছে এখানে। প্রধানমন্ত্রী জানান, চেনাব সেতু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিক থেকে একটি চমকপ্রদ বিষয়, যেখানে সম্প্রতি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের মহড়া হয়েছে। তিনি বলেন, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেমন কেবল সেতু, কাশ্মীরের রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি করছে, যেমন জোজিলা, চেনানি নাশরি এবং সোনমার্গ টানেল প্রকল্প এবং উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুলা রেল সংযোগ প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, শঙ্করাচার্য মঃিদর, শিবখড়ি এবং বালতাল-অমরনাথ রোপওয়ের পাশাপাশি কাটরা-দিল্লি এক্সপ্রেসওয়ের কথা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ৪২ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের সড়ক যোগাযোগ প্রকল্প চলছে জম্মু ও কাশ্মীরে যার মধ্যে আছে চারটি জাতীয় সড়ক প্রকল্প এবং দুটি রিং রোড। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোনমার্গের মতো ১৪টির বেশি টানেল তৈরি হচ্ছে, যাতে সারা দেশে জম্মু-কাশ্মীর অন্যতম সংযুক্ত অঞ্চল হয়ে উঠবে।উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে ভারতের যাত্রায় পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় পর্যটকরা জম্মু ও কাশ্মীরের এযাব অজানা, অগম্য স্থানগুলিতে যেতে পারবেন। তিনি বলেন, গত এক দশকে শান্তি এবং অগ্রগতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এই অঞ্চলে, যার থেকে উপকৃত হয়েছে পর্যটন ক্ষেত্র। শ্রী মোদী বলেন, ২০২৪-এ ২ কোটির বেশি পর্যটক জম্মু-কাশ্মীর ভ্রমণ করেছেন, গত ১০ বছরে সোনমার্গে পর্যটকের সংখ্যা ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, এই বৃদ্ধিতে হোটেল, হোমস্টে, ধাবা, জামাকাপড়ের দোকান এবং ট্যাক্সি পরিষেবা সহ স্থানীয় ব্যবসা উপকৃত হয়েছে।ভ্ভ্শ্রী মোদী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর জম্মু ও কাশ্মীর উন্নয়নের নতুন অধ্যায় রচনা করছে। তিনি বলেন, এই অঞ্চল তার কঠিন সময়কে পিছনে ফেলে ' বুকে স্বর্গ'-এর পূর্বপরিচিতি ফিরে পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষ এখন রাতেও লালচকে আইসক্রিম উপভোগ করছেন, গোটা অঞ্চলটি প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। পোলো ভিউ মার্কেটকে স্থানীয় শিল্পীরা একটি নতুন বসতি কেঃেদ্র যেভাবে রূপান্তরিত করেছেন তার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মাঝেমাঝেই বাদ্যশিল্পী এবং সঙ্গীত শিল্পীরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রীনগরের মানুষ বর্তমানে পরিবারকে নিয়ে সহজে সিনেমায় যেতে পারছেন এবং দোকানবাজার করতে পারছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সরকার একাই অর্জন করতে পারতো না। এর জন্য তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে কৃতিত্ব দেন। যাঁরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁদের ভবিষ্য নিরাপদ করেছেন।ভ্ভ্জম্মু ও কাশ্মীরের যুবাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা তুলে ধরে এবং খেলাধুলোয় একাধিক সুযোগ সুবিধার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কয়েক মাস আগেই শ্রীনগরে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা খুশি করেছে উপস্থিত সকলকে। ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারী মুখ্যমন্ত্রীর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার উল্লেখ করেন তিনি। দিল্লিতে একটি বৈঠকে এই নিয়ে উৎসাহপূর্ণ আলোচনার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী।ভ্ভ্প্রকৃতই জম্মু ও কাশ্মীরের এটি নতুন যুগ বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই অঞ্চলে সম্প্রতি ৪০ বছর পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সু ঃ দর ডাল হ্রদের ধারে গাড়ির দৌড়ও হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, গুলমার্গ ভারতের শীতকালীন খেলাধুলোর রাজধানী হয়ে উঠছে। যেখানে চারটি খেলো ইন্ডিয়া শীতকালীন গেমসের আয়োজন করা হয়েছে, পঞ্চমটিও সেখানে হতে যাচ্ছে। গত দু বছরের উপর সারা দেশের আড়াই হাজার অ্যাথলিট জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই অঞ্চলে ৯০টির বেশি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন স্থানীয় ৪৫০০ তরুণ তরুণী।জম্মু ও কাশ্মীরের যুবাদের জন্য নতুন সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, জম্মু এবং অবন্তিপোরায় এইমস তৈরির কাজ দ্রুত এগোচ্ছে, ফলে চিকিসার জন্য দেশের অন্য জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জম্মুর আইআইটি, আইআইএম এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অসাধারণ শিক্ষাদান করছে। তিনি স্থানীয় শিল্পী, কারু শিল্পীদের ভূমিকার উপর জোর দেন, যাঁরা পিএম বিশ্বকর্মা কর্মসূচি এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের অন্যান্য উদ্যোগের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পকে আকর্ষণ করতে লাগাতার প্রয়াস করা হচ্ছে। প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে যুব সমাজের জন্য কয়েক হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাঙ্কের উন্নত পরিষেবার প্রশংসা করেন, যাঁদের ব্যবসা গত চার বছরে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২.৩ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বাড়ায় যুব সমাজ, কৃষক, ফুল চাষী, দোকানদার এবং উদ্যোগপতিরা ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।ভ্ভ্জম্মু ও কাশ্মীরের অতীত থেকে বর্তমান উন্নয়নের রূপান্তর সম্পর্কে শ্রী মোদী বলেন, উন্নত ভারতের স্বপ্ন একদিন সফল হবে, যখন তার কিরীট কাশ্মীর অগ্রগতির রত্নে মণ্ডিত হবে। কাশ্মীর আরও সু ঃদর সমৃদ্ধ যাতে হয়ে ওঠে তার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। যুব সমাজ, বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের এই বিষয়ে লাগাতার প্রয়াসের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে কঠোর পরিশ্রম করছেন, এই অঞ্চলের পাশাপাশি দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখছেন। ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী মানুষকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তিনি তাঁদের

স্থিতিশীল ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ঃ উপেন্দ্র দ্বিবেদী

পুণে, ১৫ জানুয়ারি ঃ স্থিতিশীল ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জোর দিয়ে বললেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। বুধবার সকালে মহারাষ্ট্রের পুণে-তে ৭৭-তম সেনা দিবসের অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেছেন, এখন আমাদের দেশ একটি নতুন যুগের দোরগো।ায় দাঁড়িয়ে আছে এবং একটি বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের দিকে মসৃণভাবে অগ্রসর হচ্ছে।সেনাপ্রধান আরও বলেছেন, আমাদের দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ পরিবেশ প্রযোজন, এক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক, কার্যদক্ষ, অভিযোজনযোগ্য, প্রযুক্তি সক্ষম এবং ভবিষ্য-প্রস্তুত বাহিনীতে পরিণত করতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাব।

শীতে কাঁপছে দিল্লি, ঘন কুয়াশার রেল ও উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়াই ঃ কনকনে শীতের মধ্যেই অতি ঘন কুয়াশায় বুধবারও বিপর্যস্ত হল দিল্লির স্বাভাবিক জনজীবন। বিঘ্নিত হয়েছে রেল ও উ।ান পরিষেবা। বুধবার ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল দিল্লি-এনসিআর। দৃশ্যমানতা এতটাই নীচে নেমে যায়, যে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ইন্ডিয়া গেট ও সংলগ্ন এলাকা ছিল কুয়াশার চাদরে মোড়া। দিল্লির যমুনা সেতু, লক্ষ্মী নগর সর্বত্রই ছিল কুয়াশা।ভারতীয় রেল জানিয়েছে, দিল্লি এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন কুয়াশার কারণে বুধবার সকালে দেরিতে চলেছে মোট ২৬টি ট্রেন। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে বৈশালী এক্সপ্রেস, অযোধ্যা এক্সপ্রেস, লখনউ মেল, তেলেঙ্গানা এক্সপ্রেস প্রভৃতি। ট্রেনের পাশাপাশি প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবাও। বুধবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে বেশ কিছু বিমান বিলম্বিত হয়েছে।

কংগ্রেস নিজস্ব অস্তিত্ব হারাচ্ছেঃ প্রহ্লাদ যোশী

হুব্বালি, ১৫ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ যোশী। তাঁর মতে, কংগ্রেস নিজস্ব অস্তিত্ব হারাচ্ছে। ইন্ডি জোটের অস্বিস্ত প্রসঙ্গে শনিবার প্রহ্লাদ যোশীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন। কর্ণাটকের হুব্বালিতে সাংবাদিকদের সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, আমি বলতে পারি, কংগ্রেস এখন (ইন্ডি জোটের) বাইরে। ইন্ডি জোট, যার সম্পর্কে রাহুল গান্ধীর খুব উচ্চ মতামত ছিল। এতে কংগ্রেসের কোনও স্থান নেই... এতেকংগ্রেসের কোনও ভূমিকা নেই... সামগ্রিকভাবে আমার মনে হয .কংগ্রেস নিজস্ব অস্তিত্ব হারাচ্ছে। কংগ্রেসের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

সেনা দিবসে জওয়ানদের শুভেচ্ছা ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের

রাঁচি, ১৫ জানুয়ারি ঃ বুধবার ৭৭তম সেনা দিবস। সেনা দিবসে জওয়ানদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন ঝা।খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার। বুধবার রাজ্যপাল জানান, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করা সাহসী সৈনিকদের ভারতীয় সেনা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা।উল্লেখ্য, এদিন ৭৭তম সেনা দিবসে জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

মহাকুম্ভের তৃতীয় দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ৫ কোটির বেশি ভক্তের অমৃতস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৫ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের তৃতীয় দিনেও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্ত। বুধবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ৫ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন। দেশ-বিদেশের ভক্তদের পাশাপাশি সাধু-সন্তরাও পুণ্যস্নান করেছেন।গত সোমবার, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। বুধবার তৃতীয় দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসছেন প্রয়াগরাজে। ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে আসছেন ভক্তরা। মহাকুম্ভ মেলা চলছে ৪৫-দিন ধরে। প্রয়াগরাজের পাশাপাশি দেশের অন্যত্রও চলছে অমৃত স্নান। অযোধ্যা, হরিদ্বারেও পুণ্যস্নান করছেন বহু মানুষ।

জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়াই ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার ৭৭-তম সেনা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তায় সেনাবাহিনীর অতুলনীয় অবদান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অঙ্গীকারের জন্য সেনাবাহিনীর উৎসর্গের প্রশংসা করেছেন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার এক বার্তায় জানিয়েছেন, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। আমাদের সৈনিকরা দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখেন। সাহসী বীররা আমাদের সীমান্ত রক্ষায় ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ সাহসিকতা এবং পেশাদারিত্বের উচ্চ মানের প্রদর্শন করেছেন। ভরতীয় সেনাবাহিনী সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে জড়িত এবং সন্ত্রাস দমনে ভূমিকা রেখেছে।

ফারাক্কা ব্যারেজের ওপর গাড়িতে আগুন, ছড়ালো চাঞ্চল্য

বহরমপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদে ফারাক্কা ব্যারেজের ওপর চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ।ালো ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায়। বুধবার ভোরে এই ঘটনা ঘটেছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সিআইএসএফ জওয়ানরা। তাঁদের চেষ্টাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।বুধবার ভোরে ব্যারেজের ওপর একটি চলন্ত গাড়িটিতে আচমকাই আগুন ধরে যায়। এরপর জওয়ানরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। মালদা থেকে জঙ্গিপুরের দিকে যাওয়ার সময় ফারাক্কা ব্যারেজের ১০৮ নম্বর লকগেট সংলগ্ন জায়গায় গাড়িতে আগুন ধরে যায়। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

দিল্লির জনগণ এখন 'আপ-দা' থেকে মুক্তি চায়ঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃআম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। গত শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, দিল্লির জনগণ এখন 'আপ-দা' থেকে মুক্তি চায়। আম আদমি পার্টির সমালোচনা করে অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, যদি তাঁদের (এএপি) নীতি এতই ভাল ছিল, তবে কেন ফিরিয়ে নিল?। অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, এখন দিল্লির ভাঙা রাস্তা, ঘরে নোংরা জল, বিদ্যুৎতের বিল, আবর্জনার পাহাড় এবং দূষণ নিয়ে কোনও উত্তর এএপি-র কাছে নেই।

মহারাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়াই প্রধান লক্ষ্য ঃদেবেন্দ্র ফড়নবিস

নাগপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃমহারাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য, ফের একবার তা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফ।নবিস। শনিবার নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবেন্দ্র ফ।নবিস বলেন, মহা বিকাশ আঘা।ি একত্রে লড়বে নাকি আলাদাভাবে লড়বে, তাদের জোট ভাঙবে নাকি থাকবে, তা নিয়ে আমরা আগ্রহী নই। আমাদের প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া, আসন্ন (পৌর কর্পোরেশন) নির্বাচনে জনগণের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে থাকবে।মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতেশ রানের মন্তব্য 'ইভিএম মানে, মোল্লার বিরুদ্ধে প্রতিটি ভোট', এ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, তিনি (নীতেশ রানে) কী বলেছিলেন, আমি তা শুনিনি, তাই আমি এর প্রতিক্রিয়া জানাব না। উল্লেখ্য, এদিন নাগপুরের ইন্দিরা গান্ধী সরকারি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিহার ও মণিপুরের রাজ্যপালদের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি ঃরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করলেন বিহার ও মণিপুরের রাজ্যপালদ্বয়। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তাঁরা। রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ।রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই রাজ্যের রাজ্যপালদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খান এবং মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন।উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে পাঁচটি রাজ্যে রাজ্যপাল নিয়োগ ও রদবদল করা হয়। সেসময় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লাকে মণিপুরের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে

লিঙ্গ সমতা ভারতের বিদেশ নীতি, বৈশ্বিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ঃএস জয়শঙ্কর

ভুবনেশ্বর, ১৫ জানুয়ারি ঃ লিঙ্গ সমতা ভারতের বিদেশ নীতি, বৈশ্বিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। গত শুক্রবার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীয় দিবসের চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সভাপতিত্বে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সমাজের গভীর মূল বিষয়গুলির প্রতিফলন করেছেন, যা উন্নয়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য। তিনি জোর দিয়েছেন, কীভাবে বৈষম্য প্রায়শই পারিবারিক স্তরে শুরু হয়, জন্ম থেকে শুরু করে এবং পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো সম্পদের প্রাপ্যতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ১৩ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩০ পৌষ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৩০ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৯ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

জনতার মন ছুঁয়েছে সেবাশ্রয়, ১৪ দিনে স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন ২.৭ লক্ষাধিক মানুষ

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১৫ জানুয়ারি ঃ স্বাস্থ্য পরিষেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেবাশ্রয়। মাত্র ১৪ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে এই স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন ২.৭ লক্ষাধিক মানুষ। শুধুমাত্র ফলতাতেই গত তিনদিনে প্রতিদিন ১৩-১৪ হাজার মানুষ শিবিরে এসেছেন। প্রতিদিন গড়ে ৩০০-৩৫০ জন সেবাশয় শিবিরে প্রদত্ত পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত ২ জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ড হারবারে শুরু হয়েছে 'স্বাস্থ্য কর্মসূচি। বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ প্রদান এবং গুরুতর অসুস্থদের হাসপাতালে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। বুধবার ফলতার জোড়া বটতলায় একটি সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে যান অভিষেক, সেখানে সাধারণ মানুষ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ছোটদের সঙ্গে খুঁনসুটি এবং বড়দের হাতজোড় করে প্রণাম করেন তিনি।

চলছে বাঘাযতীনের হেলে পড়া ফ্ল্যাটবাড়ি ভাঙার কাজ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ বুধবার সকাল থেকে ফের শুরু হল হেলে পড়া ফ্ল্যাটবাড়ি ভাঙার কাজ। মঙ্গলবার রাতে ওই ফ্ল্যাটবাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছিল। বুধের সকালেও পুরোদমে কাজে লেগে পড়েন পুরসভার কর্মীরা। এক রাতের মধ্যেই আরও হেলে পড়েছে বাঘাযতীনের ফ্ল্যাটবাড়ি! এমনটাই দাবি করেছেন স্থানীয়রা। আতঙ্কে চোখের পাতা এক করতে পারছেন না লাগোয়া বাড়িগুলির বাসিন্দারা। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাসখানেক আগে ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছিল। তার পর থেকেই বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়েছিল বাড়িটি। গত ১৭ ডিসেম্বর শুরু হয় বাড়ি 'তৈরী করার' প্রক্রিয়া। সেই সময় পুর কর্তৃপক্ষের তরফে ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছর ১০-১২ আগে জলাভূমি ভরাট করে বেআইনিভাবে ওই বহুতল নির্মাণ করা হয়েছিল। চারতলা বাড়ি নির্মাণের অনুমোদনও ছিল না বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। বুধবার ফের ঘটনাস্থলে যান ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদারও।

ফের পারদ-পতন মহানগরীতে, তবুও কনকনে ঠান্ডা উধাও

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ ফের পারদ-পতন মহানগরীতে। আগের দিনের তুলনায় বুধবার এক ডিগ্রি মতো কমলো কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা নামলেও জাঁকিয়ে শীত এদিনও অনুভূত হয়নি। কলকাতা মোটামুটি ঠান্ডা ছিল। তবে, কলকাতার তুলনায় ঠান্ডা একটু বেশিই অনুভূত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। মকর সংক্রান্তিতেও কনকনে শীতের আমেজ অনুভূত হয়নি, মাঘ মাসের শুরুতেও নেই জমজমাট ঠান্ডা। আগামী চার-পাঁচ দিনে তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। তবে তারপর ফের কিছুটা পারদ-পতন হতে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকেছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। এর ফলে উত্তুরে হাওয়া ফের বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই কারণেই বাধা পড়ছে শীতে।

সাহসী সৈনিকদের সাহস, আত্মত্যাগ ও উৎসর্গকে প্রণাম, বার্তা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ সেনারা শক্ত হয়ে দাঁড়ায় যাতে আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারি। বুধবার এভাবেই ৭৭তম সেনা দিবসের শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, আমাদের সাহসী সৈনিকদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং উসর্গকে প্রণাম জানাই, যারা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সীমান্ত রক্ষা করে এবং আমাদের স্বাধীনতা বজায় থাকে। তাদের অটল সংকল্প এবং প্রতিশ্রুতি আমাদের জাতির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে। জয় হিন্দ।

কলকাতার মানুষ মূলত তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেঃ দিলীপ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ কলকাতার মানুষ মূলত তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায়, নেতাজি নগরের ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বহুতল ভবন ভেঙে পড়ার ঘটনায় তোপ দাগলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, কলকাতায় ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা, রাস্তা ভেঙে যাওয়া এবং বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে যেন সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এসব মামলায় কাউকে গ্রেফতার বা শাস্তি দেওয়া হয় না। এর কারণ হল, ফ্ল্যাট নির্মাণে প্রতি বর্গফুটে টিএমসি নেতা, কাউন্সিলর, পুলিশ অফিসার এবং পৌরসভার কর্মকর্তাদের দক্ষিণা বিতরণ করা হয়। ফলে প্রোমোটাররা কাঠামোগুলি তৈরি করতে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। কলকাতায়, কেউ জানে না যে কখন একটি ব্রিজ বা ভবন ভেঙে পড়তে পারে।

অসুস্থ হয়ে পড়া তিন প্রসূতির অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিষিদ্ধ স্যালাইন দেওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া তিন প্রসূতির অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক। এই মুহূর্তে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিসাধীন ওই প্রসূতিদের কেউই আপাতত স্থিতিশীল নয়। তবে মেডিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ মেনে তাঁদের চিকিসা চলছে বলে হাসপাতাল সুপার মণিময় বংদ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।তিনি জানান, ওই প্রসূতিদের মধ্যে ২ জন সিসিইউ এবং একজন আইটিইউতে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিনারা বিবি এবং মাম্পি সিং সিসিইউতে ছিলেন। আর নাসরিন খাতুন আইটিইউতে। তবে এখন মাম্পি সিংকে ভেঃিটলেশন সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। আর নাসরিন খাতুনকে ভেঃিটলেশন থেকে বের করার ট্রায়াল চলছে। যদিও এখনও ওঁর ভেঃিটলেশন চলছে। অন্যদিকে, মিনারা বিবির অক্সিজেন সাপোর্ট লাগছে। তিনজনেরই ডায়ালিসিস দরকার হচ্ছে।

দেউচা পাচামি খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য গ্লোবাল টেন্ডার আহবান

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ দেউচা পাচামি খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য গ্লোবাল টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিয়মের তরফ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কয়লা উত্তোলনে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সংস্থাকে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দরপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আগ্রহী সংস্থাকে দেউচা-পাচামি-দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিংহ কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত নকশা, প্রকল্প রিপোর্ট সর্বাধিক সম্ভাব্য কয়লা সম্পদ খনন বা নিষ্কাশনের পদ্ধতি, প্রযুক্তি, অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি জানিয়ে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত ওপেন কাস্ট মাইনিং, ভূগর্ভস্থ মাইনিং ও হাইওয়াল মাইনিংয়ে খরচ এবং খনি চার্জ কত হতে পারে, আলাদাভাবে তাও উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এশিয়ার সর্ববৃহ ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ভান্ডার দেউচা পাচামি খনি প্রকল্পে ৩৪০০ একর জমিজুড়ে খননের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এজন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিযগ়েগ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের সিনার্জি অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলায়, ১৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের ঘোষণা মন্ত্রী চন্দ্রনাথের

প্রয়োজনীয়তার জন্য প্রধান প্রধান ছাড়পত্রের মোট ৮,৭৭৩টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রায় ৮,৯০০টি নতুন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করেছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলি এমএসএমই ক্ষেত্রে মোট ৯,৩২৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ২য় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত হাওড়ার এমএসএমই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫,৬২১ কোটি টাকা। এমএসএমই উন্নয়নে এই অর্থবর্ষে 'বাংলাশ্রী' প্রকল্পের অধীনে ৩৭টি এমএসএমই'কে এ পর্যন্ত ১০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ জানুয়ারি ঃ বুধবার হাওড়া জেলায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের সিনার্জি অনুষ্ঠিত হলো। হাওড়ায় আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ৭৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের এদিন ঘোষণা করেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এদিন সকালে হাওড়ার শরৎ সদন ১নং হলে ওই ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের সিনার্জি এবং বিজনেস ফেসিলিটেশন কনক্লেভ ২০২৪-২৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, রাজ্যের মুখ্যসচিব ডক্টর মনোজ পন্থ, দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পান্ডে, হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, সুকান্ত পাল, কল্যাণ ঘোষ, ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, নন্দিতা চৌধুরী, গৌতম চৌধুরী, প্রিয়া পাল, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিয়াল সহ অন্যান্যরা। হাওড়ার এই সিনার্জি থেকে আগামী দিন জেলায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে মোট ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব পেশ করা হয়। এরফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৭৫ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে এদিন মন্ত্রী জানান। সিনার্জিতে শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে সরাসারি বৈঠক করে তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধান ও সরকারের নতুন পলিসি জানানো হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, হোসিয়ারি, টেক্সটাইল, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবসায়ীদের নিয়ে এদিনের এই সিনার্জি অনুষ্ঠিত হয়। বুধবারের এই সিনার্জিতে রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, হাওড়ায় আজ সমন্বয় বৈঠক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেমন বাংলা ঘুরে দাঁড়িয়েছে তেমনই হাওড়াও ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম সারিতে পৌঁছে গিয়েছে। আগের বাম শাসনে রাজ্য পিছনের সারিতে চলে গিয়েছিল। গত ৩৪ বছরের বাম শাসনে হাওড়ার ঐতিহ্য ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলা যেমন ঘুরে দাঁড়িয়েছে হাওড়াও আবার আজকে প্রথম সারিতে চলে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন বাংলাকে ভারতের ১নং রাজ্যে পরিণত করতে। এমএসএমই-র প্রসার ও উন্নয়ন নিয়ে একাধিক প্রকল্প বাস্তবে রূপায়ণ করেছেন। হাওড়া জেলাতেও তার প্রভাব পড়েছে। জেলায় শিল্পের মধ্যে মৌলিক ধাতু, পণ্য, যন্ত্রপাতি উৎপাদন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, টুলস, স্পেয়ার্স পার্টস, ইস্পাত এবং ফেব্রিকেশনের কাজ চলছে। পাশাপাশি টেক্সটাইল, প্যাকেজিং, রাবার, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন সেক্টরে উপাদিত ক্ষুদ্র এবং ছোট শিল্প বিশেষ ভুমিকা পালন করেছে। এই জেলা ক্লাস্টার উন্নয়নে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছে। এই জেলায় কিছু হ্যান্ডলুম সেক্টর রয়েছে। এই জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকে কিছু হ্যান্ডলুম সেক্টর রয়েছে। এখানে রয়েছে তাঁতের হাট। এটি তন্তুবাহী উপাদনের স্থায়ী কেন্দ্র। এই হাটে উদয়নারায়ণপুর ব্লক এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা তন্তুবাহীদের তৈরি শাড়ি, ধুতি, গামছা, বেডশিট সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করার সুযোগ রয়েছে। হাওড়া জেলায় উন্নত শিল্প পরিকাঠামো রয়েছে। এখানে ছোট ছোট উদ্যোগকারী শিল্প রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করাই রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। চলতি আর্থিক বছরে ব্যবসা স্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য শিল্পোদ্যোগগুলিকে এখন পর্যন্ত বিধিবদ্ধ

১৩ জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড স্কিমের অধীনে এই জেলায় ব্যাঙ্কগুলি ১,৮৫৬ টি ঋণের আবেদন মঞ্জুর করেছে। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ ৪৮.২১ কোটি টাকা। জগবল্লভপুরের বড়গাছিয়া মেটাল স্পেয়ার পার্টস ক্লাস্টারের জন্য একটি সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র (সিএফসি) স্থাপন করা হচ্ছে। জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সিএফসি সিভিল নির্মাণের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা মজুর করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১,৫০০ টি ইউনিটে কর্মরত ২,৫০০ জন উপকৃত হবে। উলুবেরিয়ার শাটল কক ক্লাস্টারের জন্য একটি সিএফসি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে যা ক্লাস্টার ইউনিটগুলিকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করবে। এরজন্য একটি ইজারা দলিল ইতিমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে এবং ওয়েবেল, ফুজিসষ্ট ভারা একটি ডিপিআর প্রস্তুত করেছে যা পরীক্ষাধীন রয়েছে। এই সিএফসি ৪৫০টি শাটল কক প্রস্তুতকারক ইউনিটকে উপকৃত করবে। উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের রঘুদেবপুরে রাবার মোল্ডেড গণ্য উপাদনে নিযুক্ত ১০০টি ইউনিটকে টুল কিট বিতরণের জন্য ১৭.১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে। সাঁকরাইল জরি হাব সংস্কার করা হয়েছে এবং ২৫ লাখ মূল্যের একটি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় জরি এমব্রয়ডারি মেশিন আগেই সরবরাহ করা হয়েছে। সম্প্রতি এই হাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য পুনরায় ৪৮ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। এর ফলে, সাঁকরাইল, পাঁচলা, ডোমজুর, উলুবেড়িয়া-১ এবং উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের প্রায় ২৫,০০০ জন জরি কারিগর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিসানস ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট স্কিম-এর অধীনে ৪৮ জন হস্তশিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের অনুকূলে টুল কিট বাবদ ৬.৮৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া জগবল্লভপুর ইমিটেশন জুয়েলারি আরইএইচ ক্লাস্টারের সাথে যুক্ত ১৫০ জন কারিগরকে ২৬.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক মেশিন দেওয়া হচ্ছে। এই মেশিনগুলি তাদের পণ্যের উপাদনশীলতা এবং গুণমান উন্নত করবে যার ফলে কারিগরদের আয় বৃদ্ধি পাবে। ৩৮ জন পরচুলা তৈরির কারিগরদের মধ্যে ৫.৯২ লক্ষ টাকার টুল কিটস বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে তাদের অন্যদের থেকে কিট্স ভাড়া করতে হবেনা। এই কর্মসূচির আওতায় পরচুলা প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত প্রায় ৪০০ জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে মন্ত্রী জানান। এছাড়াও পার্ক ডেভেলপার, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনস, উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রতিবেদন এবং এমএসএমই সেক্টরে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট দেওয়ার প্রবণতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হাওড়া জেলায় আগামী ২-৩ বছরে শিল্প খাতে ১৪,৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে পারে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৭৫,০০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিযাকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, একসময় হাওড়াকে শেফিল্ড বলা হতো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর হাওড়া আবার শিল্পে সেজে উঠেছে। হাওড়ায় বহু ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে। হাওড়া এগিয়ে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী সব সময় বলেন কোনও ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হবেনা। কোথাও কোনও অসুবিধা থাকলে সমস্যা সমাধানে আমরা প্রস্তুত। হাওড়াকে ম্যানচেস্টার বা শেফিল্ডের সঙ্গে যে তুলনা করা হতো সেই গৌরব আবার হাওড়া ফিরে পাবে এবং হাওড়ার শিল্পের সাফল্য কামনা করি।

এবার গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা দিলো বঙ্কো ও ম্যাক্সি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারি ঃ এবারে গঙ্গাসাগরে আগত তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে জুটি বেঁধেছিল বঙ্কো এবং ম্যাক্সি নামে দুটি সারমেয়। মকর সংক্রান্তির পূর্ণ লগ্নে পুণ্য স্নানের আশায় গঙ্গাসাগরে ভিড় জমিয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু তীর্থযাত্রীরা। দেশে মহা কুম্ভ মেলার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা গঙ্গাসাগর মেলা। প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গন এলাকায় মোক্ষলাভের আশায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগরে ছুটে আসে। তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছিলো রাজ্য প্রশাসন। স্থলভাগে প্রায় কয়েক হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। তেমনি আকাশপথে হেলিকপ্টার ও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়। জলপথে ওভারক্যাপ, স্পিডবোট এবং লাইভ বোর্ডের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়। জলভাগের নিরাপত্তার দায়িত্বভার নিয়েছিলো জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও ভারতীয় নৌ বাহিনী। এ বছর জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পক্ষ থেকে দুটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সারমেয়কে নিয়ে আসা হয়ে ছিল।২৪ ঘন্টা গঙ্গাসাগরে সমুদ্র সৈকতে টহল

দিয়ে নজরদারি করে বস্কো ও ম্যাক্সি নামে দুই সারমেয়।তাঁরা জলপথে নজরদারি চালায়।এর পাশাপাশি এইগঙ্গাসাগর মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটক ও তীর্থ যাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে গঙ্গাসাগরে স্নান পর্ব সেরে বাড়ি ফিরতে পারেন তাঁর জন্য বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা করেছিলো প্রশাসন। প্রত্যেক বছরই গঙ্গা সাগরে আসেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। তাদের এই নিরাপত্তার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সংখ্যালঘু বিত্ত উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিত্ত উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বদল করেছে। উত্তরবঙ্গের ইটাহারের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তথা রাজ্য তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেনকে নিগমের নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আগে আইএএস আধিকারিক পিবি সেলিম এই পদের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। তবে সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রধান সচিবের দায়িত্বে তিনিই থাকছেন। আগামী বছরের ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত এই কমিটি বহাল থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

শিশুকে ধর্ষণ করে খুন, গুড়াপের ঘটনায় ৫২ দিনের মাথায় রায়দান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ জানুয়ারি ঃ গুড়াপে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল চুঁচুড়া আদালত। ঘটনার ৫২ দিনের মাথায় রায়দান করল আদালত। আগামী ১৭ জানুয়ারি এই মামলায় শাস্তি ঘোষণা করবেন বিচারক। গত ২৪ নভেম্বর, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় পাশের বাড়িতে খেলতে গিয়েছিল শিশুটি। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। পাড়ার সবাই মেয়েটিকে খোঁজার পর অবশেষে প্রতিবেশী অশোক সিং-এর বাড়িতে তাকে পাওয়া যায়। প্রতক্ষদর্শীরা জানান, উদ্ধার করার সময় নাবালিকা বিবস্ত্র অবস্থায় ছিল। তাকে হত্যা করে

কম্বল, মশারি, কাঠ চাপা দিয়ে ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনের নেতৃত্বে সিট গঠন করে এই মামলার তদন্ত শুরু করেছিল হুগলি পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণ পেশ করা হয় আদালতে। এই মামলায় ৯ ডিসেম্বর চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। ১১ তারিখ চার্জ গঠন হয়। মোট ২৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অবশেষে বুধবার অভিযুক্ত অশোক সিং-কে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত।

বাংলাদেশে সংস্কারের নামে খেলার কটাক্ষ করলেন তসলিমা

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ সংস্কারের নামে এক পাল অনভিজ্ঞ এবং জিহাদি সমর্থিত লোক ওপর তলায় বসে আরাম করবে, আর দেশ জুড়ে জিহাদিদের তাণ্ডব চলতে থাকবে, এ আর কাহাতক সহ্য করা যায়! বুধবার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, ক্ষমতার আরাম কেউ ছা।তে চায় না। গত বছরের আগস্ট মাসে শুনেছিলাম সংস্কার করতে তিন মাস লাগবে, তারপর শুনলাম ছ' মাস, তারপর শুনেছি এক বছর। এখন তো শুনি দু'বছর লাগবে। কী, তারা নাকি এমন সংস্কার করছে, যে সংস্কারের কারণে কেউ ফ্যাসিবাদী হতে পারবে না। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের মতো শেয়ানা মাল কমই আছে দুনিয়ায়, তারাও সংস্কারের সংস্কার করে ফ্যাসিস্ট হবে। এসব সংস্কার ক্ষমতার জোরে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে তাদের দুমিনিট লাগবে না।

ভারতীয় ঐতিহ্যে খনা ও তাঁর বচন

কৌশিক দাস ঃ কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। সবটাই অনুমান। ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আজও সমান প্রাসঙ্গিক খনা। চন্দ্র সূর্যের মতো ধ্রুব সত্য খনার বচন। ফলিত রসায়ন ও বিজ্ঞানের যৌথ সহাবস্থান খনার বচনে রয়েছে বলে মনে করেন দেশের মানুষ। জন্ম মনে করা হয় বঙ্গে পাল সাম্রাজ্যের শাসনকালে অর্থাৎ ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তার আবির্ভাব হয়েছিল। কিংবদন্তি অনুসারে তিনি বাস করতেন অধুনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার বেড়াচাঁপার দেউলিয়া গ্রামে (বর্তমান চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থল, যেটি খনামিহিরের ঢিবি নামে পরিচিত)। তার পিতার নাম ছিল অনাচার্য। অন্য একটি কিংবদন্তি অনুসারে, তিনি ছিলেন সিংহলরাজের কন্যা। খনা ছিলেন একজন ভারতীয় কবি এবং কিংবদন্তি জ্যোতিষী। খনা ডাক বা লীলাবতী নামেও পরিচিত ছিলেন। খনা বৈদ্য বংশজাত ছিলেন। খনা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের দশম সদস্য ছিলেন বলে কথিত। বরাহ ও মিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। একবার জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি জটিল সমস্যা সমাধান করার জন্য দেওয়া হয় এই পিতা-পুত্রকে। কিন্তু তারা কোনোভাবেই কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না, আকাশের তারা গোণায় বারবার ভুল করছিলেন। এই গভীর সমস্যায় এগিয়ে আসেন খনা। তিনিই একটি আবহাওয়া পূর্বাভাস তৈরি করেন এবং এ থেকে কৃষকেরা অত্যন্ত লাভবান হন। খনার এই আচমকা সাফল্য চোখ কাড়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের এবং এ ঘটনার পর থেকেই তিনি খনাকে তার সভার 'দশম রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। কখনও কখনও আধুনিক যুগে এসেও প্রাচীন সময়ের কিছু মানুষকে বর্তমানের চাইতেও বেশি আধুনিক বলে মনে হয়, তেমনই একজন- খনা। প্রাচীন ভারতের এই নারীর নাম ভারতীয় উপমহাদেশের কারোরই অজানা নয়। খনার পদধূলি পেয়েছে জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, দর্শন ও কৃষিশাস্ত্র। এ সকল বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ কিংবা গবেষণালব্ধ জ্ঞান তিনি তুলে ধরতেন তার বিভিন্ন বচনের মধ্য দিয়ে, যেগুলো বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে খ্যাতি লাভ করেছে 'খনার বচন' নামে। খনার বচনগুলো খনাকে করে তুলেছিল একজন কবিও। 'খনার বচন'-কে কেউ কেউ আবার ভবিষ্যদ্বাণী বলতেও ভালোবাসেন, কারণ তার দ্বারা নির্ধারিত আবহাওয়ার পূর্বাভাসগুলো কৃষি ও রাষ্ট্রকার্যে অনেক সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। খনা তাই ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন আবহাওয়াবিদ- এ কথা বললেও ভুল হবে না। খনা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। খনার ভবিষ্যতবাণীগুলোই বঙ্গে 'খনার বচন' নামে বহুল পরিচিত। খনা খ্রিস্টীয় নবম এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন।খনা এবং মিহির দুজনেই জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। মিহির একসময় বিক্রমাদিত্যের সভাসদ হন। একদিন পিতা বরাহ এবং পুত্র মিহির আকাশের তারা গণনায় সমস্যায় পড়লে, খনা এ সমস্যার সমাধান দিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গণনা করে খনার দেওয়া পূর্বাভাস রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হতো বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্ন হিসেবে আখ্যা দেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ সভার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহের ছেলে মিহিরকে খনার স্বামীরূপে পাওয়া যায়। কথিত আছে বরাহ তার পুত্রের জন্ম কোষ্ঠি গণনা করে পুত্রের আয়ু এক বছর দেখতে পেয়ে শিশু পুত্র মিহিরকে একটি পাত্রে করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন। পাত্রটি ভাসতে ভাসতে সিংহল দ্বীপে পৌছলে সিংহলরাজ শিশুটিকে লালন পালন করেন এবং পরে কন্যা খনার সাথে বিয়ে দেন। রাজসভায় প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে প্রতিহিংসায় বরাহের আদেশে মিহির লীলাবতীর জিহ্বা কেটে দেন। এর কিছুকাল পরে খনার মৃত্যু হয়। তবে আমৃত্যু লীলাবতী সত্যের প্রতীক হয়ে ছিলেন। তিনি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, যা হুবহু ফলে যেত। বাঙালি লোকসংস্কৃতিতে এখনো অমৃতবাণীর মতো খনার বচনের প্রচলন রয়েছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একজন ছিলেন বরাহ। তার পুত্র মিহিরের জন্মের পর গণনার মাধ্যমে জানলেন তার আয়ুস্কাল মাত্র এক বছর। এরপর তিনি তাকে একটি তাম্রপাত্রে করে ভাসিয়ে দেন নদীর স্রোতে এই বিশ্বাসে যে নবজাতক শিশুটি হয়তো বেঁচে যাবে! খনা ছিলেন মতান্তরে সিদ্ধলরাজের কন্যা (বাংলা মতানুসারে) কিংবা লঙ্কাদ্বীপের রাজকুমারী (উড়িয়া মতানুসারে)। নদীর সেই স্রোতের সাথে মিহির গিয়ে পৌঁছালো খনার পিতার কাছে। তিনি খনা ও মিহিরকে একত্রে লালন-পালন করতে লাগলেন। তারা একই সাথে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলেন। সতীর্থ বন্ধু হয়ে তারা একসময় বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হলেন। একদিন নক্ষত্রগণনার মাধ্যমে খনা জানতে পারলেন যে বরাহ-ই হচ্ছেন মিহিরের পিতা এবং এ কথা জানার অব্যবহিত পরেই তারা দেখা করতে চাইলেন বরাহের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। একজন অনুচরের সহায়তার ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। উজ্জয়নীতে এসে খনা ও মিহির বরাহের নিকট আত্মপরিচয় দান করেন। কিন্তু প্রথমে বরাহ কিছুতেই মেনে নিতে চাইলেন না যে মিহির তারই পুত্র, কারণ এখনো তার মনে গেঁথে রয়েছে ভুল গণনার সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি! খনা বরাহের ভুল শুধরালেন সঠিক গণনা দেখিয়ে এবং এতে ফলাফল বের হলো যে মিহিরের আয়ুস্কাল ১০০ বছর! সেই প্রথম সাক্ষাৎকালে খনা বরাহকে যা বলেছিলেন তা ছিল-কীসের তিথি কীসের বার, জন্ম নক্ষত্র কর সার,কী করো শ্বশুর মতিহীন? পলকে আয়ু বারো দিন! খনার প্রজ্ঞা ও মেধা ক্রমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে এবং অনেকেই খনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার দশম রত্ন হবার পর তো যেন স্বয়ং বরাহই খনার শত্রু হয়ে উঠলেন! বরাহ নিজের প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ে এবং খনার খ্যাতি আর বাড়তে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি খনার বচন উৎপন্ন হবার যে স্থান সেটাই শেষ করে দিলেন। তিনি খনার জিহ্বা কেটে নিতে বললেন মিহিরকে! আর পিতৃভক্ত মিহিরও তাই করলেন! এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই অনবরত রক্তপাতের ফলে খনার মৃত্যু হয়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লেখা হয় এক করুণ জীবনাবসান আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী। মূলত খনার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোই 'খনার বচন' নামে বহুল পরিচিত। ধান, কলা ও গরুকে খনার বচনে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে অধিক সংখ্যক বচন রচিত হয়েছে। এ ছাড়া খনা নানা জাতের ধান, সরিষা, বেগুন, মরিচ, লাউ, শসা, পটোল, শিম, আলু, কচু, বাঁশ, তিল, তাল, উচ্ছে, পুঁই, মরিচ, কার্পাস, কুল, বেল, নিম, নিসিন্দা, বাসক, জাম, শাল, মান্দার, চাঁপা, বক, বকুল, মটর, কালাই, মুলা, ধান, মিষ্টিকুমড়া, হলুদ, আম, কলা, তামাক, নারিকেল, খেজুর, আখ, মানকচু, আদা, ওলকচু, পাট, চালকুমড়া, তুলা- এ রকম নানা শস্য, ফসল চাষের সময়কাল, বীজ কি চারা বপন-উত্তোলন-কাটার সময়কাল, পরিচর্যা, ব্যবস্থাপনা, চাষপদ্ধতি, নিত্য পর্যবেক্ষণ ও দুর্যোগ আন্দাজ করে ফসল রক্ষা প্রস্তুতি বিষয়ে অনেক ধরনের বচন দিয়েছেন। পাশাপাশি মাটি, আবহাওয়া, ঋতুর অদলবদল, মেঘ-বৃষ্টির শ্রেণীকরণ ও সময় নির্ঘণ্ট, আবহাওয়ার আন্দাজ, দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের আগাম প্রস্তুতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুঃসময়ের আগাম হিসাবনিকাশ, প্রাকৃতিক নির্দেশনা, তারা গণনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, স্বাস্থ্য ও জীবনপ্রণালি, প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রকৃতির সম্পর্ক- এ রকম নানা বিষয় গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবনের নিত্যদিনের কলা ও রীতিকে এক সর্বস্তরের বিজ্ঞানভাবনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ বরদাস্ত করা হবে না বলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কাথি সমবায় ব্যাংকের ডিরেক্টর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ বরদাস্ত করা হবে না বলে তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নির্দেশ দিয়েছেন। গত দুটি বৈঠকে এই নিয়ে সমস্যার কোন সমাধান না হওয়ায় দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী জেলার নেতাদের সঙ্গে আজ আরও এক দফায় বৈঠক করেন। সেখানেই দলের প্রধান টেলিফোনে বৈঠকে উপস্থিত জেলার সব নেতাদের এই বার্তা দিয়ে রাজ্য সভাপতির তৈরি করা প্যানেলই চূান্ত বলে মেনে নিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছ। ডিরেক্টর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যারা ভিন্ন প্যানেল তৈরি করার চেষ্টা করছেন তিনি তাদের দ্রুত তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ দেন। ২৮ শে জানুয়ারির পরে তিনিই বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য নির্বাচনে জয়ের পরে আগামী ৩১শে জানুয়ারি কাথি সমবায় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নির্বাচনের জন্যে বিধায়ক অখিল গিরি ও জেলায় দলের নেতা উত্তম বারিকের অনুগামীরা ৩০টি মনোনয়ন পত্র তুলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে গত দুটি বৈঠকে তিনি বোর্ডের প্যানেল নির্বাচন করলেও দুই পক্ষ তা মানতে চায়নি বলে জানা গিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২ মাঘ, ১৪৩১

বাংলার সাহেবি হুঁকো

মোঘল আমলে ছিল গরগড়া। ওই টানার সময় ধোঁয়া জলে ফিল্টার হয়ে গুরগুর আওয়াজ করত বলে এমনতর নাম। গড়গড়ারই আর এক নাম আলবোলা- মিশরে বলে সীসা, ইরানে গলিয়া, তুরস্কে নারগিলে। জানি জানি, আমিও এটাই ভাবছি। কালো কুচকুচে নারকেলের খোলে ছোট্ট একটা নল লাগিয়ে মাথায় টিকে দিয়ে থেলো হুঁকো নিয়ে চন্ডীমন্ডপে বসতেন গ্রাম প্রধানরা। তারপর গুপী কাইনকে ডেকে হ্যারাস করে বলতেন, সকাল ফুরিয়ে গেল। সারা হপ্তা কলকাতার মেসে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে তুলসী চক্কোত্তি এই থেলো হুঁকার টিকে ধরাতে গিয়ে মলিনা দেবীর মুখ ঝামটা শুনে তাঁকে খেজুর গাছের ছায়া বলে হা হুতাশ করতেন। কলকাতায় হুঁকো অবশ্য একেছিলেন স্বয়ং চার্ণক সায়েব। এই একটা নেটিভ নেশা তাঁকে পেড়ে ফেলেছিল, আর তাঁর দেখাদেখি গোটা সাহেবী সমাজ। সে এমন নেশা হুঁকো বরদারের পিছনে মোটা পয়সা খরচা করতেও কসুর করতেন না তাঁরা। গভর্নর তখন ওয়ারেন হেস্টিংস, উনার বাড়িতে হবে গানের কনসার্ট, বিশিষ্ট ইংরেজদের জন্য রয়েছে সাপারের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ কার্ডে কি লেখা আছে দেখে নিচ্ছি- দি কনসার্ট টু বিগিন এট এইট ও ক্লক। মিঃ টম ইজ রিকোয়েস্টেড টু ব্রিং নো সার্ভেন্টস এক্সসেপ্ট হিজ হুঁকো-বরদার। বুঝুন তবে ঠেলা। বাবুরা এসে তো অম্বুরী তামাক (অম্বুরী আসলে অ্যাম্বার। তিমি মাছের পেটে পাওয়া যায়, যা খুঁজতে ঘনাদাকেও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল) দিয়ে গরগড়া খাওয়াকে স্টাইল স্টেটমেন্ট বানিয়ে ফেলেছিলেন। যে সময়ে মাসিক পাঁচ টাকায় হেসে খেলে সংসার চালান যেত, তখন বাবুদের গড়গড়ার দামগুলি একটু দেখে নেওয়া যাক। সবচেয়ে সস্তার ছিল রুবি গ্লাস আর রূপো বাঁধানো হুঁকো, দাম ১৩৫ টাকা। এই একই জিনিস, ডিলাক্স- ৩৫০ টাকা। পোর্সিলিন আর মরকত নির্মিত- ৫৫০ টাকা। রূপো আর মরকত নির্মিত- ৩০০০ টাকা। এমনকি ১৫৫০০ টাকার গড়গড়িও নির্মাণ করতেন সাহেবদের - চার্লস নেফিউ এন্ড কোম্পানি, নেটিভ বাবুদের জন্য। কি ছিল সেই গড়গড়ার গোপন কথা দেখে নিন- A magnificent solid gold Hookah set with Diamonds– Rubies and large Emeralds inlaid with flowers in small Diamonds and Rubies. স্বয়ং বঙ্কিমবাবু তাঁর লেখায় হুঁকোর প্রশস্তি করেছেন। ‘ হে হুঁক্কে ! হে আলবোলে ! হে কুণ্ডলাকৃত ধূমরাশি সমুদ্গারিণি ! হে বিশ্বরমে ! তুমি বিশ্বজনের শ্রমহারিণী, অলসজন প্রতিপালিনী, মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে ? হে বরদে ! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর ! তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক ! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘ- গর্জনবত্‌ ধ্বনিত হইতে থাকুক ! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয় ! কিন্তু এই হুঁকো এখন ডাইনোসর। তারাপদ বাবুর গল্পে হুঁকোমুখো হ্যাংলা নাম শুনে ছেলের হুঁকো খাবার বায়নাতে বাবার ছেলেকে নিয়ে বেশ্যালয় গমনের অসামান্য গল্প সবাই পড়েছেন সিওর। সুকুমারের লেখায় তিন হুঁকো বিখ্যাত হয়ে আছে। রাজার খুড়ো (যিনি হুঁকোর মালা পরে নাচেন), হযবরল-র উদো আর যার মুখই হুঁকোর মত অদ্ভুত বাঙালী

পণ্ডিত আলি আকবর খান

সুচিত্রা সেন আমন্ত্রিত হলেও অনুপস্থিত। দর্শকরা ঘোর অসন্তুষ্ট। তারা উত্তম - সুচিত্রা কে একসাথে দেখতে চান। কিন্তু সেটা হল না,চরম বিশৃঙ্খলা। বর্ধমানের মহারানি ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে উত্তমকুমার ও চিত্র পরিচালক তপন সিংহকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু সুচিত্রা সেন অনুপস্থিত দর্শকদের শান্ত করা যাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর উত্তেজিত দর্শকদের সামনে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন এবার আপনাদের সামনে সরোদ শোনাবেন আলি আকবর খাঁ। অনেকের মত উত্তমকুমার, তপন সিংহ ঘোর আপত্তি জানালেন। এই পরিবেশে আলি আকবর খাঁ'র সরোদ! দর্শকদের তাণ্ডবে ভীত মহারানি। অবশ্য আলি আকবর রীতিমত আত্মবিশ্বাসী। তিনি সরোদের মূর্চ্ছনায় অশান্ত দর্শকদের শান্ত করবেন। হেসে বললেন, ভাবছেন কেন? কিছু হবে না চলুন। পর্দা উঠল, উত্তমকুমারকে দেখে জনতা সিটি আর হাততালি দিচ্ছে। মহাপুরুষ মিশ্র তবলা বাজাবেন। আলি আকবর খাঁ শুরু করলেন আলাপ। মাত্র তিন মিনিটে অশান্ত জনতা শান্ত হয়ে গেল। অকস্মাৎ দ্রুত ত্রিতালে গত। দশ মিনিটের মধ্যে এত দ্রুত লয়ের কাজ দেখালেন ঘন ঘন হাততালিতে দর্শক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন। ‘ক্ষুধিত পাষাণ ‘ ছবি নিয়ে আলোচনার সময় চিত্র পরিচালক তপন সিংহ বলেছিলেন আচ্ছা বাগেশ্রী ও কানাড়ার উপর নির্ভর করে মিউজিক করলে কেমন হয়। আলি আকবর সব শুনে সরোদ নিয়ে বসে গেলেন। সবাইকে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। মুহূর্তের মধ্যে বাজালেন পাঁচ - ছয়টি বাগেশ্রীর মুখ। এরপর বিনীত ভাবে জানালেন চিত্র পরিচালক যা বলবেন তাঁর যা পছন্দ তিনি তার উপরে কাজ করবেন। তপন সিংহ বলেছেন কার কাছে খাপ খুলতে গিয়েছেন। ওই ছবিতে কৌশিকী কানাড়ার উপরে চিরবিরহীর বেদনা - ভারাক্রান্ত থিম মিউজিক করা হয়। দেশ - বিদেশে আলি আকবর খাঁ প্রচণ্ড প্রশংসিত হয়েছিলেন। অথবা বাগেশ্রী‘র ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি’ অনবদ্য, অসাধারণ বললে কিছু বলা হয় না। ভারতীয় মার্গসংগীতের চর্চার আজ সরোদের যে স্থান, তা পুরোপুরি আলি আকবরের অবদান। পিতা তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু। যোধপুরের রাজদরবারে সংগীতশিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর মুম্বইয়ে গিয়ে তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ‘দেবী’, তপন সিংহের ‘ ক্ষুধিত পাষাণ’ ও ‘ঝিন্দের বন্দী’ ছবিতে সুরারোপণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্যের জন্য নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে ১৯৭১ - এর ‘দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ অনুষ্ঠানে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলানের সাথে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন জীব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। যিনি তা করতে পারেন তিনি সমাজের বন্ধু। মানব সমাজকে রক্ষা করতে হবে। পশু সমাজকে রক্ষা করতে হবে। মানব সমাজের ওপরে পশু সমাজ জীবিত থাকে। জীবন ধারন করতে পারে পশুরা। মানুষরা রক্ষা করতে পারে বিশ্বের প্রাণীদের। তাদের হত্যা করে হচ্ছে নির্বিচারে। পশু হত্যা করে গড়ে তোলা হচ্ছে ভবন। শহর গড়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রকৃতি ধ্বংস করেই গাছপালা নষ্ট করেই শহর গড়ে উঠতে শুরু করেছে। পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। নগর তৈরি করলেই হবে না। সুস্থ নগর চাই।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃ পুজো। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাকে ধন উপার্জন করার জন্য আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মননের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত হোক।

বাংলার পৌষমাসে অম্বুবাচী, ইতু, নবান্ন উৎসবে পিঠেপুলি, পাটিসাপ্টা, মোয়া, খেজুরের মিষ্টি ও নলেনগুড়ের পায়েসের আয়োজন আজও বহাল

রবীন্দ্রকুমার শীল

অম্বুবাচী, ইতু, নবান্ন ও পৌষ-পার্বণ;ঐতিহাসিকদের মতে এই চারটি পার্বণই সংশয়বিবহিতভাবে শস্য উৎসব-ভিত্তিক ধর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারার ক্ষেত্রে নারী ও ধরিত্রী সমার্থবোধক বলে গণ্য হওয়ার ফলে, সুদূর অতীতে যেসব সংস্কার সৃষ্টি হয়েছিল, অম্বুবাচী সেগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখনীয়। নতুন বর্ষার মুখপাতে পৃথিবী যখন প্রথম সিক্ত হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীকে প্রথম ঋতুমতী নারীরূপে গণ্য করবার আদিম সংস্কারই অম্বুবাচী পার্বণের উৎস। ঋতুর ঠিক পরবর্তী দিনগুলি যেমন নারীর পক্ষে সন্তান-ধারণের জন্য প্রশস্ততম বলে মনে করা হয়, ঠিক তেমনভাবেই অতীতে অম্বুবাচীর পরবর্তী সময়টাকে ফসল ফলানোর জন্য সবথেকে শ্রেয়কাল বলে মনে করা হয়েছিল। উড়িষ্যা রাজ্যে এই পার্বণটিকে পরিষ্কারভাবে ‘রজোৎসব’ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আসামের কামাখ্যা মন্দিরেও এই উপলক্ষ্যে দেবীর ঋতুকাল সমাগত বলে মনে করে প্রতিবছর উৎসব পালন করা হয়। সূর্যের দক্ষিণায়ণের দিন থেকে শুরু করে তিনদিন (আষাঢ় মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে এর শুরু) পর্যন্ত এই পার্বণের পালনকাল। এই ক’টি দিন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বা বীজ বোনা ঠিক সেই কারণেই নিষিদ্ধ, যে কারণে ঋতুকালে নারীর পুরুষ-সংসর্গ নিষিদ্ধ। (ভাষা তাত্ত্বিকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, পুরুষবাচক শব্দ ‘লিঙ্গ’ এবং কৃষিযন্ত্র ‘লাঙ্গল’ একই উৎসজাত।) এই ‘সংযম’ পালন করবার সূত্র ধরেই পরে উপবাস এবং অরন্ধনের প্রথা আরোপিত হয়েছিল। বিধবার ক্ষেত্রে এই ‘সংযম’ পালনটা সেই সামাজিক-মানসিকতা থেকেই এসেছে, যেটার আরেক অভিব্যক্তি একাদশী পালনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবে অতীতে অম্বুবাচীর মূল উপলক্ষ্যের সঙ্গে এসবের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং আসাম ও উড়িষ্যায় (সেখানে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন এই পার্বণ পালিত হয়) এই ক’দিন উৎসবের আবহাওয়াই থাকে।

প্রাচীনকাল থেকে নতুন ফসল ওঠবার সময়ে যে কতগুলি কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে, অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে ইতুব্রত এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। ইতু হল ‘ঋতু’,র স্খলিত উচ্চারণজাত রূপ। যদিও কেউ কেউ ইতুপুজোকে সূর্য-উপাসনা বলে থাকেন, তবুও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেই এই পার্বণের রীতি ও উপচারগুলিকে বিশ্লেষণ করে ইতুকে মাতৃকাদেবী রূপেই গণ্য করেন বলে দেখা যায়। ঘটের গায়ে পুতলি আঁকা এবং ভিতরে শস্যদানা ও তৃণগুচ্ছ রাখা;একইসঙ্গে মাতৃপ্রতীক আর প্রতীকী শস্যক্ষেত্রের (জেমস ফ্রেজার সারা পৃথিবীর শস্য -উৎসবেই এই একই ধরণের রীতি এবং উপচার দেখে এটিকে ‘গার্ডেন অব অ্যাডোনিস’ নাম দিয়েছিলেন) স্বরূপ। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে শুরু করে অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তি পর্যন্ত ফসলী ঋতুর ভরাভরন্ত সময়কাল অবধি প্রতি রবিবার যেহেতু ঐ ঘট পুজা করা হয়, সেহেতু রবি তথা সূর্যই ইতু এমন একটা ধারণা হয়েছে। ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে সূর্যের একটা যোগসূত্র রয়েছেই। কিন্তু সেটা বলে ইতুই যে সূর্য, এমন কিন্তু নয়। সূর্য ওরফে বৈদিক ‘মিত্র’ দেবতা উচ্চারণের অপভ্রংশে ‘ইতু’ হয়ে গিয়েছেন, এমন ভাবনাও নেহাৎই দূরান্বয়ী। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ফসল ঘরে উঠে গেলে ইতুর ঘট ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি, এই পার্বণটির মাতৃকারূপকেই বেশি করে সূচিত করে।

ইতুপুজো এবং নবান্ন উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, এমনকি এগুলির চরিত্রও যে মূলতঃ একই, একথা ‘নবান্ন’ নামটি থেকেই প্রকাশ পায়। এই উপলক্ষ্যে নতুন আমন ধান ওঠবার পরে সেটার থেকে পাওয়া চাল নিজেরা খাওয়ার আগে পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে রন্ধনশেষে নিবেদন করবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এদিক থেকে দেখলে এটি মহালয়ায়ই সমধর্মী একটি পার্বণ। মনে করা হয় যে, পিতৃপুরুষ কাকের রূপ ধরে এসে ‘নবান্’,এর অংশ গ্রহণ করে যান; এই কাক রূপধারী পূর্বপুরুষের কল্পনা নিঃসন্দেহে এক ধরনের টোটেম ভাবনা। এই উৎসবে শাঁখ বাজিয়ে পূর্বপুরুষের আত্মাকে আহ্বান করবার প্রথা চালু রয়েছে। নতুন ধান, নতুন গুড় এবং দুধ;নবান্নে নিবেদিত খাদ্যের প্রধান উপকরণ। নবান্ন উৎসব পালনের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ বা তিথি নেই; ক্ষেতের ফসল গোলাজাত করবার সময়ে যেকোনো দিনই এই উৎসব পালন করা যেতে পারে, যদিও পাঁজির বিধান অনুসারে কোন শুভদিন দেখেই মেয়েরা নবান্ন মাখেন। এইসময়ে তৈরি করা খাদ্যটিকে সাধারণভাবে মেয়েরা খুবই পবিত্র বলে মনে করে থাকেন, এবং এটির মধ্যে তাঁরা খানিকটা দৈবীগুণও কল্পনা করে থাকেন। সেই কারণে স্নান সেরে শুচিস্নিগ্ধ অবস্থায় নবান্ন স্পর্শ করবার লৌকিক বিধান রয়েছে। বিশেষ বিশেষ শারীরিক অবস্থায়, ঐ দৈবীপবিত্রতা আরোপ করবার কারণে নবান্ন স্পর্শ করবার ট্যাবুও (নিষেধাত্মক ধর্মীয় সংস্কার) প্রচলিত রয়েছে। তবে অন্য কেউ হাতে তুলে দিলে সেটাকে নিজের জন্য গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। স্পষ্টতঃই নবান্নকে খাদ্য -দেবতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষের আত্মা কাকরূপে নবান্ন

গ্রহণ করে গেলে বাকি খাদ্যটা তাঁদের প্রসাদরূপেই গণ্য হয়। পিতৃপুরুষের আত্মা সেখানে দেবকল্প। এখানে যে ব্যাপারটা আকর্ষণীয় সেটা হল , নবান্ন একই সঙ্গে দেবতার প্রসাদ এবং দেবতা-কল্প। এধরণের সংস্কারের বিমিশ্রণ কিন্তু নিতান্তই দুর্লভ।

নবান্নে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের অংশটুকু ছাড়া অনুষ্ঠানের বাকিটুকুর সবই প্রায় মেয়েদের করণীয়। এই শ্রাদ্ধও সচরাচর পুরোহিত ছাড়াই করা হয়ে থাকে; মহালয়ার তর্পণের সঙ্গে এদিক থেকেও নবান্নের ভাবসাযুজ্য রয়েছে। সারা বছর ধরে শস্যকে কেন্দ্র করে যত রকমের উপলক্ষ্য বাঙালি হিন্দুর সংসারে আবির্ভূত হয়, সেগুলোর মধ্যে নবান্নের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যেটার অনুষঙ্গ ধরে এর কিছু পরেই আরেকটি পার্বণ উপস্থিত হয়, সেটা হল পৌষপার্বণ।

ক্ষেত থেকে নতুন শস্য ঘরে উঠবার পরে আনন্দোৎসব করবার রেওয়াজ বিশ্বজনীন এবং সেটার বয়সও প্রায় কয়েক হাজার বছর। কৃষির উদ্ভবের পর থেকেই এই শস্য-উৎসবের ধারা পৃথিবীর সমস্ত দেশে এবং সমাজে প্রচলিত হয়েছে। বাঙালির পৌষ-সংক্রান্তি উৎসব সেই বিশ্বজনীন ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী। এই একই তিথিতে দক্ষিণভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সেখানকার অন্নোৎসব ‘পোঙ্গল’ পালিত হয়। এই দিনই আসামের মাঘ-বিহু উৎসবেরও মুখবন্ধ ঘটে। গুজরাটে একইদিনে শস্যোৎসব পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে সূর্য পূজার দ্যোতকস্বরূপ ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করবার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতেই কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মূলতঃ যে যে জায়গার প্রধান খাদ্যই হল ভাত;আনন্দ উৎসবের প্রথার প্রচলন হয়েছে?

খুব সম্ভবতঃ গুজরাটি রীতির মধ্যেই উৎসবটির ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বর্তমান সময়ে সূর্যের উত্তরায়ণ মাঘের শেষ সপ্তাহে ঘটলেও হাজার দু'য়েক বছর আগে সেই তারিখটি কিন্তু পৌষের শেষেই ছিল। সেই প্রাচীন আমল থেকেই কালচক্রের পরিবর্তনের পটভূমিতে এই উৎসব সম্ভবতঃ সেইসব অঞ্চলে পালিত হতে শুরু হয়েছিল, যেখানে আমন ধান ফলে এবং ততদিনে গোলায় উঠে যায়। সূর্যের ঐ কক্ষ-পরিবর্তনের উপলক্ষ্যে তার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদনের প্রতীক ছিল ঘুড়ি ওড়ানো; প্রাচীন বিশ্বাস -অনুযায়ী যা মানুষের ভক্তির অর্ঘ্যকে সূর্যের কাছে পৌঁছে দেয়। সূর্যের সঙ্গে শস্যের সম্পর্কের কথা সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভেবে এসেছে। এই উত্তরায়ণ ওরফে মকরসংক্রান্তির উপলক্ষ্যেই গঙ্গাসাগরের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার কপিলমুনির পৌরাণিক গল্পের ভিত্তি যেটাই হোক না কেন; মকরবাহিনী গঙ্গাকে শিবের জটা থেকে মুক্ত করে ঐ তিথিতে ভগীরথ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন;প্রাচীন হিন্দুরা এমন কল্পনা করেই পুরাণ -বৃত্তান্ত তৈরি করেছিলেন। ‘মকর’ নামটির ভাবানুষঙ্গেই যে এই ভাবনার উদ্ভব হয়েছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই তারিখে পূর্ববঙ্গে বাস্তুপূজার যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে, সেখানে (মকরের বিকল্প হিসেবে) মাটির কুমিব বলি দেওয়ার রীতিও সম্ভবতঃ এই আদিম ভাবনার সূত্রবাহী।

তবে শুধু কুমিরই বা কেন? বরিশাল অঞ্চলে এই পৌষ পার্বণের দিন গৃহদেবতা তথা বাস্তুদেবের পূজা উপলক্ষ্যে ব্যাঘ্রবাহিনী কুলাই দেবীর আরাধনার সময়ে দুটি করে মাটির কুমিরের সঙ্গে একটি বাঘের মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। অতীতের কোন একসময়ে ছেলেরা সেখানে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাঘের এবং ধান তোলার বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া কেটে খাবার জোগাড় করতেন। পশ্চিম বাংলাতেও কিছু -কিছু এলাকায় একইভাবে পোষলা উৎসবের শেষদিনে কুলুই ঠাকুরের পুজোয় ঐ একই রকমের বাঘ ও ধান-সম্পৃক্ত ছড়া আওড়ানোর প্রথা চালু রয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় এই ছড়ার আঞ্চলিক নাম হল ‘বাঘাইয়ের বয়াৎ’। নদীয়া জেলাতে অনুরূপ ছড়া ও গানকে ‘হোলবোল’ কিংবা ‘হলুই গান’ বলা হয়ে থাকে। এধরণের প্রথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রচলিত রয়েছে। রংপুরের ব্যাঘ্রবাহন জোড়া দেবতা ‘সোনা-উপো’ বা সোনা রায়-রূপা রায়েরও এই পৌষালী সংক্রান্তিতে পুজো উপলক্ষ্যে বাঘের তুষ্টিবাচক কথাবার্তা বলে ছড়া কাটা হয়ে থাকে। কিন্তু শস্য উৎসবের সঙ্গে পশুর এবং পশুর দেবতার এই যোগাযোগটা সারা বাংলা জুড়ে কেন যে হয়েছে, সেটা ইতিহাসের দিক থেকে একটা আকর্ষণীয় প্রশ্ন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফসল কাটবার সময়ে সেখানকার কৃষকদের আদিম সংস্কার অনুযায়ী শস্যগুচ্ছকে নানাধরনের পশুরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। এই প্রথা না হয় কোন আদিমতর সংস্কারকে (অতীতে প্রথমে পশুই মানুষের খাদ্য ছিল, এখন ফসল খাদ্য; সুতরাং পশু ও ফসল এখানে সমার্থক) অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে; কিন্তু বাংলায়? বাঘ বা কুমির তো কোনকালেই মানুষের খাদ্য ছিল না, পৃথিবীর সর্বত্রই সেগুলি খাদক হিসেবে পরিচিত। তাহলে? এই হেঁয়ালির উত্তর একটি বাংলা প্রবাদে পাওয়া যায়; ‘মাঘের শীতে বাঘে পালায়’। আসলে ফসলী ঋতু মানুষকে অন্ন দিলেও, নিরাপত্তা দিতে পারেনি। সুতরাং, সাপ বাদে অতীতের গ্রাম-বাংলার মানুষের অন্য যে দুটি প্রধান শত্রু ছিল;বাঘ ও কুমির; এগুলির এবং এগুলির অধিষ্ঠাতা দেবতাদের তুষ্টি সাধন করবার জন্যই এসব প্রথার অভ্যুদয় হয়েছিল। অতীতের কোন একসময়ে দল বেঁধে হইচই করে বনভোজন এবং ছড়া-গানের মাধ্যমে বাঘ তাড়ানোটাও হয়ত একটা উদ্দেশ্য ছিল। মাঘের প্রাক্কালে বাঘ পালিয়ে যাবে;এটাই হয়ত সেকালের মানুষের কামনা ছিল। দল বেঁধে ফসল কাটবার পটভূমিতে বাঘ গহীন বনে চলে যাচ্ছে;এমন ছবি মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহরের গায়েও খোদাই অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। অতীতের সেই ঐতিহ্যের অনুসরণই ওই আদি-অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের (যাঁরা ধানের সঞ্জাত খাদ্য খেতেন) বংশাবতংস বাঙালিদের মধ্যে আজও প্রবহমান রয়েছে। বাস্তুপুজো উপলক্ষ্যে মাটির কুমির বলি দেওয়াটা, অর্থাৎ হিংস্র পশুকে বধ করে নিরাপদে থাকবার জন্য দেবতার কাছে আশ্রয় নেওয়া; মানুষের আদিমতর ভাবনার ধারাবাহী।

এটা গেল পৌষ সংক্রান্তির বিচিত্র ধরণের উৎসবের একটি দিকের কথা। এই উৎসবের অন্য দিকটির বৈচিত্র্যও কিন্তু কম নয়। পিঠে -পুলি-পায়েস ইত্যাদি অধুনা দুর্লভ খাবারগুলি তৈরি এবং বিতরণ করাও এই পৌষালী উৎসবেরই একটা অঙ্গ। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় মকর সংক্রান্তির আগেরদিন ক্ষেত থেকে আমন ধানের কেটে নিয়ে আসা গুছিগুলিকে মেয়েরা পুজো করেন, যেটার নাম হল;আওনি-বাঁওনি (আমনী-বাঁধনি)। গ্রাম বাংলায় প্রচলিত এধরণের আরেকটি উৎসব হল পৌষ-আগলানো। তাতে সর্বত্র আলপনা এঁকে গোবরের নাড়ু আর চালের গুঁড়ো পুজো করে সারারাত ধরে সেগুলোকে বিনিদ্রভাবে পাহারা দেওয়ার প্রথাও বিচিত্র প্রাচীন সংস্কারজাত। দুপুরবেলা কুনকের মধ্যে ধান ও ধানের ছড়া ভরে পুজো করে ধান্যলক্ষ্মীর বন্দনা করাটা পূর্ববঙ্গের একটা বিরাট অংশ জুড়ে প্রচলিত রয়েছে। এই একইদিনে তুষ-তুষলি ব্রত উদযাপনও করা হয়ে থাকে। শস্য উৎসব এবং সূর্যবন্দনা;এটির মধ্যে একত্রিত রয়েছে। রাঢ় বাংলার সুবিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত টুসু বা তুষু দেবীর পূজাও এই তিথিতেই সাঙ্গ হয়। যদিও টুসুকে পুরোপুরি শস্যদেবী বলা যাবে কিনা;তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে শস্যসম্ভারকে উপলক্ষ্য করেই যে টুসু পরব, এবং পৌষ সংক্রান্তিতেই যে সেটার সমাপ্তি ঘটে, এথেকে এই সিদ্ধান্ত করা মোটেও অসঙ্গত নয় যে, গোটা বঙ্গভূমি জুড়েই এই দিন যে শস্যকেন্দ্রিত উৎসব নানাভাবে পালিত হয়, এটাও সেটারই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

বহু সমস্যার মধ্যে পড়ে থাকলেও ভূটান হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ রাজতন্ত্রের দেশ

বিশেষ প্রতিবেদক

সবাই তো সুখী হতে চায়। তবু .....। নামে তো সুখী দেশ। হ্যাপি হ্যাপি কান্ট্রি। কিন্তু নামে দেশটা রাজার। মানে রাজতন্ত্র বর্তমান। সর্বত্র রাজা-রানি আর রাজ কুমারদের ছবি। তা সে মুদি বা খাবারের দোকানই হোক বা অঞ্চলের মানুষকে বলা হয় লোৎসোমপা। কথাটার ব্যবহার কিন্তু মোটেই এতটা সহজ নয়। ভুটানে মূলত নেপালিদের ক্ষেত্রে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। এই নেপালি ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে কিন্তু ভুটানের জঙ্খা ভাষার মানুষের সম্পর্ক অনেকটাই অম্ল মধুর।

রাজপথ। আবার গণতন্ত্রও চালু হয়েছে। আছেন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা। সব সাংসদ মিলে ভোট দিয়ে রাজাকে অপসারণও করতে পারেন। রাজা নিজেই সেই অধিকার দিয়েছেন সেই ২০০৮ সালের সংবিধানে। সারা দেশে সবাই নাকি রাজার শাসনে খুব সুখে আছেন। তাই তো জিডিপি না বলে বলা হয় গ্রস ন্যাশেনাল হ্যাপিনেস বা জিএনপি। সুখে আছে যারা, সুখে থাক তারা। আমরা এই স্বপ্নের দেশে বেরিয়ে ঘুরে এসে সাধু সাধু করে থাকি। ‘বাহ, কি দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিবো না।’ কিন্তু সত্যিই কি তাই? কার্পেটের তলায় যে অনেক ধুলো জমে আছে। তুলে একটু দেখলেই হয়। ঘুরতে ঘুরতে সেই খোঁজই চালিয়েছে তিন বারের সফরে। লোৎসমপা। মানে এক কথায় আমাদের বাংলায় দাঁড়ায় দখনে বা দোগনে। ভুটানে দেশের দক্ষিণ ‘গণতান্ত্রিক’ এই দেশে সব জাতীয় ভাষা জঙ্খা (Dznokha। সবাইকে এই ভাষায় কথা বলতে হবে। পড়াশোনাও হয় ইংরাজি নয় জঙ্খা। আর কোনও ভাষার দাবি মানা হবে না। অথচ ছোট্ট দেশটায় ১৯টি ভাষা রয়েছে। রাষ্ট্র ভাষা জঙ্খা। তা ছাড়াও আছে সাংলা, বুমথাং, খেং, জ্বালা । তার মধ্যে নেপালি অন্যতম গুরুত্বপুর্ন ভাষা। দেশের প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ নেপালি বা লোৎসমপা। অথচ তাঁদের কোনও অধিকার নেই। ১৯৮৯ সালে বড় আকারে গণ্ডগোল হয়েছিল। নেপালি ভাষা পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল স্কুলে। শুরু হয় গোলমাল। বহু নেপালির বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেশ ছাড়া করার অভিযোগ ওঠে ভুটান সরকারের বিরুদ্ধে। আসলে ভুটান সরকার নেপালিদের ভয় পেতে শুরু করে। ১৯৭৫ সালে ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ সিকিমের উদাহরণ সামনে ছিল। কেমনভাবে লেপচা - ভুটিয়াদের দেশ ‘দখল’ করে নিল নেপালিরা। হয়ে গেল নেপালি ভাষী ভারতীয় রাজ্য। তার পর পশ্চিমবঙ্গে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন। অভিযোগ, প্রচুর অস্ত্র আসে ভুটানে। শুরু হয় জঙ্গি আন্দোলন। সেই আতঙ্কে ভুটান সরকারও দমন পীড়ন শুরু করে। ভুটান থেকে উচ্ছেদ হওয়া সেই নেপালিদের বলা হয় ভুপালি। তাঁরা শরণার্থী হয়ে এখন নেপালের ঝাপা জেলার দমক শহরের কাছে ক্যাম্পে থাকেন। এক লাখ ভুটানি শরণার্থী হয়। তবে ভুটান সরকার এই সংখ্যা মানে না। সেই দমকেও গিয়েছিলাম ২০২২ সালে। তাঁদের হাতে ভুটানের পরিচয়পত্র। কিন্তু ভুটান সরকার তাঁদের বেআইনি ঘোষণা করেছে। বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যন্ত গড়িয়েছে। তাড়িয়ে দেওয়ার পরও সব মিলিয়ে ২৫ শতাংশ নেপালি এখনও ভুটানে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের পোশাক পড়তে পারেন না। পড়তে হবে ভুটানি ঘো আর মেয়েদের কিরা বা লুঙ্গি।

সমদ্রুপ ঝংঙ্খার থেকে ফুন্টসোলিং, ভুটানের দক্ষিণে অসম বা বাংলা সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে দেখেছি অধিকাংশ মানুষই নেপালিতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। অথচ পোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই। এই গরম এলাকাতেও তাঁদের গায়ে জোববাজাববা চাপিয়ে রাখতে হচ্ছে। শান্তির দেশ। রাজ ধর্ম বৌদ্ধ। তাই পশু নিধন নিষিদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশই মাছ, মাংস খান। ভারত থেকে আমদানি করে। জলে নামবো, কিন্তু বেণী ভেজাবো না ! রাজ শাসন বলে কথা। বঞ্চিত মানুষের মনে কিন্তু সেই ‘দড়ি ধরে মারো টান’ ঘুরে ফিরে আসে। শুধু প্রকাশ্যে বলতে পারেন না রাজা হোক খান খান। আসলে ভূটানরা রাজাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। তারা রাজতন্ত্রের পক্ষে। রাজা শান্তিতে বসবাস করার অধিকার দিয়েছে।

সাহিত্যিক বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুপ্ত

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক নলিনীকান্ত গুপ্ত ১৩ জানুয়ারি। নলিনীকান্ত গুপ্ত একজন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক । নলিনীকান্ত বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা ছিলেন ।তাঁর পিতার নাম রজনীকান্ত। নলিনী কান্ত পিতার কর্মক্ষেত্র রংপুরের নীলফমারীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন । ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে এসে তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করে তিনি বারীন্দ্র কুমার ঘোষের মানিকতলা বোমা তৈরির কেন্দ্রে যোগ দেন । ২ মে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলিপুর বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন । কিন্তু প্রমাণাভাবে এক বছর পরে ছাড়া পান। আলীপুর জেলে থাকার সময়ে তিনি শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন ।জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি শ্রীঅরবিন্দ পরিচালিত ধর্ম এবং কর্মযোগিন পত্রিকার (ইংরেজি) কার্যালয়ে কাজ করার সময় থেকেই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ধর্ম পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ স্বদেশী দীক্ষা প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাবার পর তিনিও ছয় মাস পরে মণীন্দ্র নাথ রায় ছদ্মনামে পণ্ডিচেরী চলে যান। এখানে তিনি সাহিত্যসাধনা এবং যোগসাধনা শুরু করেন। তিনি গ্রিক, লাতিন এবং ফরাসি ভাষাও শিক্ষা করেন। তিনি ৫২টি বাংলা বই, ৩৮টি ইংরেজি বই এবং ৫টি ফরাসি বই লিখেছিলেন। তাঁর সাত দশকের লেখার বিষয় ছিল সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, যোগ এবং সমাজনীতি। স্মৃতির পাতা গ্রন্থে তাঁর প্রথম জীবনের কথা, বাংলার বিপ্লব আন্দোলন এবং আশ্রমের প্রথম পর্বের বিষয় বিবৃত করেছেন তিনি প্রাবন্ধিক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে কবিগুরুর বন্ধুত্ব

বিশেষ প্রতিবেদক

হঠাৎ একদিন ছোটো একখানি বই হাতে এল আয়ওয়ার লাইব্রেরিতে। স্পেনীয় ভাষায় লেখা। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখেছেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

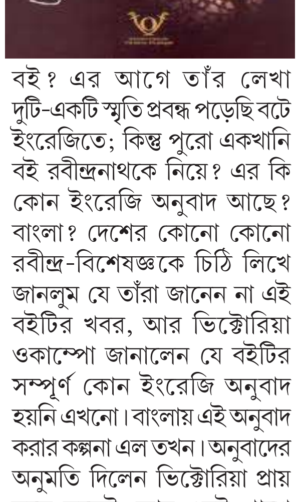

বই? এর আগে তাঁর লেখা দুটি-একটি স্মৃতি প্রবন্ধ পড়েছি বটে ইংরেজিতে; কিন্তু পুরো একখানি বই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে? এর কি কোন ইংরেজি অনুবাদ আছে? বাংলা? দেশের কোনো কোনো রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞকে চিঠি লিখে জানলুম যে তাঁরা জানেন না এই বইটির খবর, আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো জানালেন যে বইটির সম্পূর্ণ কোন ইংরেজি অনুবাদ হয়নি এখনো। বাংলায় এই অনুবাদ করার কল্পনা এল তখন। অনুবাদের অনুমতি দিলেন ভিক্টোরিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আর ওরই পাশে লিখলেন, I should like the Bengali translation to follow exactly the Spanish version.

একথা লিখবার একটা কারণ ছিল অবশ্য। সাহিত্য আকাডেমী প্রকাশিত শতবার্ষিক সংগ্রহে ভিক্টোরিয়ার যে লেখাটি আছে, সেটি এই বইয়ের অংশ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীর আগ্রহেই বইটি লিখেছিলেন ভিক্টোরিয়া, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, শতবার্ষিক সংগ্রহে মুদ্রিত হয় এর আংশিক অনুবাদ। আরো খানিকটা অংশ পাওয়া যায় ১৯৫৯ সালের Indian Literature পত্রিকার এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যাটিতে। কিন্তু এসব অংশেও ইংরেজি আর স্পেনীয় পাঠ সর্বত্র একরকম নয়। ইংরেজি পাঠ বিষয়ে ভিক্টোরিয়ার মনে হয়েছে যে, there are many things missing in it তাই আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ভিক্টোরিয়ার বইটির আখ্যাপত্রে কর্তৃপক্ষ যে লিখে রাখেন ‘এ-বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে শতবার্ষিক সংগ্রহে’, দেখা যাচ্ছে সেটি ঠিক নয়।

স্পেনীয় ভাষা আমার জানা নেই, শিখতে শুরু করেছিলুম মাত্র। ফলে আমাকে সাহায্য নিতে হয় রিচার্ড বার্কারের, যিনি ইংরেজি আর স্পেনীয় দুয়েরই অধ্যাপনা করতেন আয়ওয়ায়। বার্কারের কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন ইরান দেশের তরুণী কবি, তাহের সাফরজাদে। আজ মনে করতে ভালো লাগছে যে এই অনুবাদে অনেকখানি আগ্রহ ছিল তাঁর। দেশে ফিরবার পর এটি ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে ‘অনুক্ত’ পত্রিকায়। এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুনীলকুমার নন্দীর কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। বই হিসেবে যে এটি বেরোচ্ছে, সেও তাঁরই প্রযোজনায়। আগে কোনো বইতে ছাপা হয়নি, এমন কয়েকটি ছবি এখানে ব্যবহার করা সম্ভব হলো বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে। একটি ছবিতে ভিক্টোরিয়ার মুখে যে কলঙ্কলাঞ্ছন দেখা যাবে, সে তাঁর স্বহস্তকৃত। ভিক্টোরিয়া -রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র দেখতে দিয়েছেন রবীন্দ্রভবনের কর্তৃপক্ষ। রলাঁ বিষয়ে তাঁর একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নিতে দিয়েছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। উপকৃত হয়েছি টলস্টয় বিষয়ে শ্রীদিনেশ চন্দ্র রায়ের একটি মন্তব্যে। ডার্মস্টাট থেকে কাউন্টেস কাইজারলিঙের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া বিষয়ে কথাবার্তার বিবরণ পাঠিয়েছিলেন শ্রীঅলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত।

চাপড়ায় এপার থেকে কৃষককে তুলে নিয়ে গেল বিজিবি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার চাপড়ার এক কৃষককে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এমনটাই অভিযোগ করলেন ওই কৃষকদের সঙ্গে কাজ করতে যাওয়া অন্যান্য গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার এমনটাই ঘটনা ঘটেছে চাপড়া থানার হৃদয়পুর সীমান্তে। ওই কৃষককে উদ্ধার করে আনার চেষ্টা করছে বিএসএফ। রোজকার মতো মঙ্গলবারও হৃদয়পুর সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডের জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন এক কৃষক। সেইসময় হঠাৎ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। এমনটাই অভিযোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে কাটাতারের ওপারে কাজ করতে যাওয়া কৃষকরা। এই নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। এর পর থেকে ওই এলাকায় চাষ করতে যেতে ভয় পাচ্ছেন কৃষকরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিদিনের মতো কাঁটাতারের ওপারে যাওয়ার সময়ে বিএসএফের কাছে আধার জমা রেখে গিয়েছিলেন ওই কৃষক। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার পরও কৃষকের স্ত্রী অন্যান্য কৃতকদের কাছ থেকে জানতে পারেন তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে বিজিবি। এদিকে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের খবর ওই কৃষক সোনা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মুজিবনগর থানায়। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নদীয়া জেলা প্রশাসন। যে কৃষককে অপহরণ তার ভাইপো জানিয়েছেন, মোরসালিন শেখ রোজ ২১ নম্বর গেট দিয়ে যায়। এদিনও সেভাবেই গিয়েছিল। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের কিছু লোক আমাদের দিকে এসে ঘুরে বেড়ায়। ওকে কীভাবে ধরে নিয়ে গেল তা বুঝতে পারছি না। আজ ওরা আমার কাকাকে অপহরণ করেছে। গোটা ঘটনা বিএসএফকে জানিয়েছি।

আরও দুটি ডালিয়ান রেক নোয়াপাড়া কারশেডে পৌঁছেছে

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ ডালিয়ান রেক নামে পরিচিত দুটি নতুন রেক (MR-৫০৪ এবং MR-৫১২) ১৪.০১.২০২৫ তারিখে কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের নোয়াপাড়া কারশেডে পৌঁছেছে। এই রেকগুলি গ্লোবাল টেন্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে, ১২.০১.২০২৫ তারিখে একটি জাহাজে (ভায়োলেট এস) শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দরে পৌঁছেছে। ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে নোয়াপাড়া কারশেডে পাঠানোর আগে মোট ১৬টি কোচ জাহাজ থেকে নামিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছিল। মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

নেটওয়ার্কে যাত্রীদের আরাম বৃদ্ধি এবং উন্নত রাইডিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য এই রেকগুলিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই রেকগুলির দরজা বিদ্যমান এসি রেকের তুলনায় ১৯০ মিমি চওড়া। অধিকন্তু, যাত্রীদের আরামের জন্য বসার ক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, শব্দ কমানোর বৈশিষ্ট্য এবং চোখ প্রশান্ত করার মতো আলোকসজ্জা কিছু সংযোজন। নতুন MR -৫০৪ এবং MR-৫১২ রেকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ- **যাত্রী সুবিধার বৈশিষ্ট্য** - এই রেকগুলিতে প্রশস্ত দরজা যাত্রীদের সহজে প্রবেশ এবং প্রস্থান সহজ করবে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে। এই রেকগুলির উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি ঝাঁকুনিমুক্ত যাত্রাও প্রদান করবে। কোচের ভিতরে সিসিটিভি কভারেজ, মডুলার এবং প্রশস্ত ভেস্টিবুল, বর্ধিত বসার ক্ষমতা সহ বয়স্ক নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও আসনের ব্যবস্থা এই রেকগুলির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও, নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা অভ্যন্তরীণ, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এসি, বাইরের ইঙ্গিত ল্যাম্প সহ ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস, উজ্জ্বল বহু রঙের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড, অভিন্ন আলোকসজ্জা, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা এবং দরজার পাশের হ্যান্ড রেলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি কলকাতার মেট্রো রেলওয়েতে এই রেকগুলিকে অনন্য করে তুলেছে। **এই নতুন রেকগুলির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল- কারিগরি বৈশিষ্ট্য** ঃ এই রেকগুলির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে বৃষ্টির জলের চ্যানেল, রঙ-মুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের গাড়ির বডি, সাইড স্টপার সহ উন্নত দরজার চ্যানেল এবং উন্নত শক্তি খরচ যা আরও পরিবেশবান্ধব হবে। **নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য** ঃ এই রেকগুলিতে কিছু উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যেমন ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম, স্ট্র্যাপ সহ নিয়ন্ত্রিত ডিসচার্জ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রশস্ত ইভাকুয়েশন দরজা এবং অ্যান্টি- স্কিড রাবার ফ্লোরিং সহ ইভাকুয়েশন র‍্যাম্প। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে এবং নিশ্চিত করবে যা মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা সন্ধান করে। বর্তমানে কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের ব্লু লাইনে ৩ টি ডালিয়ান রেক কাজ করছে। কিছু বাধ্যতামূলক পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পরে এই দুটি রেক ব্লু লাইনেও চালু করা হবে। আশা করা হচ্ছে যে আগামী দিনে মেট্রো যাত্রীরা আরও আরামদায়ক মেট্রো ভ্রমণ উপভোগ করবেন।

চুনোপুঁটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয় ব্যান্ডেলের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়

দুরন্ত বার্তা, ব্যান্ডেল, ১৫ জানুয়ারি ঃ চুনোপুঁটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয় ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর বাড়িতেই বসে ৫১৮ বছরের পুরনো মাছের মেলা। বোয়াল থেকে চুনো পুঁটি-শুটকি, রুই, কাতলা, ইলিশ, ভেটকি, ভোলা, কাঁকড়া, শংকর মাছ, কী নেই এই মেলায়! সব ধরনের মাছ পাওয়া যায় ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়। একদিনের এই মেলাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা।

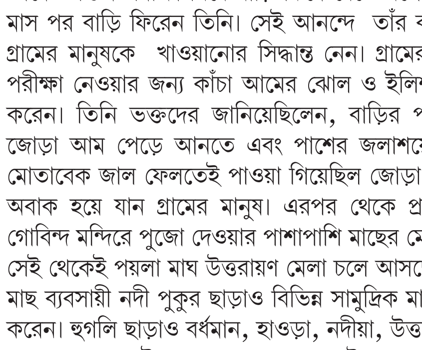

এই মেলার সূত্রপাত হয়েছিল গোবর্ধন গোস্বামীর ছেলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরই। ওই এলাকার জমিদার ছিলেন গোবর্ধন গোস্বামী। তাঁরই ছেলে রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করেন সন্ন্যাস নেবেন বলে জানান। তিনি চৈতন্যের পারিষদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন পানিহাটিতে। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫। তাই তাঁর দীক্ষা নেওয়া হয়নি। তবে তাঁকে ভক্তির পরীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন নিত্যানন্দ। দীর্ঘ নয় মাস পর বাড়ি ফিরেন তিনি। সেই আনন্দে তাঁর বাবা গোবর্ধন গোস্বামী গ্রামের মানুষকে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের মানুষজন তাঁর ভক্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কাঁচা আমের ঝোল ও ইলিশ মাছ খাওয়া আবদার করেন। তিনি ভক্তদের জানিয়েছিলেন, বাড়ির পাশে আম গাছ থেকে জোড়া আম পেড়ে আনতে এবং পাশের জলাশয়ে জাল ফেলতে। সেই মোতাবেক জাল ফেলতেই পাওয়া গিয়েছিল জোড়া ইলিশ। আম আনতেই অবাক হয়ে যান গ্রামের মানুষ। এরপর থেকে প্রতি বছর ভক্তরা রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মাছের মেলার আয়োজন করেন। সেই থেকেই পয়লা মাঘ উত্তরায়ণ মেলা চলে আসছে। দূর দূরান্ত থেকে বহু মাছ ব্যবসায়ী নদী পুকুর ছাড়াও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের পসরা নিয়ে বিক্রি করেন। হুগলি ছাড়াও বর্ধমান, হাওড়া, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া থেকেও মানুষ এই মেলায় আসেন। ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা কেজি মাছ বিক্রি হয়। শুধু মাছ কিনেই নিয়ে যায় না সাধারণ মানুষ, অনেকেই পাশের আম বাগানে মাছ ভেজে পিকনিকের আয়োজনও করে নেন। এক ক্রেতা বলেন, 'প্রত্যেক বছরই মেলা বসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ ব্যবসায়ীরা বড় বড় মাছ নিয়ে হাজির হন। এই বছর সর্বোচ্চ ৩৬ কেজি মাছ নিয়ে হাজির হয়েছেন এক ব্যবসায়ী। আর তা দেখে লোভ সামলাতে না পেরে দু'কেজি মাছ কিনে নিই।' অন্যদিকে, এক ব্যবসাদার বলেন, 'আমরা ভোলা, ভেটকি, কুশি ভেটকি, ইলিশ, রুই, কাতলা সহ বিভিন্ন মাছ নিয়ে হাজির হই এই মেলায়। এই বছর ৩৪ কেজি ওজনের একটি মাছ নিয়ে এসেছি। একদিনের জন্য এই মেলা হয়। কিন্তু, তাতেও বেশ লাভ হয়।'

আউশগ্রামে আদিবাসীদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে স্থানীয়দের ক্ষোভের কথা শুনলেন রাজ্যপাল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি ঃ বুধবার আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আউশগ্রামের সুখাডাঙ্গা গ্রামে যান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে আলাপচারিতার সময় রাজ্যপাল কে সামনে পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার রাস্তাঘাট, আলো, পানীয় জল ইত্যাদি সংকটের কথা জানিয়ে রাজ্যপালের কাছে মুখ খুললেন তারা। রাজ্যপাল তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং লিখিত আকারে তাদের অভিযোগগুলি দিতে বলেন। উল্লেখ্য, বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ ট্রাইফেড রিজিওনাল অফিস, কলকাতার উদ্যোগে, বর্ধমান জুট বেশ গার্মেন্টস কো অপারেটিভ ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেডের আয়োজনে 'আমার গ্রাম' শীর্ষক একটি বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম এক ব্লকের সুখাডাঙ্গা গ্রামে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে আয়োজকদের স্টল গুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আলাপ করেন রাজ্যপাল। পরে মূল মঞ্চে প্রবেশ করেন তিনি। আদিবাসী নৃত্য সহ বিভিন্ন ক্ষুদে শিল্পীদের নাচ প্রদর্শিত হয় রাজ্যপালের সম্মানে। ২ টা ২০ নাগাদ নাগাদ গ্রামেরই স্থানীয় বাসিন্দা নারান সোরেন এর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজ সারনে। পরে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলতে গেলে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন অভিযোগে ফেটে পড়েন। একাধিক সমস্যার কথা জানান গ্রামবাসীরা। রাজ্যপাল আশ্বাস দেন নিরাময়ের। এই প্রসঙ্গে এদিন রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আদিবাসীদের উন্নয়নে সচেষ্ট। আমি এই সফরে তাদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যাগুলি শুনছি, যাতে সেগুলোর সমাধান করা যায়। শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেন, এই কারণেই এখানে এসেছি। অনেক সমস্যা আছে, তবে সমস্যার সমাধানও আছে। তিনি আরো বলেন, রাজ্যপাল হিসেবে সাধারণ মানুষের ভাল দেখাই আমার কতর্ব্য। নিচের তলার, দুর্বল শ্রেনীকে সহায়তা করতে হবে। সে কারণেই আমার এখানে আসা। তবে মেদিনীপুর হাসপাতালে চলতি স্যালাইন বিতর্ক নিয়ে তিনি জানান, এই পরিপ্রক্ষিতে এসে এটা নিয়ে কথা বলবেন না তিনি।

২৫ বছর ধরে বেহাল রাস্তা, যুগ্ম বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা অঞ্চলের শিকারপুর অঙ্কলের নর্থবেঙ্গল ফ্রাম থেকে মন্থনী পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বেহাল পথের দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে গ্রামবাসীরা। গন স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পথ অবরোধ করে শুরু হয় বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ সহ ব্লকের যুগ্ম বিডিও। স্থানীয়দের দাবী, ২৫ বছর ধরে এই হাল রাস্তার, স্থানীয় মহিলা নীপা দাস জানান, বাচ্চাদের স্কুল যেতে কষ্ট হয়, আজকেও গ্রামে রোগী নিতে আসা অ্যাম্বুলেন্স এই পথ দিয়ে গ্রামে পৌঁছায় কিন্তু রোগী সহ গাড়ী ঘোরানোর জন্য দীর্ঘসময় নষ্ঠ হয়। অপরদিকে দীর্ঘ সময় রাস্তার দাবী জানিয়েও কোনো দলের কোনো পঞ্চায়েতই এই রাস্তা সংস্কার করেনি, শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই আজকের এই বিক্ষোভ, জানান গ্রামবাসীরা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইঞ্জি-০৭/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনের অতীত অভিজ্ঞতা আছে, যা রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/ এমইএস/সেচ বা অন্য কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থার সাথে বাঞ্ছনীয়, এরূপ পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা কন্ট্র্যাক্টরদের থেকে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নংঃ ডব্লুটি-১৭-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ– এমডিএসটিসি ও এমডিডব্লুটিসি/কাঁচরাপাড়া-তে প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধার মানোন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,১৯,৮৪,৯১২.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি*** ঃ ২,০৯,৯০০ টাকা। **স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১০ মাস। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নংঃ ডব্লুটি-১৮-২৪-২৫। কাজের বিবরণ** ঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ– কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন রেলওয়ে কলোনির স্টাফ কোয়ার্টারগুলিতে কর্মীদের সুযোগসুবিধার মানোন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৩৫,২১,৭৩৩.২১ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি*** ঃ ২,৬৭,৬০০ টাকা। **স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নংঃ ডব্লুটি-১৯-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ– লোকো এবং সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অবস্থানে নতুন টয়লেট ব্লক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ১,৭৮,৬৯,১৩৭.৮৮ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি*** ঃ ২,৩৯,৪০০ টাকা। **স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য)** ঃ শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০২.২০২৫ (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। *রেলওয়ে বোর্ড ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন ওয়ার্কস টেন্ডারের জন্য কোন ইএমডি না নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলো যা এল.নং-২০২০/ সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখঃ ৩০.১২.২০২০-তে দ্রষ্টব্য। কিন্তু বর্তমান তারিখ পর্যন্ত কোনো পরবর্তী নির্দেশ না থাকায়, ইএমডি পদ্ধতির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। কাজের পরিধি নির্দেশাত্মক মাত্র। যদিও বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়কালঃ** যে সময়কালে টেন্ডার সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে না। **প্রস্তাব জমার সময়সীমাঃ** টেন্ডার খোলার পূর্ববর্তী ১৫ দিন যে সময়ে টেন্ডারদাতাগণ তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে পারেন। টেন্ডার বন্ধ হবে **০৫.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায়** এবং টেন্ডার খোলা হবে **একই দিনে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পর যে কোন সময়ে** যা নেট সংযোগ ও খোলার জন্য কর্মীবৃন্দের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল।

(MISC-309/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

লঞ্চ থেকে ভাগীরথী নদীতে ঝাঁপ বিদেশিনীর

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৫ জানুয়ারি ঃ বুধবার সকালে লঞ্চ থেকে ভাগীরথী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক বিদেশিনী যুবতীর। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। ওই বিদেশিনী যুবতীর নাম বোরোভাস্কিক শান্তি এলেকশিভনা। বয়স আনুমানিক ২৫। তিনি অস্থায়ীভাবে মায়াপুর গম্ভীরা ভবনে থাকতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার সকালে মন্দির নগরী মায়াপুর থেকে যাত্রী বোঝাই পর্যটক নিয়ে নবদ্বীপের ফেরি ঘাটে আসছিল। ওই লঞ্চে অন্যান্য যাত্রীদের পাশাপাশি ছিলেন ওই বিদেশিনী যুবতী। জানা যায় নবদ্বীপ ফেরিঘাটের কাছাকাছি লঞ্চটি আসতেই ভাগীরথী নদীতে ঝাঁপ দেয় ওই যুবতী। বিষয়টি নজরে আসতেই লঞ্চের চালক যুবতীকে বাঁচাতে লঞ্চ নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করে। অপরদিকে নবদ্বীপ ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানিয়ে নবদ্বীপ থানায় খবর পাঠান। খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই বিদেশিনী যুবতীকে মনিপুর ঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। প্রাথমিকভাবে হাসপাতালে ভর্তি করে শুরু হয় চিকিৎসা। কিন্তু ওই যুবতীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে নবদ্বীপ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কাঁদুনি মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভক্ত সমাগম

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৫ জানুয়ারি ঃ প্রায় সাড়ে ৫০০ বছরের অধিক পুরাতন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহান্নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাধাইপুর শ্মশানঘাট সংলগ্ন এলাকায় কাঁদুনি মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভক্ত সমাগম। কথিত আছে মাধাই পুরের এই শ্মশান ঘাটে জগাই মাধাইয়ের শবদাহ করা হয়েছিল। আরো জানা যায় এই পূর্ণ শ্মশানঘাটে বহুদূরান্ত থেকে আশা ব্যক্তিরা তাদের পরিজনকে দাহ করতেন, উত্তরান্তির এই বিশেষ দিনে গঙ্গায় পূর্ণ স্নানের পর, পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচারণায় কান্নাকাটি করতেন তাদের পরিজনেরা, বেশ কয়েক বছর আগেও সেই রীতি ধরা পড়তো আজকের এই মেলার বিশেষ দিনে, তবে মেলা উপলক্ষ্যে বাউল গান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো পরিজনদের শোকে শোকাহত হয়ে.কান্নাকাটির সেই দৃশ্য এখন আর ধরা পড়ে না। তবে আগে থেকে চলে আসা মেলার নামের পরিবর্তন হয়নি, কাঁদুনি মেলা নামে পরিচিত এই মেলা। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক এলাকাবাসী তিনি জানান, একদিনের এই মেলা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বাউল গান, দূররান্ত থেকে মানুষ এসে গঙ্গায় পুণ্য স্নানের পর এখানে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করেন এবং মানুষদের মধ্যে খাবারও দান করেন তারা। এ দিনের এই মেলা উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মৃণাল কান্তি দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী অরিন্দম ঘোষ, অলোক নাথ দেবাশীষ দেবনাথ সহ আরো অনেকে।

কুমলাই নদীর আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে গেল শহর ধূপগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ কুমলাই নদীর আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে গেল শহর ধূপগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত কুমলাই নদী আর সেই নদীতে প্রায়ই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন নদীতে আবার আগুন কিভাবে লাগে। বুধবার দুপুরে আচমকাই নোংরা আবর্জনাতে আগুন লেগে যায়। আগুন নেভাতে ছুটে আসে দমকল কর্মীরা। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয়দের কথাতে নদী নয় যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত। নদীর পাড় হয়ে উঠছে নোংরা আবর্জনার স্তুপের পাহাড়। ধূপগুড়ি শহরের বুকের ওপর দিয়ে যাওয়া কুমলাই নদী দেখলে বোঝার উপায় নেই এটা নদী নাকি ডাম্পিং গ্রাউন্ড। শহরের সমস্ত নোংরা আবর্জনা ফেলা হয় এই নদীতে বলে অভিযোগ। শুধু নদী নয় এখন আবার সেতুর ওপর ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। সেতুর ফুটপাত পুরোটাই দখলে নোংরা আবর্জনার। দুর্গন্ধে পথচারীদের মুখে কাপড় দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। নোংরা গন্ধে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে আশেপাশের ব্যবসায়ীরা। শুধু তাই মাঝেমধ্যেই নোংরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে সেই নোংরার আগুন থেকে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়া। আর সেই ধোঁয়া থেকেই পরিবেশ দূষণ বাড়ছে বলেই পরিবেশপ্রেমীদের মত। রোগ ছড়ানোর আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। এই নোংরা আবর্জনায় মাঝে মধ্যেই অগ্নিকান্ডের মতো ঘটনা ঘটছে। তাতেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্ক। নোংরা আবর্জনার আগুন থেকে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে বড়সড় অগ্নিকাণ্ড মতো ঘটনা। বার বার আগুন লাগার ঘটনায় যথেষ্ট বিরক্ত দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা। সেতুর নীচে আগুন লাগার ঘটনায় প্রভাব পড়তে পারে সেতুতে। এমনটাই মনে করছে ব্যবসায়ী মহল। নোংরা আবর্জনার জেরে সৌন্দর্য্য হারাতে বসেছে কুমলাই নদী। এতে যথেষ্ট চিন্তিত পরিবেশ প্রেমীরাও। স্থানীযদের অভিযোগ পুরসভায় বার বার জানিয়ে সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। শহরের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই কুমলাই নদীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই কর্তৃপক্ষের। নদীর বর্তমান অবস্থা দেখলে মনে হবে না এটা নদী। পরিবেশ প্রেমীদের আশঙ্কা নদী গতিপথও পাল্টে যেতে পারে। পুর প্রশাসক মন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং বলেন, আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা পুরসভার নিজস্ব ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই। খুব দ্রুত ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যা মিটে যাবে। আর শুধু পুরসভার দোষ দিলে হবে না। পুরবাসীকেও সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। সবাই এক হয়ে কাজ করলে আমার মনে হয় কুমলাই নদী আবার আগের জায়গাতে ফিরে আসবে।

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with the Republic Day Celebration, **2025 on 26.01.2025** at Red Road, Kolkata (Primary Internet Feed) **[Job No: KIT/RW/083 of 24-25]**" e-TENDER No. **WBPWD/EEKIT/E-NIT-257/T/24-25** Tender ID: **2025_WBPWD_801285_1** Bid Submission Closing : **22.01.2025 up to 12.00 PM** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with the Republic Day Celebration, **2025 on 26.01.2025** at Red Road, Kolkata (Secondary Internet Feed) **[Job No: KIT/RW/084 of 24-25]**" e-TENDER No. **WBPWD/EEKIT/E-NIT-258/T/24-25** Tender ID: **2025_WBPWD_801308_1** Bid Submission Closing : **22.01.2025 up to 12.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৩.০১.২০২৫। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়র/হেড কোয়ার্টার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২৩০-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** এইএন/ডব্লু/I/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ডব্লু/শিয়ালদহ-এর অধীনে শিয়ালদহ-তে নতুন মহিলা আরপিএফ ব্যারাক (৪০ শয্যা বিশিষ্ট)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,২৭,৭৯,৯২৫.০৯ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,১৩,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২৩১-২৪-২৫। কাজের নামঃ** ঘোলসাপুর রেলওয়ে কলোনিতে– এসএসই/ডব্লু/নোয়াপাড়া এবং এইএন/ডব্লু/II/শিয়ালদহ-এর অধীনে সামগ্রিক মেরামতি, রঙীন চুনকাম, রঙকরণ ইত্যাদি এবং বিল্ডিং নং ৮, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৫৪-এর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত সানশেড, লিন্টেল, বীম, ভেন্টিলেটর, জাফন, দরজা ও জানালা, গ্রিল, ছাদের ছিদ্রযুক্ত উপরিতল মেরামতি, কোয়ার্টার নং ১০এ, ১০ডি, ১০এফ, ১০এইচ, ১/এফ, ৮/জি, ৮/এইচ, ৮/ডি, ১২/এইচ, ৩৬/এইচ, ১৯/এইচ, ১৯/সি, ৫/জি, ১৩/ডি, ৫০/ই, ৪৩/ডি, ২৬/এইচ, ১৪/সি, ২০/সি, ২/এ, ২৫/ডি, ১৪/এইচ, ১৫/এফ, ১৬/এফ, ১৬/এইচ ও ২৩/এ-এর সিলিং মেরামতি, চতুষ্পার্শ্বস্থ ড্রেন-এর উন্নয়ন, প্লিন্থ সুরক্ষা সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,১৫,৪১,২৯৪.১৮ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,৫৭,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২৩২-২৪-২৫। কাজের নামঃ** (১) শিয়ালদহ-তে– এইএন/ডব্লু/I/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ডব্লু/শিয়ালদহ-এর অধীনে কাইজার স্ট্রীটে ব্লক নং টি/৭৭, টি/৭৮, টি/৭৯ ও টি/৮৩ (টাইপ-III) (৪৮ ইউনিট)-এর জ্যাক আর্চ রুফ, আরসিসি রুফ ক্যান্টিলিভার বারান্দা ও ছাজ্জা-র মানোন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দরজা ও জানালা বদল, স্যানিটারি, প্লাম্বিং কাজ ও রাস্তার কাজ ইত্যাদি এবং (২) শিয়ালদহ-তে– এইএন/ডব্লু/I/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ডব্লু/শিয়ালদহ-এর অধীনে কাইজার স্ট্রীটে ৮ ইউনিট টাইপ-III কোয়ার্টারগুলি বদল। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,২৮,১৯,৫৬৯.৩২ টাকা। **বায়না মূল্য জমা** ঃ ৩,১৪,১০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০২.২০২৫ বেলা ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৭.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)।

(SDAH-322/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:–

1. NIT No.: **LTG/407/WD-20/BR-II/Z-I/24-25**
Name of the Work: **Installation of LED Signage Board at 2 no. Stand Bank Road Ward No. 20.** Estimated Amount: **₹2,60,450.84.** Earnest Money: **₹5,500.00**. Period of Completion: **15 days.**

2. NIT No.: **LTG/409/WD-20/BR-II/Z-I/24-25**
Name of the Work: **Installation of LED Signage Board at Ahiritola Ward No. 20.** Estimated Amount: **₹2,29,767.69.** Earnest Money: **₹5,000.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date of submission of bid:**27.01.2025 at 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 at 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid systems for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/565**
Name of the Work: **Urgent Restoration of Street Lighting System Damaged and Dashing by unknown Vehicle at different Places in Ward No.-74 under Br.-IX.** Estimated Amount: **₹1,18,196.26.** Earnest Money: **₹2,400.00**. Period of Completion: **07 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/567**
Name of the Work: **Shifting of Feeder Pillar Box Located at different Locations in Ward No.-74 under Br.-IX.** Estimated Amount: **₹1,98,236.74.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/588**
Name of the Work: **Improvement of Bustee Lighting System at Kalabagan Bustee, Motijheel Colony, Hut Road and different other areas in Ward No.-74 under Br.-IX.** Estimated Amount: **₹2,48,674.12.** Earnest Money: **₹5,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/713**
Name of the Work:**Supply and Fixing of LED Street Light Fittings for Harish Mukherjee Road from Suhasini Ganguly Crossing to Chandranath Chatterjee Crossing in Ward No.-71 under Br.-IX.** Estimated Amount: **₹4,93,049.68.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/708**
Name of the Work:**Installation of Bustee Lighting System at M.M. Ali Road Bustee, B.K. Road Bustee & other Bustee areas in Ward No.-77.** Estimated Amount: **₹2,48,637.76.** Earnest Money: **₹5,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

6. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/717**
Name of the Work:**Installation of Lighting System at 37, Bediadanga Masjid Bari by Lane in Ward No.-67, under Br-VII.** Estimated Amount: **₹2,16,766.30.** Earnest Money: **₹4,400.00**. Period of Completion: **10 days.**

7. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/716**
Name of the Work: **Improvement and Repairing Lighting System at Bediadanga Masjid Bari by Lane & Masjid Bari Lane in Ward No.-67.** Estimated Amount: **₹2,03,555.40.** Earnest Money: **₹4,200.00**. Period of Completion: **10 days.**

8. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/715**
Name of the Work: **Supply and Delivery of LED Street Light Fittings at Camac Street & Ho-Chi-Min Sarani in Ward No.-63, under Br-VII.** Estimated Amount: **₹3,25,510.00.** Earnest Money: **₹6,600.00**. Period of Completion: **30 days.**

9. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/714**
Name of the Work: **Supply and Delivery of LED Street Light Fittings at Shekespear Sarani & Hungerford Street in Ward No.-63, Br-VII.** Estimated Amount: **₹3,56,512.00.** Earnest Money: **₹7,200.00** (L.S). Period of Completion: **30 days.**

10. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/719**
Name of the Work:**Miscellaneous Repairing and Replacement of Lighting System at 1, Topsia Road (South), THBG in Ward No.-59, Br-VII.** Estimated Amount: **₹4,16,446.45.** Earnest Money: **₹8,400.00**. Period of Completion: **30 days.**

11. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/720**
Name of the Work:**Replacement of Unserviceable Street Light and Decorative Light Fittings including Allied Works at Mohar Kunja in Ward No.-63, Br-VII.** Estimated Amount: **₹2,94,624.92.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **25.01.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5), **22.01.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 6 to 9) & **24.01.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 10 & 11). Tender (Technical) Opening date: **25.01.2025 at 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5), **22.01.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 6 to 9) & **24.01.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 10 & 11). The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 from 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5), **14.01.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 6 to 9) & **15.01.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 10 & 11). The Website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 11).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part bid systems for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/269/24-25/PD**
Name of the Work: **Supplying and Delivery LED Fittings at Kanungo Park, Garia Park etc. areas in Ward No.-110, Br-XI.** Estimated Amount: **₹2,97,832.80.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **10 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/264/24-25**
Name of the Work: **Improvement of Street Lighting System at Kundu Bustee and Das Para Bustee surrounding areas in Ward No.-102, Br.-XII.** Estimated Amount: **₹2,93,276.67.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date and time of Completion of bid: **24.01.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1) & **24.01.2025 up to 6.00 p.m.** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 from 12.00 noon** (for Sl. No. 1) & **14.01.2025, 6.00 p.m.** (for Sl. No. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting/Crematorium Deptt., KMC** invites e-tender online in two bid systems for the following work:–

NIT No.: **KMC/LTG/CRM/71/SBG/24-25**
Name of the Work: **Construction of Brick Build Chimney Connecting with the Newly Constructed Furnaces at Sirity Burning Ghat.** Estimated Amount: **OPEN QUOTATION.** Earnest Money (Lump Sum): **₹10,000.00**. Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid:**25.01.2025 at 5.00 p.m.** The bid form and other details are available on and from **17.01.2025 at 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

1235/24-25

টলি-বলি

বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'হাউসফুল ৫' ছবিতে দেখা যাবে

দীর্ঘদিন পর আবার বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরি। তাঁকে বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'হাউসফুল ৫' ছবিতে দেখা যাবে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী আইটেম নাচ নিয়ে কথা বলেছেন।

২০১১ সালে 'রকস্টার' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল নার্গিসের। ইমতিয়াজ আলী পরিচালিত এই রোমান্টিক ড্রামা ছবির নায়ক ছিলেন রণবীর কাপুর। নার্গিসকে এরপর 'মাদ্রাজ ক্যাফে', 'ম্যায় তেরা হিরো' সহ কয়েকটি হিট ছবিতে দেখা গিয়েছিল। মাঝে দীর্ঘ সময় বিনোদন দুনিয়া থেকে একরকম গায়েব ছিলেন নার্গিস। ইন্ডাস্ট্রি থেকে এত দিন দূরে থাকার প্রশ্নে অভিনেত্রী বলেন, 'আমার সঙ্গে অনেক কিছু ঘটেছে, তাই আমি বলিউড থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলাম। আমি এখানে ফিরতে চাইছিলাম না। আর এ বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই না।' নার্গিস এই সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, 'ইন্ডাস্ট্রির সব মানুষ এ রকমই নয়। আমি বেশ কিছু ভালো মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি।

আমি আজও তাঁদের প্রশংসা করি।'বেশ কিছু ছবিতে আইটেম নাচ করতে দেখা গেছে মার্কিন অভিনেত্রী নার্গিসকে। ক্যারিয়ারের শুরুতে হিন্দি ভাষা, বলিউড ছবির ধরনকিছুই তিনি বুঝতেন না। আইটেম গানের প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'আমার কাছে তখন আইটেম গান নতুন এক জিনিস ছিল।

পরে আমি বুঝেছিলাম, মানুষ এটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন।'নার্গিস এ প্রসঙ্গে আরও

বলেন, 'আমি শহীদের সঙ্গে ''ফাটা পোস্টার নিকলা হিরো, ''ম্যায় তেরা হিরো ছবিতে আইটেম নাচ করেছি। আমার কাছে তখন আইটেম ড্যান্স শব্দটা নতুন ছিল।

কেউ যখন বলত, ওই মেয়েটা আইটেম নাচ করছে, তখন তা ভালোভাবে নেওয়া হতো না। হিন্দি ভাষার মতোই বলিউডের নাচ-গান তখন আমার কাছে এলিয়নের মতো ছিল।' নার্গিস আইটেম নাচকে ঘিরে অবাক করার মতো এক মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'আইটেম নাচে অনেক সময় অভিনেত্রীদের আবেদনময়ী ভাবে হাজির হওয়ার কথা বলা হতো। একই সঙ্গে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হতো, আমরা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যাই। আমার জন্য শুরুর দিকে এসব করা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু পরে আর অসুবিধা হতো না। আইটেম নাচের জন্য সেটে কিছু মানুষকে নিযুক্ত করা হতো।

আসলে মুম্বাইয়ের কাজের ধরন অন্য অনেক জায়গা থেকে অনেকটাই আলাদা।'

হেমলক সোসাইটি'র সিকুয়েলে মিমি নন থাকবেন কৌশানী

টানা কাজ করতে পছন্দ করেন পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা সৃজিত মুখার্জি। গত বছরের দুর্গাপূজায় দেবকে নিয়ে 'টেক্কা' বানিয়েছিলেন তিনি। চলতি মাসেই আবার মুক্তি পাবে নতুন সিনেমা 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'। এরপর আছে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। আর তারই মধ্যে শোনা গিয়েছিল 'হেমলক সোসাইটি'র সিকুয়েলের কথা। সেই ছবির নিয়েই বেধেছে বিপত্তি। ২০১২ সালে মুক্তির পর সৃজিতের 'হেমলক সোসাইটি' আলোচিত হয়েছিল। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও কোয়েল মল্লিক। কয়েক মাস ধরেই ছবিটির সিকুয়েল নিয়ে চর্চা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি এই সিনেমা নায়িকা নিয়ে গোল বাধে। শুরু থেকেই ছবিটিতে নায়িকার চরিত্রে মিমি চক্রবর্তীকে ভেবে রেখেছিলেন নির্মাতা সৃজিত। চিত্রনাট্য পড়ে মিমিও খুব রোমাঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু ঝামেলা বাধে সিনেমার চুমুর দৃশ্য নিয়ে। চিত্রনাট্য পছন্দ করলেও পর্দায় চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করতে রাজি ছিলেন না অভিনেত্রী। মাস খানেকের মতো সময় পেরিয়ে গেলেও মিমি ছবিটি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি। সৃজিত তখন নায়িকার চরিত্রে মিমির বদলে কৌশানী মুখার্জিকে চূড়ান্ত করেন। অন্যদিকে সেই সময়ই নাকি মিমি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন এই ছবির জন্য। কিন্তু কৌশানীকে সৃজিত বেছে ফেলায় সেটা আর হয়নি। চুম্বনদৃশ্য থাকার কারণে মিমি সৃজিতের সিনেমা ফিরিয়ে দিয়েছেন, এমন খবর প্রকাশের পর অন্তর্জালে বিস্তর চর্চা হয়েছে।

অভিনেত্রীর ভক্ত-অনুরাগীরা কার্যত দুই দলে ভাগ হয়ে মিমির সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে মত দিয়েছেন। নতুন খবর, শেষ পর্যন্ত কৌশানীই থাকছেন ছবির নায়িকা। সৃজিতের নতুন এ ছবির নাম ঠিক হয়েছে 'কিলবিল সোসাইটি'। প্রথম কিস্তির মতো এ ছবিতেও নায়ক পরমব্রত। এই প্রথম পর্দায় জুটি হবেন পরম ও কৌশানী। আগামী মাস থেকেই কলকাতায় শুরু হবে 'কিলবিল সোসাইটি'র শুটিং। গত বছর দুর্গাপূজায় 'বহুরূপী' সিনেমার কল্যাণে কৌশানীর ক্যারিয়ার বলা যায় নতুন করে শুরু হয়েছে। এ ছবিতে কৌশানীর অভিনয়, নাচ মুগ্ধ করেছে দর্শককে। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত সিনেমাটি ব্লকবাস্টার হিট হয়।

প্রয়াগে মানুষের ভিড় এবার সব ইতিহাস ভেঙে দিতে চলেছে

সমীর দাসঃ সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রয়াগ এতো মানুষ কখনো দেখে নি, যা এবার দেখতে চলেছে। প্রশাসনের ধারণা, দেড় মাসে ৪০ কোটির বেশি পুণ্যার্থীর পা পড়বে প্রয়াগরাজ। কিন্তু প্রথম দিনেই মনে হচ্ছে ৪০ কোটি ছাড়িয়ে আরও অনেকটা এগোবে - যা একটা ইতিহাস তৈরী হতে চলেছে প্রয়াগে। হোটেলে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাড়তি ট্রেন দিয়েও ভিড় সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। ফ্লাইট বুকিং লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসছেন প্রয়াগরাজে। মহাকুম্ভ মেলায় পৌঁছতে আকাশপথকে বেছে নিচ্ছেন অনেক যাত্রী। -র গ্রুপ সিইও অলোক বাজপেয়ী বলেন, ''প্রয়াগরাজে এবার ২০টি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বিমান পৌঁছে যাচ্ছে। আগের কুম্ভমেলায় শুধু দিল্লি থেকে সরাসরি প্রয়াগরাজে আসার সুবিধা ছিল। এবার তাই বিমানে করে প্রয়াগরাজে আসা পুণ্যার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। গতবছরের এই সময়ের চেয়ে তাই প্রয়াগরাজে আসার জন্য বিমান বুকিংয়ের সংখ্যা ১৬২ শতাংশ বেড়েছে। বিমান বন্দর সূত্রে জানা গেছে, প্রয়াগরাজের নিকটবর্তী বারণসী এবং লখনউ বিমানবন্দরেও যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। বারাণসীতে বিমান বুকিং বেড়েছে ১২৭ শতাংশ। আর লখনউয়ে বেড়েছে ৪২ শতাংশ। ৩০ দিন আগে বিমান বুকিং করলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রয়াগরাজে আসতে গড়ে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা লাগছে। তবে বিমানের সংখ্যার তুলনায় টিকিটের চাহিদা বেশি থাকায় ভোপাল থেকে সরাসরি প্রয়াগরাজে আসার টিকিটের দাম ১৭ হাজার টাকাও পড়ছে। আবার যে দিনগুলিতে পুণ্যস্নান পড়েছে, সেইসময় টিকিটের দাম অনেকটাই বেশি। যেমন, ২৭ জানুয়ারি মুম্বই থেকে প্রয়াগরাজে আসতে বিমানভাড়া পড়ছে ২৭ হাজার টাকা। মেক মাই ট্রিপের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও গ্রুপ সিইও রাজেশ মাগো বলেন, ''সবচেয়ে বেশি বিমান বুকিং হয়েছে মহাকুম্ভ মেলার সূচনা ও সমাপ্তির সময়। ইজ মাই ট্রিপের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রিকান্ত পিট্টি বলেন, ''দেশ এবং বিদেশ থেকে বুকিং করা হচ্ছে। গ্রুপ বুকিংও করা হচ্ছে। শুধু ৫০ কিংবা তাঁর বেশি বয়সী নাগরিকরা নন, কমবয়সীরা মহাকুম্ভ নিয়ে উৎসাহিত। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব টুর অপারেটর্সের সভাপতি রাজীব মেহরা বলেন, গতবারের থেকে এবার বিদেশি পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেশি।

চালানো হবে কুম্ভ স্পেশাল ট্রেন

গোরক্ষপুর, ১৫ জানুয়ারিঃ গোরক্ষপুর মহাকুম্ভ-২০২৫-এর শুভ উপলক্ষে, গোরক্ষপুর-ঝুসি-গোরখপুর সেকশনে ০১ জোড়া কুম্ভ স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। গোরক্ষপুর, ১৫ জানুয়ারী, ২০২৫ঃ মহাকুম্ভ-২০২৫ উপলক্ষে, রেলওয়ে প্রশাসন ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩ এবং ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে ০৫১০৪০৫১০৩ গোরক্ষপুর-ঝুসি-গোরক্ষপুর কুম্ভ স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা শুরু করেছে। তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য। ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে ঝুসি থেকে এবং ঝুসি পর্যন্ত ৬টি রাউন্ডের জন্য এটি নিম্নরূপ করা হবে। ০৫১০৪ গোরখপুর-ঝুসি কুম্ভ স্পেশাল ট্রেনটি ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩ এবং ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে গোরখপুর থেকে রাত ৮.৩০ মিনিটে, চৌরি চৌরা থেকে রাত ৯.১০ মিনিটে, গৌরী বাজার থেকে রাত ৯.২৬ মিনিটে, দেওরিয়া সদর থেকে রাত ৯.০০ মিনিটে ছাড়বে। , ভাটনি থেকে ২২.২৮ ঘন্টায়, সালেমপুর থেকে ২২.৫০ ঘন্টায়, বেলথরা রোড থেকে ২৩.১৫ ঘন্টায়, পরের দিন মাউ থেকে ০০.০৫ ঘন্টায়, আউন্ডিহার থেকে ০১.০৬ ঘন্টায়, বারাণসী শহর থেকে ০২.১০ ঘন্টায়, বারাণসী জংশন।

এটি ০২.৩০ মিনিটে, বেনারস থেকে ০২.৫০ মিনিটে, মাধো সিং থেকে ০৩.৩৫ মিনিটে, জ্ঞানপুর রোড থেকে ০৩.৫৭ মিনিটে, হান্ডিয়া খাস থেকে ০৪.২৭ মিনিটে এবং ০৫.০০ মিনিটে ঝুনসি পৌঁছাবে। ০৫১০৩ ঝুসি-গোরখপুর কুম্ভ স্পেশাল ট্রেনটি ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে ঝুসি থেকে ০৭.৪৫ মিনিটে ছেড়ে হান্ডিয়া খাস, ০৮.২৮ মিনিটে জ্ঞানপুর রোড, ০৮.৫১ মিনিটে মাধো সিং এবং ০৯.০৫ মিনিটে বেনারসে পৌঁছাবে। ০৯.৫৫ মিনিটে, বারাণসী জংশন। সকাল ১০.২০ টা থেকে, বারাণসী শহর থেকে সকাল ১১.০০ টায়, আউরিহার থেকে সকাল ১১.৪০ টায়, মাউ থেকে দুপুর ১২.৫০ টায়, বেলথরা রোড থেকে দুপুর ১৩.৩১ টায়, সালেমপুর থেকে দুপুর ১৩.৫২ টায়, ভাটনি থেকে দুপুর ১৪.২২ টায়, দেওরিয়া সদর থেকে দুপুর ১৪.৫৫ টায়, গৌরী বাজার দুপুর ৩.৩০ মিনিটে এবং চৌরি।

এটি চৌরা থেকে ১৫.৪৬ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং গোরক্ষপুরে ১৬.২৫ মিনিটে পৌঁছাবে।

এই ট্রেনে মোট ২০টি এলএইচবি কোচ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০১টি এল.এস.এল.আর.ডি., ০৭টি স্লিপার ক্লাস, ০৪টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস এবং ০৭টি এসি থার্ড ইকোনমি ক্লাস কোচ। কোচ প্রদান করা হবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর হাতে ডিসেম্বর২৪-এ আটক ০৪ জন দালাল

১.১৫ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার

মালিগাঁও, ১৫ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) গত মাসে এই জোনের মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে রেল টিকিট বিক্রির অভিযোগে ০৪ জন দালালকে আটক করেছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ বিভিন্ন স্থানে অভিযানের সময় ১.১৫ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের ৪৫টি(০৬-লাইভ এবং ৩৯-ব্যবহৃত)রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। রেলওয়ে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে গ্রেপ্তারকৃত দালালদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের একটি সাম্প্রতিক ঘটনায়, কাটিহারের আরপিএফ সিআইবি টিম এবং পূর্ণিয়ার আরপিএফ টিম যৌথভাবে বিহারের পুরানগঞ্জে অবস্থিত 'গালিব কম্পিউটারস'-এ তল্লাশি অভিযান চালায়। অভিযানের সময় টিমটি প্রায় ৪৭,৯২৮.৩০ টাকা মূল্যের ২০টি ই-টিকিট (০১টি লাইভ এবং ১৯টি ব্যবহৃত) উদ্ধার করে এবং এই ঘটনায় একজন দালালকে আটক করে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ণিয়া আরপিএফ পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের আরেকটি অভিযানে, আরপিএফলামডিঙের সিআইবি টিম এবং নিউ হাফলঙের আরপিএফ টিম এক দালালকে আটক করে এবং প্রায় ২৫৩০ টাকা মূল্যের একটি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিউ হাফলঙের আরপিএফ পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ কড়া নজরদারি রাখে। ট্রেনে যাত্রার সময় যাতে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়, তার জন্য যাত্রীদের উপযুক্ত টিকিটের সাথে ভ্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

পূর্ণার্থীরা গঙ্গায় মকর সংক্রান্তির স্নানে মেতেছেন, পুলিশি কড়া নজরদারী

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারিঃ বুধবার ভোর থেকেই পূর্নার্থীরা মেতে উঠেছে গঙ্গাসাগর মেলায় স্নান ও পুজোর উদ্দেশ্যে। মেলায় সমবেত হয়েছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ভক্তরা ও নাগা সন্ন্যাসীও সন্ন্যাসীনিরা, কয়েকদিন ধরে মেলায় ভক্তদের আনাগোনা ও ভীর। বিভিন্ন দেশ থেকে দর্শনার্থীরা কলকাতার আউটটাম ঘাট থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় উপস্থিত হচ্ছেন, আবার কেউ কেউ সরাসরি গঙ্গাসাগর মেলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, কোন কোন দর্শনার্থী আগেই গঙ্গা স্নান সেরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন আবার বহু দর্শনার্থী মকর সংক্রান্তির দিনে স্নান করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। মকর সংক্রান্তির দিন ভোর থেকেই শুরু হয়েছে স্নান।মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় প্রতিবছরের মতো এ বছরও গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন করেছেন এবং দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রেখেছেন, প্রত্যেক দর্শনার্থী থেকে শুরু করে মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার ইন্সুরেন্স ব্যবস্থা করেছেন , তাহাতে কাহারো কোন কিছু হলে সরকারের তরফ থেকে সাহায্য পায়, এছাড়াও পরিবহন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক বিভাগ, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, স্বাস্থ্য বিভাগ, দুর্যোগ মোকাবিলা টিম, ফায়ার ব্রিগেড সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা রেখেছেন, এমনকি এম্বুলেন্সও, যাহাতে কেউ অসুস্থ হলে সাথে সাথে তার চিকিৎসার জন্য সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পায়। এই মেলার আয়োজন ৮ই জানুয়ারি থেকে ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত, সকল পূর্ণত্বিকা কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ভিড় জমাতে থাকেন। মাঝে মাঝেই মাইকিং এর মাধ্যমে প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কবার্তা দেন, কেউ বেশিদূর জলে যেন না নেমে স্নান করেন, এমনকি ইনভেস্টিগেশন টীম পর্যন্ত মাঝেমধ্যেই কুকুর নিয়ে পরিদর্শনে নামছেন, এছাড়াও সকল দর্শনার্থীদের মাইকিং এর মাধ্যমে সতর্ক করে দিচ্ছেন তাদের জিনিসপত্র নিজেদের দায়িত্বে রাখার জন্য , কারণ চুরি হতে পারে, কয়েকজনের জিনিসপত্র চুরি হওয়ার ফলে আরও সতর্কবার্তা দিচ্ছেন প্রশাসনের তরফ থেকে। সিসিটিভি বসানো থাকলেও মাঝেমধ্যেই দর্শনার্থীদে জিনিস চুরি হচ্ছে বলে জানান। দর্শনার্থীরা গঙ্গায় স্নান সেরে সূর্য দেবতা ও গবাদিকে পুজো দিয়ে নিজেদের মঙ্গল কামনা জানান, কিন্তু এই বছর কুম্ভ মেলা পড়ে যাওয়ায় কিছুটা দর্শনার্থীর হার কম, আবার অনেকেই গঙ্গাস্নান সেরে বিভিন্ন মন্দিরে পূজো দিয়ে, কুম্ভ মেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন।

Name Change

I, Marjina Bibi (Old Name) C/o Sk. Aktar Ahmed Residing at Uttar Roypur, Kalim Beria, B.B Chatterjee Road, Budge Budge, Kolkata - 700137 West Bengal India shall henceforth be known as Morjina Bibi (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Alipore vide affidavit no 3988 Date 14-01-2025. Marjina Bibi (Old Name) and Morjina Bibi (New Name)both as same and one identical person.

Name Change

I, Chirasree Datta D/o Amal Bikash Dutta Residing at A-9/2 Satyen Park, P.o - Joka, P.s - Haridevpur, Kolkata - 700104 West Bengal India shall henceforth be known as Chirasree Sarkar. I declare that Chirasree Datta and Chirasree Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 15-01-2025

Name Change

I, Senehera Khatun (Old Name) W/o Md. Abdul Salam Residing at Vill - Dakshin Madhusudanpur, P.o - Malaya, P.s - Dhola, District - 24 Pgs(S), Pin - 743399 West Bengal India shall henceforth be known as Senehera Khatun Bibi (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Alipore vide affidavit no 3989 Date 14-01-2025. Senehera Khatun (Old Name) and Senehera Khatun Bibi (New Name)both as same and one identical person.

Name Change

I, GOUTAM KUMAR BAGCHI (Old Name) S/O Late PRITHWIS BAGCHI Residing at 1849, Rajdanga Main Road, Block-FC-37, P.O.-E.K.T.P., P.S.-Kasba, District - Kolkata, Pin - 700107, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as GOUTAM BAGCHI (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 14-01-2025. GOUTAM KUMAR BAGCHI (Old Name) and GOUTAM BAGCHI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SANJAY PODDAR (Old Name) S/O JUGAL KISHORE PODDAR Residing at Shankhmani Swara,Flat-9B, 9th Floor,Block-1, P.S.-Haridevpur, District - Kolkata, Pin - 700082, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SANJAY KUMAR PODDAR (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 14-01-2025. SANJAY PODDAR (Old Name) and SANJAY KUMAR PODDAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, BARAKAT GOLDER (Old Name) S/O JINNAT ALI GOLDAR Residing at Panapukur, P.O.-Chandpur, P.S.-Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BARKAT ALI GOLDER (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 14-01-2025. BARAKAT GOLDER (Old Name) and BARKAT ALI GOLDER (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, AKABAR ALI (Old Name) S/O ALI AHAMMAD Residing at Vill-Dugdia, P.O.&P.S.-Sasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AKBAR ALI (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 14-01-2025. AKABAR ALI (Old Name) and AKBAR ALI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I(MD. SAKIL ANSARI) S/O (ABDUL RAUF ANSARI) Residing at (HORER DANGA SHOLAPUKUR BURDWAN) shall henceforth be known as (MD. SHAKIL ANSARI) as declared before the Notary Public. District: (PURBA BARDHAMAN/State:-WEST BENGAL) vide affidavit no. 1588 Dated 15-01-2025.(MD. SAKIL ANSARI) and (MD. SHAKIL ANSARI) both are same and identical person.

Name Change

I(RUKSANA KHATUN ANSARI) D/O (MOHAMMAD ILYAF ANSARI) Residing at (HORER DANGA SHOLAPUKUR BURDWAN) shall henceforth be known as (ROKSANA KHATOON) as declared before the Notary Public. District: (PURBA BARDHAMAN/State:-WEST BENGAL) vide affidavit No 1588 dated 15-01-2025.(RUKSANA KHATUN ANSARI) and (ROKSANA KHATOON) both are same and identical person.

Name Change

I, MD MINARUL ISLAM (Old Name) S/o- MD KHAIR SK, Residing at, Vill- Kashiadanga, Post- Mahisasthali, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MINARUL ISLAM To MINARUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MINARUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Jan 2025, MINARUL ISLAM and MD MINARUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change

I, SUBOL BISWAS (Old Name) S/o- MALIN CHANDRA BISWAS, Residing at, Vill- Uttarpara Mahishbathan, Post- Mahishbathan, Ps- Karimpur, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUBOL BISWAS To SUBAL BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUBAL BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 14 Jan 2025, SUBAL BISWAS and SUBOL BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, Gulnaj Parween (old name) wife of Badruddin Shekh, residing at NEAMATPUR G.T ROAD, SITARAMPUR, P.S KULTI, PASCHIM BARDHAMAN-713359, West Bengal, India, shall henceforth be known as Gulnaz Bano (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Gulnaz Bano (new name) and Gulnaj Parween (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Kanhailal Agarwal S/o Late Mangtu Ram Agarwal Residing at 114, Nandan Nagar, P.o+P.s - Belghoria, District - 24 Pgs(N), Pin- 700083 West Bengal India shall henceforth be known as Kanhaiya Lal Agarwal. I declare that Kanhailal Agarwal and Kanhaiya Lal Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-01-2025.

Name Change

I, Uttam Kumar Paul S/o Late Amulya Ratan Paul Residing at 20, Bakshipally (Bidhanpally), Ideal Apartment, Flat no. A1, 1st Floor, P.o - Garia, P.s - Banssroni, District - 24 Pgs (S), Pin- 700084 West Bengal India shall henceforth be known as Uttam Paul. I declare that Uttam Kumar Paul and Uttam Paul is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-01-2025.

Name Change

I, Kahar Molla (old name) son of Deloar Molla, residing at Vill.- Paschim Jouthia, P.O.- Baisha, Baruipur, Pin- 743338, West Bengal, India, shall henceforth be known as Abdul Kahar Molla (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 15/01/2025. Abdul Kahar Molla (new name) and Kahar Molla (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Routh (old name) son of Late Abani Mohan Routh, residing at 56/1A, Siddhinath Chatterjee Road, Behala, Kolkata- 700034, West Bengal, India, shall henceforth be known as Swapan Kumar Routh (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 15/01/2025. Swapan Kumar Routh (new name) and Swapan Routh (old name) both are the same and one identical person

Name Change

I, Amin Ali (old name) son of Umed Ali Sekh, residing at Bhabagachhi, Dogachhia, P.S.- Naihati, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743130, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Amin Ali Sekh (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore on 14/01/2025. Amin Ali Sekh (new name) and Amin Ali (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I,JIARUL SHA (OLD NAME),S/O LATE SUKHLAL SHA,RESIDENT OF VILL & PO - BHATAKUL,PS -BHATAR, DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713125,WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JIYARUL SHA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/01/2025. JIARUL SHA (OLD NAME) AND JIYARUL SHA (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, A. HUSSAIN,SON OF MD. FAROOQUE, RESIDING AT 3, KUSTIA MASJID BARI LANE, P.O & P.S- TILJALA, KOLKATA-700039,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFZAL HUSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 15/01/2025.THAT A. HUSSAIN AND AFZAL HUSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SK MOKARAM HOSSAIN,SON OF LATE GOLAM TAHUR SK, RESIDING AT 9E/1, 1ST FLOOR , TOPSIA 2ND LANE, P.O & P.S- TILJALA, KOLKATA-700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. MUKARROM HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 15/01/2025.THAT SK MOKARAM HOSSAIN AND MD. MUKARROM HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SHADAB AKHTER, RESIDING AT 34 HARIN BARI LANE, PS-BOWBAZAR, KOLKATA-700073, WEST BENGAL, DO HEREBY NOTIFIED THAT MY FATHER ATIQUR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATIQUR RAHMAN VIDE AN AFFIDAVIT 0327 SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 13/01/2025.THAT ATIQUR AND ATIQUR RAHMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,FARIDA SHAKIL,WIFE OF SHAKIL AKHTER, RESIDING AT 2 DEBENDRA MULLICK STREET, KOLKATA-700073,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARIDA BANO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 15/01/2025,THAT FARIDA SHAKIL AND FARIDA BANO BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, S Mukherjee (old name as per DL NO WB01 19870605926) son of Arun Mukherjee, residing at 46/1, Amherst Street, Raja Rammohan Sarani, Kolkata- 700009, West Bengal, India, shall henceforth be known as Santanu Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before the Ld 1st class judicial magistrate at Alipore Kolkata and one identical person.

Name Change

I,ABDUL KAYUM MONDAL,S/O ABUL HASEM MONDAL, RESIDING AT VILL - KHAGRADANGA, PO - DUTTAPULIA, PS - GANGNAPUR, RANAGHAT - 742504, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL KAIYUM MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT ABDUL KAYUM MONDAL AND ABDUL KAIYUM MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

দলীয় নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে জেলা বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৫ জানুয়ারি ঃ পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, ধৃত ওই অভিযুক্ত বিজেপি জেলা নেতার নাম নবীন চক্রবর্তী। তার বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার রামসীতাপাড়া এলাকায়। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার সকালে অভিযুক্তকে নবদ্বীপ শহরের রামসীতাপাড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর ধৃত জেলা বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টা, মারধর, খুনের হুমকি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে বুধবার দুপুরে পেশ করা হয় নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। সেখানে এক আইনজীবীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সাওয়াল জবাব না হওয়ায় অভিযুক্তকে ১৪ দিনের যে হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, গত ১২ জানুয়ারি নবদ্বীপ শহরের উপকণ্ঠে বিজেপি নদীয়া সাংগঠনিক জেলা দক্ষিণের সহ- সভাপতি নবীন চক্রবর্তী দলীয় ওই নেত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদ করলে ওই নেত্রীকে মারধর ও খুনের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। প্রতিকার পেতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা ওই মহিলা নেত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার সকালে নবদ্বীপ শহরের রামসীতাপাড়ার বাড়ি থেকে অভিযুক্ত জেলা বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই বিষয়ে ধৃত অভিযুক্ত নবীন চক্রবর্তী বলেন, ভালো মানুষের জন্য রাজনীতি নয়। ধৃত জেলা নেতার অভিযোগ তাকে চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। অপরদিকে নবদ্বীপ পুরসভার পুরপিতা তথা নদীয়া জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান, কি অভিযোগ আমার জানা নেই। তবে এটা বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয়। বিমানবাবু জানান, আমরা মহিলাদের সম্মান করি। সমাজের স্বার্থে সবাইকে ভালোভাবে চলার নিদান দেন তৃণমূল নেতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। বিমানবাবুর আরও অভিযোগ বিজেপি কোনও দলই নয়। বিজিপি মানেই উশৃংখলতা। বিজেপি কোনও গণতান্ত্রিক দলই নয়। অপরদিকে জেলা বিজেপি নেতার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে জেলা থেকে স্থানীয় এই বিষয়ে নেতৃত্বের কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মহানন্দা নদীর চরে লাগাতার অভিযান পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে বেআইনিভাবে বালি পাথর পরিবহন চলবে না। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে রাতের ঘুম উড়েছে পুলিশ প্রশাসনের। তৎপর রাজ্য পুলিশ। অন্যান্য স্থানের মত বেআইনিভাবে বালি পাথর নদী থেকে তোলা হচ্ছে কিনা তা দেখতে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানা এলাকার মহানন্দা নদীর চরে লাগাতার অভিযান চালায় প্রধান নগর থানার পুলিশ। বেআইনিভাবে বালি পাথর পরিবহনের কারবার চলছে কিনা তা দেখতেই এই অভিযানে সামিল হয় শিলিগুড়ি প্রধান নগর থানা। আর ঠিক সেই সময় গতকাল সকালে পুলিশের চোখে ধরা পড়ে যায় দমরা গ্রাম এলাকায় ট্রাক্টরে পরিবহন করা হচ্ছে বালি। তৎক্ষণাৎ ওই ট্রাক্টরটি আটক করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় ট্রাক্টর এর চালককে। ধৃতের নাম অভয় ওড়াও। অপরদিকে গতকাল রাতে গুপ্তা এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুটি ট্রাক্টর এবং একটি ট্রাক আটক করে প্রধান নগর থানার পুলিশ। ওই গাড়ির মালিক এবং চালকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অপরদিকে ধৃত অভয় ওড়াওকে বুধবার তোলা হয় শিলিগুড়ি আদালতে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন নিচে উল্লেখিত বিস্তারিত তথ্য অনুসারে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে খোলা টেন্ডারের আহ্বান করেছেন। **ক্রম. নং.; টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.; কাজের নাম;** (১); **ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৩-২৪-এসএল২২**; সাঁতরাগাছি: সিক লাইনে ৭৫০ভি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সহ অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য : ₹১,৪২,০৩,৬৫৩.০৪; ইএমডি:** ₹২,২১,০০০.০০; (২); **ইলেক্ট - সিএইচজি - ২৪ - ২৫ - ৬০বি - ২৩**; শালিমারে পুরোনো এআরএম ভবনে ৬০ শয্যা বিশিষ্ট সম্মিলিত রানিং রুমের জন্য বিদ্যুতের কাজ। **টেন্ডার মূল্য : ₹১,৪৬,৯২,২৪৯.৫৫; ইএমডি:** ₹২,২৩,৫০০.০০; (৩); **ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৪-২৫ডব্লিউসিডি-২৪**; "সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপোতে ডব্লিউসিডি১-এ ডব্লিউসিডি সংস্কার এবং পিট -এর ব্যবস্থা"-এর জন্য বিদ্যুতের কাজের অনুমান; **টেন্ডার মূল্য : ₹ ৪৭,৬০,০৫৭.৪৭; ইএমডি:** ₹৯৫,২০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৪-০২-২০২৫ তারিখ ১১:০০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের শুধুমাত্র অনলাইনে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য টেন্ডার সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। (PR-1015)

আইনি নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল মিতা পাল স্বামী সন্দীপ পাল, শালবনী, বাঁকুড়া ১১।১০।২০২৩ তারিখে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ২০৪৮৪১ / ২০২৩ নং কোবালা দলিল মূলে চিত্রা বিশ্বাস উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার নিবেদিতা বিশ্বাস এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১৯১৬ / ২০২৩ নং আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, মসলিয়া মৌজায় (জে.এল নং ৩৫) - ৪৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৫ নং দাগে ১০.৪৬ শতক শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
উকিল
জর্জ কোর্ট, বাঁকুড়া
Enrol. No. F/423/652/2017

দুই পাড়ার বোমাবাজি, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি ঃ পিকনিকে গিয়ে গ্রামের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত গলসি। চলে বোমাবাজি। ঘটনায় গ্রেপ্তার ২। গ্রাম্য বিবাদ থেকে ঘটনাটি ঘটেছে বলে অনুমান। বিষয়টিতে রাজনৈতিক যোগ আছে বলে ধারনা বিরোধীদের। ঘটনায় পর আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা। মঙ্গলবার পৌষ সংক্রান্তির উপলক্ষে উত্তরপাড়া ও দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দারা এলাকার গলিগ্রামের কাছে ডিভিসির সেচ ক্যানেলের পাড়ে বনভোজন করতে যায়। সেখানে মদ্যপান করেন অনেকেই। পিকনিক থেকে রাতে বাড়ি ফেরার সময় উত্তরপাড়ার এক ব্যক্তির টোটো রাস্তায় উলটে যায়। অভিযোগ, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপাড়ার লোকেরা একে অপরকে কটূক্তি ও গালাগালি করতে থাকেন। সেখান থেকে গ্রামে ফিরলে দক্ষিণপাড়ার লোকেদের সঙ্গে উত্তরপাড়ার বিবাদ বাধে। তা গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, এই সময় আচমকা তিনটি বোমা ফাটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পালিয়ে যায় বিবাদমান দুই গোষ্ঠী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করেন আধিকারিকরা। কয়েকমাস আগে গলসি রামপুর হাইস্কুলে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ দুই পাড়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। সেইসময় গ্রামের বাসিন্দারাই বিষয়টি মিটমাট করে দেন। তবে তারপরও দুপাড়ার মধ্যে বিদ্বেষ কমেনি। ওই আবহে একইদিনে পিকনিক করতে যান দুই পাড়ার বাসিন্দারা। অনুমান, আগের আক্রোশ থেকেই মঙ্গলবারের ঘটনা ঘটে। কিন্তু বোমা কোথা থেকে এল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তদন্তে পুলিশ।

কালিয়াচক কাণ্ডে দেড়দিনের মাথায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত হামজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জানুয়ারি ঃ কালিয়াচক কাণ্ডের দেড়দিনের মাথায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত জাকির শেখ ঘনিষ্ঠ হামজা। গোটা ঘটনায় তাঁর ঠিক কী ভূমিকা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে জেরা করলে একাধিক তথ্য মিলতে পারে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। এদিকে জাকির শেখ তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না বলেই দাবি জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সির। তাঁর কথায়, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে এই ঘটনা নয়। এক তৃণমূল নেতা হাসা শেখকে খুন ও অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় মঙ্গলবার সকাল থেকে উত্তাল মালদার কালিয়াচক। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান ছিল, রাজনৈতিক কারণে এই ঘটনা। পরবর্তীতে উঠে আসে পুরনো শত্রুতা, ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত অশান্তির তত্ত্ব। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে এই ঘটনা বলে দাবি করেন বিরোধীরা। এই সব নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝেই মঙ্গলবার আটক করা হয় ১০ জনকে। বুধবার কালিয়াচক কাণ্ডে প্রথম গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম হামজা। ধৃত যুবক জাকির শেখের ঘনিষ্ঠ ও তৃণমূলেরই কর্মী বলে খবর। এদিকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি। তাঁর দাবি, জাকির কংগ্রেস করত। কোনওদিনই তৃণমূলের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। তাঁর যুক্তি, জাকির দুষ্কৃতী হিসেবে এলাকায় পরিচিত, তাঁকে কেন দলে নেওয়া হবে? এই বিষয়ে এখনও কংগ্রেসের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উল্লেখ্য, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখের (যাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চলে অভিযোগ) সঙ্গে জাকির শেখে শত্রুতা কমপক্ষে ১০ বছরের। নেপথ্যে, এলাকা দখল। একাধিকবার তা বিরাট আকারও নিয়েছে। পরবর্তীতে রাজনীতিতে যোগ দেন বকুল। দিন পনেরো আগে জাকির তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল।

জাতীয় সড়কের উপর সেতুতে ফাটল, যাত্রী দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৫ জানুয়ারি ঃ নলহাটিতে জাতীয় সড়কের উপর সেতুতে ফাটল, রাতভোর যাত্রীদের দুর্ভোগ নাকাল। যানজট এড়াতে জাতীয় সড়কে ওয়ানওয়ে করা হয়েছে। ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নাকপুর চেকপোস্ট মোরগ্রামের মাঝে গম্ভীরা ব্রীজে ফের ফাটল দেখা দেওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য। জাতীয় সড়কের বিভাগীয় বাস্তুকার ভি কে সিং জানান, কাজ চলছে। শীঘ্র যান চলাচল স্বাভাবিক হবে। রাণীগঞ্জ মোরগ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর সেতুটি নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের অধীন। এব্যাপারে নলহাটি দুই ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজত রঞ্জন দাস বলেন, জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে রয়েছি। সেতু নিয়ে কথা বলবো। প্রসঙ্গত, ১৫ জানুয়ারি বুধবার নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নাকপুর চেকপোস্ট মোরগ্রামের মাঝে গম্ভীরা ব্রীজে ফের ফাটল দেখা দেয়। বারবার সংস্কার হলেও ফাটল দেখা দিচ্ছে এই বীরভূম মুর্শিদাবাদ সংযোগকারী ব্রিজের মাঝে। ফলে দুর্ভোগকে পড়ছেন নিত্য যাত্রী থেকে দূর দূরান্তের গাড়ি চালকরা। দ্রুত সংস্কার হবে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে। নলহাটি থানার পক্ষ থেকে যান চলাচল ওয়ানওয়ে করে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। বুধবার বেলা দশটা নাগাদ এই যানজট চরমে ওঠে। এ বিষয়ে গাড়ি চালক থেকে এলাকাবাসীদের দুর্ভোগ বাড়ে। এলাকার বাসিন্দা নিয়ামত সেখ বলেন, এই সেতুর উপর বার বার রাস্তা থেকে বড়ো চাঙর ভেঙে রড বের হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় সড়কের বেহাল দশা নিয়ে কেন্দ্র সরকারের আরও সচেষ্ট হওয়া উচিত। গাড়ির চালক মেহেদী মাসুদ বলেন, মঙ্গলবার রাত থেকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। জ্যাম ছাড়ছে না। তবে ওয়ানওয়ে করে দেওয়ার ফলে কিছুটা সুবিধা হয়েছে। উল্লেখ্য, এলাকার সাংসদ শতাব্দী রায় সংসদে বহুবার জাতীয় সড়ক নিয়ে সরব হলেও, জাতীয় সড়কের স্বাস্থ্য ফেরে নি। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দফতর থেকে রাজ্য সরকারের কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে লরির ওভারলোডিংয়কে দায়ী করা হয়েছে। জাতীয় সড়কের বেহাল দশার কারণে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শতাধিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মৃত্যু হয়েছে ৪০ জনের বেশি মানুষের। দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে বাইক আরোহীদের সংখ্যাও কম নয়। ১৪ নম্বর জাতীয় সা।কের বেহাল দশা ও যানজটের বিষয় দু'টিকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখছেন জনসাধারণ। সংস্কারের অভাবে জাতীয় সড়কে যানজট কমার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ছে না। যাত্রাপথে সময়ও লাগছে প্রচুর।

তিন বছর চার মাসের শিশু কন্যা ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৫ জানুয়ারি ঃ ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডস এ নাম তুলে চমক কালনার শিশু কন্যারত্ন মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত পানবরেয়া গ্রামের তিন বছর চার মাসের শিশু কন্যা ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডস এ নাম তুলে চমক লাগিয়ে দিল। বিস্ময় এই বালিকার ঝুলিতে এত ছোট বয়সেই এলো সাফল্য। জানা গেছে কর্মসূত্রে তার বাবা- মা কালনায় থাকার কারণে সেও বর্তমানে কালনায় থাকে। ১ আগস্ট ২০২১ সালে জন্মগ্রহণ করে সারা মন্ডল। ১৩ টি সবজি, ৬ টি স্বাস্থ্যকর খাবার, ১০টি অস্বাস্থ্যকর খাবারের নাম, কুড়িটি রাজ্যের নাম, ১৩টি নার্সারি লেভেলের কবিতা ও পাঁচটি ড্রাই ফুডস এর নাম ইংরাজী এবং বাংলাতে বলে সে এই সাফল্য অর্জন করে। গত বছর ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখ এত ছোট বয়সেই তার ঝুড়িতে আছে এই সাফল্য। ওই শিশুর মা তিনি এদিন জানান ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডস এ নাম তোলার জন্য নয়, ছোটবেলা থেকেই তাকে শেখানোর ইচ্ছা ছিল আমার, সেই মতন আমি তাকে বিভিন্ন বিষয়গুলি শেখাতে গিয়ে বিষয়টি বুঝতে পারি, আর পাঁচটা বাচ্চা থেকে ও একটু আলাদা আর তারপরেই এই সাফল্য পাই। বাচ্চার এই সাফল্যের খুশি তার গোটা পরিবার।

গ্রাডরেল নির্মাণের সময় ভেঙে পড়লো একাংশ আহত ১

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ জানুয়ারি ঃ দুর্গাপুর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়েছে দীর্ঘদিন আর সেই কারণেই এই জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করতে হচ্ছে ওভার ব্রিজ। সেইমতো কাজ চলছিল ডানকুনি এলাকায় একটি ওভার ব্রিজের। ডানকুনি ক্রসিংয়ে জাতীয় সড়কের ওপর নির্মাণ কাজ চলাকালীন ওভার ব্রিজের গ্রাডরেল ঢালাই করার সময় ঢালাইয়ের একাংশ ভেঙে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান যিনি আহত হয়েছেন তিনি নির্মীয়মান ব্রিজের তলায় (নিরাপত্তার) গার্ডের কাজ করছিলেন যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ও এই নির্মাণ কাজের মধ্যে কেউ যেন এসে না পরে, আর সেই সময় এই ঘটনা ঘটে। আর এই ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বিঘ্ন ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ডানকুনি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই গুরুতর আহত ব্যক্তিকে শ্রীরামপুর গার্লস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে, কাজের শুরুতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আগামী দিনে কি হবে সেটাই প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে । পাশাপাশি এদিন একটা বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচল একটা প্রাণ, এলাকাবাসীর আরো অভিযোগ পর্যাপ্ত পুলিশ বা সিভিক ভলেন্টিয়ার নিযুক্ত থাকে না এখানে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জাতীয় সড়কের ওপর বহু মানুষ সারাদিন যাতায়াত করে। গোটা ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ডানকুনি এলাকায় ।

ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেক্টিভ সঙ্গীত ও শিল্পকলার মাধ্যমে চৈতন্য গ্রন্থাগার পুনরুদ্ধার উদ্যোগ চালু করেছে

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি ঃ কলকাতা হেরিটেজ কালেক্টিভ সম্প্রতি সঙ্গীত ও শিল্পের এক দর্শনীয় সন্ধ্যার মাধ্যমে ১৩৫ বছরের পুরানো ঐতিহাসিক চৈতন্য গ্রন্থাগার টির পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন এর উদ্যোগ গ্রহণের কথা গর্বের সাথে ঘোষণা করে। কলকাতার নির্মিত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, পুনরুজ্জীবন এবং পুনঃব্যবহারের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, এই কালেক্টিভ চিন্তাবিদ, ছাত্র, প্রবীণ নাগরিক, পেশাদার, উদ্যোক্তা, শিল্পী, ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞ, বিকাশকারী এবং উদ্বিগ্ন নাগরিকদের একত্রিত করে, যারা সকলেই শহরের সমৃদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য একটি যৌথ আবেগ দ্বারা আবদ্ধ। এই উদ্যোগের ভিত্তিপ্রস্তর, চৈতন্য প্রকল্প, ১৩৫ বছরের পুরনো চৈতন্য গ্রন্থাগারকে তার পূর্বের গৌরবে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কাজ করে। পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে একটি ভান্ডার। চৈতন্য গ্রন্থাগার সময় এবং ইতিহাসের যাত্রা প্রত্যক্ষ করেছে, বৌদ্ধিক আলোচনা এবং প্রতিফলনের জন্য একটি অভয়ারণ্য হিসেবে কাজ করে। ১৮৮৯ সালে গৌর হরি সেন, কুঞ্জ বিহারী দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থাগারটিতে ১৫০,০০০ এরও বেশি দুর্লভ বই এবং জার্নাল রয়েছে, যার মধ্যে ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন এবং সংস্কৃতির উপর অমূল্য রচনা রয়েছে। তবে, কয়েক দশকের অবহেলার কারণে ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য এর অমূল্য সংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য এটির পুনরুদ্ধার এবং ডিজিটাইজেশনের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেক্টিভের উদ্যোগে ভবনটির সংস্কার, এর অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং এর বিরল প্রকাশনাগুলির ডিজিটাইজেশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সদস্য এবং একজন শীর্ষস্থানীয় জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ স্থপতি অয়ন সেন পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তার পরিকল্পনায় সত্তার ভবিষ্যতের স্ব-স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য অভিযোজিত পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল লাইব্রেরির সংগ্রহকে বিশ্বব্যাপী পাঠকদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা এবং এর ভৌত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা। এই অনুষ্ঠানটি ছিল শিল্প ও সঙ্গীতের এক উৎসব, যেখানে বিখ্যাত পারকাশন বাদক এবং কজ অ্যাম্বাসেডর বিক্রম ঘোষের উপস্থিতি ছিল, যিনি ফিউশন সঙ্গীতের ২৫ বছর উদ্‌যাপন এবং তার সর্বশেষ অ্যালবাম, রিদমস্কেপ ২.০-এর একটি প্রিভিউ উপস্থাপনের মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। তার সাথে ছিলেন মৃদঙ্গমে পণ্ডিত এস. শেখর, কীবোর্ডে পুলক সরকার, বৈদ্যুতিক সেতারে অভিষেক মল্লিক, কণ্ঠে নির্মাল্য রায় এবং ড্রামসে সত্যজিত মুখার্জি। একসাথে, তারা একটি মন্ত্রমুগ্ধকর সমন্বয় তৈরি করেছিলেন যা দর্শকদের মোহিত করেছিল এবং সন্ধ্যাটিকে সত্যিই অবিস্মরণীয় করে তুলেছিল। শুভাপ্রসন্ন, তার ৭৩ বছরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে দর্শকদের সামনে একটি অত্যাশ্চর্য চিত্রকর্ম সরাসরি পরিবেশন করেন। তার তুলির আঁচড়ের সুর পারকাশন বাদকের তবলার তালের সাথে নিখুঁত ছন্দে চলে আসে। 'চৈতন্য ঐতিহ্য বৈঠকখানা' তৈরির মাধ্যমে সন্ধ্যাটি আরও বিশেষ হয়ে ওঠে, যা একটি সুন্দরভাবে ডিজাইন করা স্থান যা চৈতন্য লাইব্রেরির ঐতিহ্যকে জীবন্ত করে তুলেছে এবং অনুষ্ঠানের সারমর্মকে সত্যিকার অর্থে ধারণ করেছে। তাঁর অবদানের কথা বলতে গিয়ে শুভাপ্রসন্ন বলেন, ঐতিহাসিক চৈতন্য গ্রন্থাগারের পুনরুদ্ধারে কলকাতা হেরিটেজ কালেক্টিভের এক বিশেষ সন্ধ্যা চৈতন্যের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। ১ লক্ষেরও বেশি বই এবং ২৫,০০০ জার্নাল সম্বলিত এই অমূল্য ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের যোগ্য। যদিও পুনরুদ্ধার সরকারের মনোযোগের দাবি রাখে, CHC- এর উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের প্রচেষ্টা জ্ঞানের ভাণ্ডার সংরক্ষণ করছে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার এক নবায়িত চেতনাকে অনুপ্রাণিত করছে। শিল্প ও সঙ্গীতের এই মিশ্রণ 'চৈতন্য'-এর অর্থকে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করে - জাগরণ, জ্ঞান এবং কলকাতার সাংস্কৃতিক আত্মার পুনরুজ্জীবন। তার অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিক্রম ঘোষ বলেন, কলকাতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষায় এই সংগঠন যে অসাধারণ কাজ করছে তাতে আমি গভীরভাবে আগ্রহী। আমার পরিবেশনা আমাদের আসন্ন অ্যালবাম, রিদমস্কেপ ২.০-এর একটি প্রিভিউ উপস্থাপন করেছে। কনসার্টে মূল অ্যালবামের পাশাপাশি নতুন রচনাগুলিও ছিল। কিংবদন্তি শুভাপ্রসন্নের সাথে মঞ্চ ভাগাভাগি করা আমার জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয় ছিল এবং আমি সকলকে এই মহৎ উদ্দেশ্যে সমর্থন করার এবং আমাদের প্রিয় শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদ্‌যাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেক্টিভের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মুকুল আগরওয়াল মন্তব্য করেনঃ চৈতন্য লাইব্রেরি কলকাতার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। চৈতন্য লাইব্রেরির অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ কঠিন। এর বিরল বইয়ের বিশাল সংগ্রহ পুনরুদ্ধার এবং ভবনটি পুনরুদ্ধার উভয় ক্ষেত্রেই। ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেক্টিভ এটিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে, যা এটিকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্র করে তুলেছে। এই রূপান্তরমূলক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেক্টিভের ট্রাস্টিরাঃ গৌরব গুপ্ত, মুনীশ ঝাঝারিয়া, ডঃ রূপালী বসু এবং সঙ্গীতা দুধোরিয়া, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিশ্রুতি এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যায়। চৈতন্য লাইব্রেরি পুনরুদ্ধার উদ্যোগ কেবল সংরক্ষণ প্রচেষ্টার চেয়েও বেশি কিছু এটি কলকাতার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালনকারী সকলের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান। ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেক্টিভ ব্যক্তি, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞান এবং চেতনার প্রতীককে রক্ষা করার জন্য এই প্রচেষ্টায় হাত মেলানোর জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/ 006/2025, Date:- 15/01/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 6(Six) Nos. different works. Date of issue of tender form **15.01.2025 to 25.01.2025 from 11.00 AM to 3:00 PM**. Last date of receiving of tender from **25.01.2025 up to 3:00 PM**. Date of Opening: i) TECHNICAL BID- **28.01.2025, 3:00 PM**, AND ii) FINANCIAL BID- **28.01.2025, 4:00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for drain work under BCW fund & ACR Building under MDW fund in N.I.e.T. No.-04 & 05. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **21.01.2025 & 28.01.2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Block Development Officer
Hariharpara Dev. Block.

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৩০৮_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনি-র অধিক্ষেত্রে এসএসই/ ওয়ার্কস/ডানকুনি-র অধীনে ভট্টনগরে ৫নং লাইনের পুনর্নির্মাণ ও ট্র্যাকের সুরক্ষা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮,৫৭,৮০,৪৮৯.৪১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,৭৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-543/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/ 005/2025, Date:- 15/01/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 4(Four)Nos. different works. Date of issue of tender form **15.01.2025 to 25.01.2025 from 11.00 AM to 3:00 PM.** Last date of receiving of tender from **25.01.2025 up to 3:00 PM.** Date of Opening: i) TECHNICAL BID- **28.01.2025, 3:00 PM**, AND ii) FINANCIAL BID- **28.01.2025, 4:00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-TENDER No. (1)NAH/64/2025, (2) NAH/65/2025, (3) NAH/66/2025
Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 12 (Twelve) different works at different places. Source of Fund: 15th FC (Tied) & 5th FC(Untied). Bid submission closing date(online) **24.01.2025 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal (Online) **27.01.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
Notice Inviting e-Tender No. (1) 68/15th F.C. UNTIED/EO/ PANCHLA/2024-2025, (2) 69/15th F.C. TIED/EO/PANCHLA/2024-2025
For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for 27(Twenty Seven)Nos. different works at different places. Last date of submission of Bid **22/ 01/2025 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **24/01/2025 at 15.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice inviting e-Tender for 07 no of works, **e-NIT No. 08/2024-25** bearing Memo no-**1027/EO/Singur, Dated-13/01/2025** respectively of the Office of the Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly, mentioned in the portal **www.wbtenders.gov.in**. For more details related to this e-NIT please login website : - **www.wbtenders.gov.in**(**Closing date:- 20/01/2025 at 6:30 PM**)
Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
59/GPW/ WBFDC/2024-25 (2 nd Call)	**Sweeping, Cleaning including supply of materials for 19 Nos Toilets at Banabitan Park for the 1 Year.**	**16.01.2025**	**23.01.2025**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Office of the BBPUR Gram Panchayat
BBPUR, Udaynarayanpur, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. (1) 10/WBHZP-UNPUR-BBGP/15 th FC/2024-25, (2) 11/WBHZP-UNPUR-BBGP/15 th FC/2024-25, Date: 09/01/2025
For and on behalf of the BBPUR Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 6(Six) nos. different works. Last date of downloading documents up to **18/01/2025 at 1.00 PM**. Bid submission end date **18/01/2025 at 1.00 pm**. Bid Opening date (technical) **20/01/2025 at 01.30 pm**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
BBPUR Gram Panchayat

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER No.: (1) HOW/SANK/SGP/eNIT-39/24-25, (2) HOW/SANK/SGP/eNIT-40/24-25
For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for total 5(Five) Nos. different works. Document download starting from **15/01/2025 from 05.00 PM up to 23/01/2025 up to 12.00 PM.** Last date of submission of Bid **23/01/2025 at 12.00 PM**. Bid Opening Date on **25/01/2025 at 12.00 PM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৪, তারিখ ঃ ১৩.০১.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ০১২৪১৪৩৫বি;** ভিনাইল কোটেড আপহোলস্ট্রি ফ্যাব্রিক ইত্যাদি...; ০ টাকা; ১,২৬,২১০ টাকা এবং ২৯.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ১১২৪১৫২০এ;** বাইট টাইপ ফিটিংস-এর সেট; ০ টাকা; ৪,০৭,৮১০ টাকা এবং ৩১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩; ২১২৪১২৯৮এ;** টপ সাইড বেয়ারার লাইনার ইত্যাদি; ০ টাকা; ৪,৩০,৯৫০ টাকা। **৪; ২১২৪১৪৬৬;** স্যুইং ডোর ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,৫৩,৩১০ টাকা। **৫; ২১২৪৪৯৯৯;** ক্যাসনাব এইচএস বগিগুলির জন্য কন্ট্যাক্ট সাইড বেয়ারার প্যাডের টপ হাউসিং ইত্যাদি;০ টাকা; ২,৭৯,৯১০ টাকা। **৬; ২১২৪৫০২৬;** উন্নত হাই টেনসাইল সেন্টার বাফার কাপলার ইত্যাদি; ০ টাকা; ৬,৫০,০৪০ টাকা এবং ০৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৩ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য)। **৭; ১০২৪১৯১৬সি;** সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বেয়ারিং-এর সেট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৩,৬৮,৮১০ টাকা। **৮; ১২২৪৫৭৫৭;** ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং প্রস্তুতি ও সরবরাহের চালু চুক্তি; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা। **৯; ১২২৫১০৯৫;** নাইলন কর্ড জিআরএসপি টি-৪২১৮ ইত্যাদি; ০ টাকা; ৯,৯৭,৫০০ টাকা। **১০; ১২২৫১০৯৬;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৪৮৬৫ অনুযায়ী ৬ মিমি. পুরু এনসিআর জিআরএসপি; ০ টাকা; ২,৬৩,১১০ টাকা। **১১; ১৪২৫১০৯৯;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/ ২০১০ (রীভ. ১.১) অনুযায়ী বর্তমান সিএলএস হাউসিং-এর সাথে রেট্রোফিটেবল ও এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে মানানসই রেড অ্যাসপেক্ট মেইন এলইডি সিগন্যাল ১১০ ভোল্ট এসি; ০ টাকা; ৯,৬৫,০২০ টাকা। **১২; ১৪২৫১১০০;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০১০ (রীভ. ১.১) অনুযায়ী বর্তমান সিএলএস হাউসিং-এর সাথে রেট্রোফিটেবল ও এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে মানানসই গ্রীন অ্যাসপেক্ট মেইন এলইডি সিগন্যাল ১১০ ভোল্ট এসি;০ টাকা; ৯,৫৭,৬৮০ টাকা এবং ০৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৭ থেকে ১২ প্রতিটির জন্য)। **১৩; ২১২৪১৩৮৯এ;** ইয়োক পিন ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,২৫,২৮০ টাকা এবং ০৫.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৪; ২১২৪১৪৫৭;** মডিফায়েড ইলাসটোমেরিক প্যাডস্‌ ডিজাইন-বি ইত্যাদি; ০ টাকা; ১৯,৯৫,৭২০ টাকা এবং ০৬.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৫; ১৪২৫১০৯৮;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/১৫৩/২০২৩ (রীভ. ৫.০) অনুযায়ী বর্তমান সিএলএস হাউসিং-এর সাথে রেট্রোফিটেবল ও এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে মানানসই রুট এলইডি সিগন্যাল লাইটিং ইউনিট, ১১০ ভোল্ট এসি; ০ টাকা; ৭,৭৮,৭৮০ টাকা। **১৬;১৪২৫১১০১;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/ ২০১০ (রীভ. ১.১) অনুযায়ী বর্তমান সিএলএস হাউসিং-এর সাথে রেট্রোফিটেবল ও এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে মানানসই ইয়েলো অ্যাসপেক্ট মেইন এলইডি সিগন্যাল ১১০ ভোল্ট এসি; ০ টাকা; ৮,৫৭,৫১০ টাকা এবং ১০.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১৫ ও ১৬ প্রতিটির জন্য)। **১৭; ২০২৩৫০৪৪বি;** এমআরভিসি ফেজ-২ বমবার্ডিয়ের রেকের জন্য পিনিয়ন সহ বমবার্ডিয়ের নির্মিত ট্যাকশন মোটর; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ১৭.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৮; ২০২৪১০৮৯;** ৭টি আইটেম সমন্বিত পিন-এর সেট (ইলেক্ট্রোপ্লেটেড) (প্রতি সেটে, আইটেম-১ = ৮টি, আইটেম-২ = ১৬টি, আইটেম-৩ = ৮টি, আইটেম-৪ = ৮টি, আইটেম-৫ = ৩২টি, আইটেম-৬ = ৮টি, আইটেম-৭ = ১৬টি) আইসিএফ ড্রইং নং ইএমইউ/এম-৩-২-০৬৫, অল্ট "এ" ও আইসিএফ স্পেসি. নং আইসিএফ/এমডি/স্পেসি.-১৪২, ইস্যু স্ট্যাটাস-০১, রীভ.-০০, ১৩.০১.২০০৪ অনুযায়ী; ০ টাকা; ১,০৭,৩৬০ টাকা এবং ২৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৯; ০৫২৪১০৩১এ;** অ্যান্টি-ওয়্যার হাইড্রলিক অয়েল এইচএলপি-৬৮ ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা;১,০২,৯৫০ টাকা এবং ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-71/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

রোহিতের পাকিস্তান যাওয়া নিয়ে মুখ খুলল বিসিসিআই

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারিঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। হাইব্রিড মডেল নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে ভারতের ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। ভারতীয় দল পাকিস্তানে না গেলেও রোহিত শর্মাকে হয়তো সে দেশে যেতে হবে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে ভারত অধিনায়ক সেখানে উপস্থিত হতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি রোহিত যাবেন পাক-ভূমে? তার উত্তর দিল বিসিসিআই। পাকিস্তানের তরফ থেকে প্রথম থেকেই হাইব্রিড মডেলের বিরোধিতা করা হয়েছিল। কিন্তু বিসিসিআইয়ের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, দুই দলের সম্পর্ক এবং দলের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানে খেলতে যাবে না ভারত। দীর্ঘ টানাপোড়েনের

পর হাইব্রিড ফরম্যাটে সম্মতি দেয় পিসিবি। ঠিক হয়, টিম ইন্ডিয়া খেলবে দুবাইয়ে। বাকি সব ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। এমনকী ওয়ার্ম-আপ ম্যাচও মরুদেশেই খেলবে ভারতীয় দল। তবে শোনা যাচ্ছে, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বাবর আজমদের দেশে যেতে পারেন রোহিত। যে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্টের আগে সব দলের অধিনায়ককে নিয়ে ফটোশুটের আয়োজন হয়ে থাকে। আবার ট্রফি নিয়েও ফটোশুট হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অধিনায়করা। সেখানে উপস্থিত হতে পারেন রোহিত। তেমন হলে ক্রিকেট কেরিয়ারে প্রথমবার সে দেশে পা দেবেন তিনি। কিন্তু রোহিত কি সত্যিই যাবেন? বিসিসিআইয়ের সূত্র থেকে বলা হচ্ছে, 'প্রথমে দল ঘোষণা করা হোক, তারপর আমরা এই বিষয়টা দেখব। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।' তবে এও জানা যাচ্ছে, রোহিতকে পাকিস্তানে পাঠানো হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক সরকারি বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে হবে ভারত অধিনায়ককে। দল ঘোষণা হতে পারে ১৮ বা ১৯ জানুয়ারি। তারপরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে।

ফেডেরারের রেকর্ড ভেঙে তৃতীয় রাউন্ডে জকোভিচ

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারিঃ টেনিস ইতিহাসের নোভাক জকোভিচের চেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম একক শিরোপা নেই আর কারও। ২৪ বারের সেই গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন আজ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কোর্টে নেমেই গড়েছেন আরেকটি রেকর্ডও। গ্র্যান্ড স্লাম ক্যারিয়ারের ৪৩০তম একক ম্যাচটি খেলতে নেমে সার্বিয়ান তারকা কেড়ে নিয়েছেন রজার ফেডেরারের আরেকটি রেকর্ড। রেকর্ডের সেই ম্যাচে রড লেভার অ্যারেনায় পর্তুগালের জাইমে ফারিয়াকে ৬-১, ৬-৭ (৪৭), ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন জকোভিচ। তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন কোয়ার্টার ফাইনালে জকোভিচের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কার্লোস আলকারাজও। জাপানের ইয়োশিহিতো নিশিওকাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ৬-০, ৬-১, ৬-৪ গেমে জিতেছে টেনিসের ভবিষ্যৎ। গ্র্যান্ড স্লামে ম্যাচের সংখ্যায় ফেডেরারকে পেছনে ফেলার ম্যাচে প্রথম সেটটি সহজে জিতলেও দ্বিতীয় সেটটা দুর্দান্ত খেলে জিতে নেন বাছাইপর্বে পেরিয়ে আসা ফারিয়া। তবে পরের দুই সেটে আর ৩৭ বছর বয়সী জকোভিচের কাছে পাত্তা পাননি পর্তুগিজ খেলোয়াড়। মহিলা-পুরুষ মিলিয়ে

গ্র্যান্ড স্লামে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়া জকোভিচ তৃতীয় রাউন্ডে খেলবেন ২৬তম বাছাই চেক খেলোয়াড় তমাস মাখাচের বিপক্ষে। টানা ১৭তম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পর জকোভিচ কথা বলেছেন রেকর্ড নিয়ে। নিজেকে সৌভাগ্যবান হিসেবেই বর্ণনা করলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রেকর্ড ১০ বারের চ্যাম্পিয়ন, ''আমি এই খেলাকে ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও। যখনই খেলতে নামি, চেষ্টা করি নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার। গ্র্যান্ড স্লামে খেলে সেটিও তো ২০ বছরের বেশি হয়ে গেল। হারি কিংবা জিতি, আমি কোর্টে হৃদয় নিংড়েই খেলি। আরেকটি রেকর্ড গড়তে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।'' জকোভিচের জয়ের আগেই মার্গারেট কোর্ট অ্যারেনায় নিশিওকাকে উড়িয়ে দেন চারবারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ। ৮১ মিনিটের মধ্যেই সরাসরি সেটে পাওয়া সেই জয়ের পর আলকারাজ প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের, ''মনে হচ্ছে আজকে নিখুঁত টেনিস খেলেছি। প্রথম ম্যাচের পর যে বিষয়গুলোতে উন্নতির দরকার ছিল আজ তা করতে পেরেছি। আজকের খেলা নিয়ে আমি সত্যি সত্যিই খুব খুশি। তিন সেটেই খুব সত্যিকারের উঁচু মানের টেনিস খেললাম। আশা করছি, এভাবেই চালিয়ে যেতে পারব।''

বছরের শুরুতেই আরও একটা ডার্বি জয়, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে 'হ্যাটট্রিক' মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের সবেমাত্র ১৫ দিন। তার মধ্যে ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলল মোহনবাগান। প্রথমে রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ইউথ স্পোর্টসের অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টে ডার্বি ম্যাচে জয়পতাকা উড়িয়েছিল মোহনবাগান। তারপর আইএসএলে ডার্বি জয়। আর অনূর্ধ্ব-১৭ ইয়ুথ লিগেও ছবিটা বদলাল না। সেখানে আদিত্য মণ্ডলের গোলে ১-০ ব্যবধানে জয় পেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এদিন মোহনবাগানের ঘরের মাঠেই মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। হোক না ছোটদের ম্যাচ। তা নিয়েও উন্মাদনা ছিল। ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ

করার জন্য হাজির হয়েছিলেন ভক্তরাও। তাঁদের নিরাশ করেনি মোহনবাগানের ছোটরা। সেখানে জয়সূচক গোল করলেন আদিত্য মণ্ডল। ৭৭ মিনিটে তার গোলে ডার্বিতে জয় ছিনিয়ে নিল ডেগি কার্ডোজোর প্রশিক্ষণাধীন দল। এই নিয়ে চলতি বছরেই তিনটি ডার্বি জয় হয়ে গেল মোহনবাগানের। ১১ জানুয়ারি রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ইউথ স্পোর্টসের অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে জিতেছিল মোহনবাগান। সেখানে রাজদীপ পালের জোড়া গোলের সুবাদে ২-১ গোলে জিতেছিল তারা। সেদিন সন্ধ্যায় গুয়াহাটিতেও ছবিটা একই ছিল। ম্যাকলারেনের একমাত্র গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহনবাগান। আইএসএলে ১০টি ডার্বির মধ্যে ৯টিই মোহনবাগানের পকেটে। ১৫ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে মোলিনার দল রয়েছে লিগশীর্ষে। এই মরশুমে সব পর্যায় মিলিয়ে ছটি ডার্বি হয়েছে। একমাত্র কলকাতা লিগের ম্যাচ বাদ দিলে ৫টি বড় ম্যাচেই জয়ের খাতায় নাম লিখিয়েছে মোহনবাগান। আর চলতি বছরে ডার্বিজয়ের হ্যাটট্রিকও হয়ে গেল।

বড় ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ যেভাবে ছোট দল

জেদ্দা, ১৫ জানুয়ারিঃ লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে গত মরসুমটা দারুণভাবে শেষ করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপ্পের আগমনের কারণে চলতি মরসুমেও অন্যতম ফেবারিট ভাবা হচ্ছিল রিয়ালকে। কিন্তু গত মরসুমের তুলনায় এই মরসুমে রিয়ালের পারফরম্যান্স বেশ সাদামাটাই। এমবাপের সংযুক্তিও দলের পারফরম্যান্সে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। উল্টো গত মরসুমে দারুণ নৈপুণ্য দেখানো ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও জুড বেলিংহামও বেশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। এরই মধ্যে বার্সেলোনার কাছে ৫-২ গোলে হেরে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপাও হাতছাড়া হয়েছে রিয়ালের। সব মিলিয়ে এই মরসুমে রিয়ালের পারফরম্যান্স মোটেই সন্তোষজনক নয়। বরং তুলনামূলক সম শক্তির দলগুলোর বিপক্ষে রিয়ালের পারফরম্যান্সকে বেশ শোচনীয়ই বলতে হয়। শুরুতে বার্সেলোনার বিপক্ষে পারফরম্যান্সের কথাই ধরা যাক। লা লিগায় ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতেই রিয়াল বিধ্বস্ত হয়েছিল ৪-০ গোলে। সেই ম্যাচে হাইলাইন ডিফেন্সিভ কৌশলে রিয়ালকে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি আক্রমণেও বার্সা ছিল দুর্দান্ত। এরপর স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালেও রিয়ালের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে বার্সা। জেদ্দায় দারুণ নৈপুণ্যে রিয়ালকে তারা উড়িয়ে দিয়েছে ৫-২ গোলে। অর্থাৎ শুধু বার্সার কাছেই রিয়াল দুই ম্যাচে হজম করেছে ৯ গোল। লা লিগায় এখন শীর্ষে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষেও জিততে পারেনি রিয়াল। প্রথম লেগের ম্যাচটিতে কোনোরকমে ড্র করেছিল কার্লো আনচেলত্তির দল। বার্সেলোনা বা আতলেতিকোর মতো বড় না হলেও চলতি মরসুমে দারুণ নৈপুণ্য দেখাচ্ছে অ্যাথলেটিক বিলবাও। এই মুহূর্তে ১৯

ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ৪ নম্বরে আছে বিলবাও। সেই বিলবাওয়ের মাঠ থেকেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে ফিরতে পারেনি মাদ্রিদের ক্লাবটি। গত ডিসেম্বরের ম্যাচটিতে রিয়াল হেরেছিল ২-১ গোলে। অর্থাৎ চলতি মরসুমে লা লিগায় শীর্ষ চারে থাকা কোনো দলের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত জিততে পারেনি রিয়াল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই দলগুলোর সঙ্গে ৪টি ম্যাচ খেলে ৩টিতে হেরেছে তারা, ড্র করেছে ১ ম্যাচে। চ্যাম্পিয়নস লিগেও রিয়ালের অবস্থা অনেকটা একইরকম। ইউরোপের রাজা খ্যাত দলটি ৬ ম্যাচে ৩ জয় ও ৩ হারে মাত্র ৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ২০ নম্বরে অবস্থান করছে। এখানেও তুলনামূলক সমশক্তির দলগুলোর বিপক্ষে ভালো করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম পর্বে রিয়ালের জন্য শক্তিশালী দুই প্রতিপক্ষ ভাবা হচ্ছিল প্রাক্তন দুই চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল ও এসি মিলানকে। দুই দলের কাছেই হেরেছে রিয়াল। এসি মিলানের কাছে ৩-১ গোলে হারা দলটি লিভারপুলের বিপক্ষে হেরেছে ২-০ গোলে। এমনকি ফরাসি ক্লাব লিলের কাছেও হেরেছে তারা। এই মরসুমে রিয়ালের বলার মতো জয়টি এসেছে কেবল গতবারের রানার্সআপ বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের হ্যাটট্রিক করা সেই ম্যাচটিতে ঘরের মাঠে রিয়াল জিতেছে ৫-২ গোলে। সব মিলিয়ে হিসাব করলে বার্সা, আতলেতিকো, বিলবাও, লিভারপুল ও এসি মিলানের বিপক্ষে রিয়াল ৬ ম্যাচ খেলেছে। যার ৫টিতেই দেখেছে হারের মুখ, অন্য ম্যাচটি হয়েছে ড্র। মরসুমের শেষ অর্ধে রিয়ালের জন্য এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট আতঙ্ক তৈরি করার মতো। সামনের দিনগুলোতেও বেশ কিছু বড় ম্যাচে মাঠ নামতে হবে রিয়ালকে। যে ম্যাচগুলো গড়ে দিতে পারে রিয়ালের ভাগ্যও। এখন গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্যাচগুলোর আগে রিয়াল সেরা ছন্দে ফিরতে পারে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

হ্যারির রেকর্ড ভেঙে ওডিআই-তে দ্রুততম সেঞ্চুরির শিখরে স্মৃতি মান্ধানা

সৌরাষ্ট্র, ১৫ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের শুরুটা ভালোই কাটছে ভারতের মহিলা টিমের ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানার। আইরিশদের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে দুরন্ত সেঞ্চুরি করেছেন স্মৃতি। সেই সঙ্গে তিনি গড়েছেন এক রেকর্ড। মেয়েদের ওডিআই ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে সবচেয়ে দ্রুত সেঞ্চুরির মালিক এ বার স্মৃতি মান্ধানা। ৭০ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছান তিনি। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে টস জেতেন ভারত অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। এবং টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ওপেনার প্রতিকা রাওয়ালের সঙ্গে ২৩৩ রানের জুটি বাঁধেন স্মৃতি। ৭০ বলে সেঞ্চুরি করার পর তিনি মাঠ ছাড়েন ৮০ বলে ১৩৫ রান করে। এই ইনিংসে স্মৃতির ব্যাটে এসেছে

১২টি চার ও ৭টি ছয়। স্মৃতির স্ট্রাইকরেট ১৬৮.৭৫। এই সিরিজের প্রথম ওডিআই ম্যাচে স্মৃতি করেছিলেন ৪১ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর ব্যাটে এসেছিল ৭৩ রান। এই সেঞ্চুরির সুবাদে হরমনপ্রীত কৌরের একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙার পাশাপাশি প্রথম এশিয়ান ক্রিকেটার হিসেবে মেয়েদের ওডিআইতে ১০টি সেঞ্চুরির মালিক হলেন স্মৃতি। ভারতের জার্সিতে ৯৭টি ওডিআইতে স্মৃতির প্রাপ্তি ৪২০৯। উল্লেখ্য, গত বছর আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৭টি বলে এক ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন হরমনপ্রীত কৌর। তাঁর পাশাপাশি গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হরলীন দেওল ৯৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। স্মৃতি ছাড়া এ বছর আইরিশদের বিরুদ্ধে জেমাইমা রডরিগজ ৯০ বলে সেঞ্চুরি করেছেন।

কেসিএ-র ভুলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট অধরাই থাকবে সঞ্জু স্যামসনের?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বদলাচ্ছে সময়। বদলাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন কমিটির ভাবনাচিন্তা। কোনও ক্রিকেটারকে আর বাড়তি কোনও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না। বার বার তা স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছে অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি। সামনেই আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার জন্য এখনও ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা হয়নি। এরই মাঝে চাপে পড়েছেন কেরলের উইকেটকিপার ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। যা পরিস্থিতি, তাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে তাঁর জায়গা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এক্ষেত্রে যে তথ্য সামনে এসেছে, তাতে সঞ্জু যদি সত্যি সুযোগ না পান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে, তা হলে কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অনেকটাই দায়ী থাকবে। বিষয়টা পরিস্কার করা যাক। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজের টিমে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে তাঁর জায়গা কার্যত অনিশ্চিত। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভারতীয় টিমে প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। তিনি যদি এই দায়িত্ব সামলাতে না পারেন, তা হলে উইকেটকিপারের দায়িত্বে দেখা যাবে লোকেশ রাহুলকে। ফলে সেই টিমে সঞ্জুর জায়গা না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কেরলের হয়ে সঞ্জু বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেননি। অনম্যানোরামা-র রিপোর্ট অনুযায়ী, সঞ্জুকে কেরলের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির স্কোয়াডে বেছে নেওয়া হয়নি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, তিনি প্রি-টুর্নামেন্ট ক্যাম্পে অংশ নেননি। কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বিনোদ এস কুমার জানান সঞ্জু তাঁদের দুটি ইমেইল করেন। তিনি এ বিষয়ে বলেন, ''আমি জানাতে চাই যে প্রস্তুতি শিবিরে অংশ নিতে পারছি না (সঞ্জু স্যামসন এই ইমেইলটি করেছিলেন কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে)। তিনি কোনও কারণ উল্লেখ করেননি। সচিন বেবি চোটের কারণে উপলব্ধ ছিলেন না। তাই আমার দুই সিনিয়র ক্রিকেটারকে পাইনি। সেই সময় তাঁদের জায়গায় আমরা তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি।'' এরপর সঞ্জু টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচের আগে কেরল ক্রিকেট সংস্থাকে জানিয়ে দেন, তিনি বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে তৈরি। কিন্তু তারপরও তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। প্রথমে কেরল ক্রিকেট সংস্থা জানায়, সঞ্জু প্রস্তুতি শিবিরে অংশ নেননি বলে তাঁকে স্কোয়াডে রাখা হয়নি। পরবর্তীতে যখন জানা যায়, যে ওই প্রস্তুতি শিবিরে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, সেই সময় কেসিএ জানায়, তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়ার কথা ভেবেছে তারা। এই ভাবে সঞ্জুর আর বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলা হয়নি। এ বার হয়তো তারই খেসারত সঞ্জুকে দিতে হবে। তাঁর আর এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হয়তো খেলা হবে না।

অবসর অতীত, ভারতের জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন আশ্বিন? জানালেন নিজেই

চেন্নাই, ১৫ জানুয়ারিঃ ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় টেস্টের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন ভারতীয় অফস্পিনার রবিচন্দ্রন আশ্বিন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তার মতামত বদলান। সাংবাদ মাধ্যমে জানান এখনই ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে রাজি নন, আরও ক্রিকেট খেলতে চান। ক্রিকেটের প্রতি সৎ থাকার পাশাপাশি সৃষ্টিশীলতায় জোড় দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন, ''জীবনে কী করতে হবে সেটা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করি। অবসরের ভাবনা নিজে থেকেই আসে। যদি কেউ বুঝতে পারে তার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তা হলে ভাবনার কিছু থাকে না। লোকে অনেক কথা বলবে। আমি সে সবে পাত্তা দিই না। প্রথম টেস্টে খেলিনি। দ্বিতীয় টেস্টে খেলার পর আবার তৃতীয় টেস্টে বাদ পড়ি। চতুর্থ বা পঞ্চম টেস্টে খেলতেও পারতাম। না-ও পারতাম। আমি সব সময় সৃষ্টিশীলতায় জোর দিই। সেটা শেষ হয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে যায়।'' তিনি আরও বলেন, ''সমাজমাধ্যম না থাকার সময় মানুষ এক সপ্তাহের মধ্যে সব ভুলে যেত। বিদায়ী টেস্টের কোনও দরকারই ছিল না। ক্রিকেট খেলাটা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি খুশি মনেই খেলাটা ছেড়েছি। শুধুমাত্র বিদায়ী টেস্টে খেলার জন্য দলে জায়গা পাওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না আমার।'' বিদায়ী টেস্ট না খেলা নিয়ে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আশ্বিনকে। তার এই মন্তব্য সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়।

এগিয়ে থেকেও ড্র ম্যানচেস্টার সিটির, পিছিয়ে পড়েও ড্র লিভারপুলের

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারিঃ সময় খারাপ গেলে যা হয় আর কী! তখন জেতা ম্যাচও হুট করে হাতছাড়া হয়ে যায়। ম্যানচেস্টার সিটির তো এই মরসুমে সময় খারাপই যাচ্ছে। আবার সময় ভালো গেলে ভাগ্যও যেন পাশে চলে আসে। হারা ম্যাচ থেকেও তখন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে জিটেক স্টেডিয়ামে গত মরসুমে দুই দলের ম্যাচটার নায়ক ছিলেন ফিল ফোডেন, তাঁর হ্যাটট্রিকেই ৩-১ গোলে ওই ম্যাচ জিতেছিল সিটি। আজ আবার সেই একই স্টেডিয়ামে একই দলের বিপক্ষে ফোডেনকে পাওয়া গেল চেনা রূপে। ৬৬ ও ৭৮ মিনিটে করা হারাল পেপ গার্দিওলার দল। ২১ ম্যাচে ১০ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানেই রয়ে গেল সিটি। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে ব্রেন্টফোর্ড। এই মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত একটাই ম্যাচ হেরেছে লিভারপুল, সেটা গত সেপ্টেম্বরে খেলোয়াড়, কস্তাস সিমিকাস ও দিয়েগো জোতা। সিমিকাসের কর্নারে বদলি নামার ২২ সেকেন্ডের মধ্যেই হেড করে গোল করেন জোতা। এরপর মনে হচ্ছিল, লিভারপুল বুঝি ম্যাচটা জিতেও যাবে। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি যদিও। লিগে এ নিয়ে টানা দুটি ম্যাচ ড্র করল

দুই গোল করেও সিটিকে জেতাতে পারেননি ফোডেন।

জোতার গোলের পর লিভারপুলের উচ্ছ্বাস।

আসা যায়। আর এই মরসুমে তো লিভারপুল দারুণ সময়ই কাটাচ্ছে। প্রিমিয়ার লিগে আজ মাঠে নেমেছিল দুই শক্তিশালী দলই। ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে অতিথি হয়ে গিয়েছিল ম্যান সিটি, লিভারপুলের ম্যাচটা ছিল নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে। কী কপাল! ২ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে ২-২ ড্র করল সিটি, অন্যদিকে নটিংহামের মাঠে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও ১-১ ড্র করে ফিরেছে লিভারপুল। ব্রেন্টফোর্ডের ফোডেনের দুই গোলেই ম্যাচটা জয়ের পথে ছিল সিটি। কিন্তু ম্যাচের রং বদলে যায় শেষের ১০ মিনিটে। ৮২ মিনিটে ব্রেন্টফোর্ডের ইওয়ান ভিসা ব্যবধান কমানোর পর যোগ হওয়া সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে সমতা ফেরানো গোলটা করেন ক্রিস্টিয়ান নরগার্ড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আগের তিনটি ম্যাচই জেতার পর মনে হচ্ছিল সিটির খারাপ সময় বুঝি কাটতে শুরু করেছে। তবে আজ আবার পয়েন্ট হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে কিছুটা এগোনোর সুযোগ অ্যানফিল্ডে নটিংহাম ফরেস্টের কাছে। শুধু লিভারপুলের বিপক্ষে ওই জয় নয়, লিগে দারুণ এক মরসুম কাটাচ্ছে এবার নটিংহাম। আজ নটিংহামের মাঠে ফিরতি লেগে আবারও মুখোমুখি হয় দুই দল। এবারও মনে হচ্ছিল লিভারপুলকে হারিয়ে দেবে নটিংহাম। ৮ মিনিটে ক্রিস উডের করা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আয়োজকরা। ৬৬ মিনিট পর্যন্ত সেই লিড ধরে রেখেছিল নটিংহাম। তারপর লিভারপুলকে উদ্ধার করেন বদলি নামা দুই লিভারপুল, ঠিক এর আগের ম্যাচে ২-২ ড্র করেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে। তবে এতে পয়েন্ট তালিকায় লিভারপুলের অবস্থান নড়বড়ে হয়নি একটুও। ২০ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে আর্নে স্লটের দল। ২১ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দুই নম্বরে নটিংহাম। একই রাতে বোর্নমাউথের সঙ্গে ২-২ ড্র করা চেলসি ২১ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে চার নম্বরে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com